# মহা নবী (সঃ) এর কীর্তিমান পূর্বপুরুষদের কথা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

# মহানবী (সঃ) এর কীর্তিমান পূর্বপুরুষদের কথা

■ রচনায়
প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফিক

■ প্রকাশনায়ঃ
abc Publications
43 Jame Masjid Shoping Complex
Andarkilla, Chittagong
✆ : 611784

■ প্রকাশকাল
জানুয়ারীঃ ২০০২ ইং
যুলক্বা'দাহ : ১৪২২ হিঃ

■ কম্পোজ
মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ
গ্রাফিক্স সেন্টার, আই.আই.ইউ.সি

■ মূল্য ঃ
৮০ আশি টাকা মাত্র

www.pathagar.com

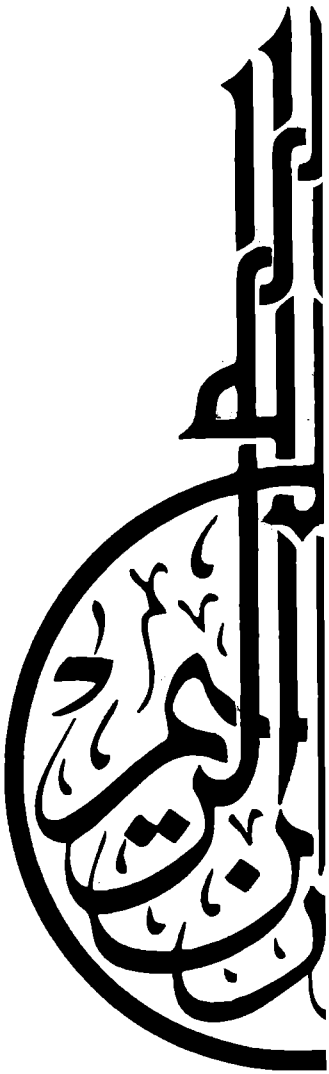

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


**প্রথম অধ্যায়**

- মহানবী (সাঃ) এর বংশ পরিচয় / ৯
- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে মক্কায় বসবাস করানোর কাহিনী / ১৩
- একজন আধুনিক জীবন চরিত রচয়িতার বর্ণনা পর্যালোচনা / ১৬
- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক ছেলেকে কুরবানী দান প্রসঙ্গে / ২৪

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

- কা'বা গৃহের কথা / ৩৭
- জিবরীল (আঃ) কর্তৃক হযরত হাজেরার প্রতি কা'বাগৃহের স্থান চিহ্নিত করণ/ ৪০
- আরব ও সারা দুনিয়ায় কা'বার মর্যাদা /৪৩
- সর্ব প্রথম গনইবাদত কেন্দ্র / ৪৯
- জাহেলী যুগে কা'বার বরকত সমূহ / ৫০
- কা'বার মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত / ৫১

**তৃতীয় অধ্যায়**

- হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব লাভ / ৫৫
- হযরত ইসমাঈলের রিসালাত এবং আরবে এর প্রভাব / ৬৩
- হযরত ইসমাঈলের পরে কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব লাভ / ৬৬
- জুরহুমী গোত্রীয় লোকদের মক্কা থেকে বিতাড়ন /৬৭
- কা'বা গৃহে মূর্তি স্থাপনের বিদ'আত শুরু প্রসঙ্গে /৬৮

**চতুর্থ অধ্যায়**

- মহানবী (সাঃ) এর উর্ধতন পুরুষদের কিছু কীর্তিকাহিনী / ৭১
- আদনান / ৭২
- মা আ'দ্দ / ৭২
- নিযার / ৭৩
- মুদ্বার / ৭৪
- ইলয়াস / ৭৫
- মুদরাকা / ৭৬
- খুযায়মা / ৭৬


www.pathagar.com

- কিনানা / ৭৬
- নাদ্বর / ৭৭
- ফিহর / ৭৭
- কা'আব / ৭৯
- মুবরা / ৮০
- কিলাব / ৮০
- কুছাই ইবন কিলাব / ৮১
- 'আব্দ মনাফ / ৯২
- হাশিম ইবন 'আব্দ মনাফ / ৯২
- রক্ত মাখা শপথ ও আতর মাখা শপথ / ৯৪
- এক নতুন সমস্যার আত্মপ্রকাশ / ৯৫
- য়ামান সম্রাটের সাথে চুক্তি / ১০০
- হালাল সম্পদ ব্যয় করার প্রতি বিশেষ নির্দেশ দান / ১০৪
- হাশিমের পারিবারিক জীবন / ১০৬
- 'আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম / ১০৯
- মুত্তালিবের মৃত্যু ও শায়বার উত্তরাধিকার / ১১৩
- 'আব্দুল মুত্তালিবের সামাজিক মর্যাদা / ১১৪
- 'আব্দুল মুত্তালিবের শ্রেষ্টতম অবদানঃ মক্কার পানি সংকটের সমাধান / ১১৬
- কুরাইশদের ঈর্ষা / ১১৯
- আবরাহার বিকল্প স্বর্ণ মন্দির নির্মান ও কা'বা গৃহ ধ্বংসের উদ্যোগ / ১২১
- কর্তত্বের প্রশ্নে 'আব্দুল মুত্তালিব ও হারব ইবন উময়্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব / ১২৬
- 'আব্দুল মুত্তালিবের পণ / ১২৭
- হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব / ১৩০
- হযরত 'আব্দুল্লাহর বিয়ে / ১৩১
- হযরত 'আব্দুল্লাহর পরলোক গমন / ১৩২
- হযরত 'আব্দুল্লাহকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র / ১৩৩


www.pathagar.com

# প্রসঙ্গকথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা সেই মহামহীম আল্লাহর, যিনি আমার মত এক অধমকে দিয়ে এমন এক গ্রন্থ রচনার কাজ নিয়েছেন যা তার শ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত।

বিষয়টি একদিকে যেমন পুরুত্বপূর্ণ অপর দিকে তেমন কঠিনও বটে। গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে সাধারণভাবে লোকদের ধারণা এবং যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি নিজেও পোষণ করতাম যে হযরত ইসমাঈলের বংশধারায় যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ই একমাত্র নবী ছিলেন তাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাহিলিয়্যাতের ঘনঘটায় নিমজ্জিত ছিলেন। এ ধারণাটিকে বদ্ধমূল করার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে এই, মহানবী (স.) এর আগমনের পূর্ববর্তী সময়কালটি আরবের ইতিহাসে আন্ধকার যুগ তথা ***আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত*** নামে খ্যাত ছিল। তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরে নেয়া যায় যে অন্ধকার যুগের অধিবাসীগণ গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকবে তাই স্বাভাবিক।

আমার মনে এ ধারণাটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত নানারূপ প্রশ্নের সৃষ্টি করছিল। তাই এ বিষয়টি অধ্যয়ন করার জন্য বিশেষ উৎসাহ সহকারে নানা গ্রন্থ ও পুস্তকাদি ঘাটা-ঘাটি করতে লাগলাম। কিন্তু আমার জানামত আরবী, উর্দ্দু, ইংরেজী, ফার্সী কিংবা বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের উপর রচিত কোন গ্রন্থই পাওয়া গেলনা। তবে আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় রচিত বিভিন্ন ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে এতদসম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া গেল যা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ তথ্য সমূহের সন্ধান লাভে আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ এ তথ্য সমূহ অধ্যয়নের পর আমার কাছে মনে হল আমি যেন জ্ঞানের এক নতুন জগত আবিস্কৃত করতে পেরেছি এবং আমার সম্মুখে এ সত্যটি উদঘাটিত হল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) যে শুধু সৃষ্টির সেরা ও নবীকুল শিরোমনী তাই নয়, বরং নবীজী থেকে নিয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.) পর্যন্ত বংশানুক্রমে তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন স্ব স্ব যুগের ও আপন আপন সমাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। বিশেষভাবে যে যুগের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষিত হওয়ার মত কোন উত্তম ব্যবস্থা ছিলনা যে যুগে বসবাসকারী এ সব কীর্তিমান পুরুষদের ইতিহাস মানুষের মুখে মুখে সংরক্ষিত হওয়াই এ কথার প্রমাণ করে যে তাঁরা স্ব স্ব যুগের আপন আপন সমাজে মর্যাদার উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিলেন। অনেকের ব্যাপারে তো নবীজী (স.) এর সুস্পষ্ট হাদীছ আছে সে "তোমরা অমুখকে মন্দজ্ঞান করোনা, তিনি তাওহীদের অনুসারী ছিলেন।"

www.pathagar.com

নবীজীর (স.) পূর্বপুরষদের বিষয়ে আমি যতই অধ্যয়ন চালিয়ে গেছি ততই আমর কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে এদের সকলেই ছিলেন সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের (Charismatic personality) অধিকারী। উন্নত চরিত্রের ধারক, মানবতার প্রতীক ও মর্যদার আধার ছিলেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যা এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার। এবং কার্যত: এ তথ্যবলীকে সংগ্রহ করে একটি পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ আরম্ভও করে দেই। কিন্তু কয়েক বছর পর পর আমার কার্য ক্ষেত্রের পরিবর্তন এ কাজকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগুতে দেয়নি। ১৯৮৬ সালে এ পরিকল্পনা হাতে নিলেও সে বছরই চলে যাই গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগপত্র নিয়ে। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার দরূণ পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ মন্থর গতিতেই চলতে লাগল। ১৯৯০ সালে পূনরায় নতুন এক নিয়োগপত্র পেয়ে মালয়েশিয়াস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (IIUM) যোগদান করি। নতুন এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথমে এক দুই বছর সে দিকে আর বেশী নজর দেয়াই সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিষয়টি কখনও আমার পরিকল্পনা হতে বাদ দেইনি। ফলে সুযোগ পেলেই এতদসংক্রান্ত অধ্যয়ন ও তথ্য সংগ্রহের কাজে পূনরায় উদ্যোগী হই কিছুদিন পরে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন আরব দেশ থেকে প্রকাশিত কিছু সাময়িকীতে এমন কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল যা আমার প্রকল্পের জন্য দুলর্ভ তথ্য হিসেবে বিবেচ্য। অবশেষে ১৯৯৫ সাল নাগাদ গ্রন্থের পান্ডুলিপির তৈরীর কাজ চুড়ান্ত হয়।

১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসার পর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে যোগদান করে এমন সব প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ি যদ্দরূন এ গ্রন্থের প্রকাশনা বিলম্বিত হয়। অবশেষে সকল ব্যস্ততা সত্বেও **"মহানবী (স.) এর কীর্তিমান পূর্বপুরুষদের কথা"** শিরোনামে এ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে আদায় করি শোকরিয়ার সেজদা।

বলতে গেলে পৃথিবীর কোন ভাষায় এ সুনির্দ্দিষ্ঠ বিষয়ের উপর এককভাবে রচিত ইহাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি তথ্যকে মূল ও প্রমাণ্য সূত্রের সাথে সংযুক্ত করার।

মহানবী (স.) এর কীর্তিমান পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এ গ্রন্থ পাঠে তা বিদূরিত হবে বলে আশা করি এবং এতে করে মহানবী (স.) এর ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্পর্কিত বিশ্বাসের পাশাপাশি তিনি যে কত বিশাল বংশ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাও সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

যদিও এ গ্রন্থকে মুদ্রণ জনিত ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে তবুও মানবীয় বৈশিষ্ঠ্য হিসেবে এতে ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। মুদ্রণ জনিত কিংবা তথ্য গত হোক এর ভুল ভ্রান্তি সমূহের প্রতি দিক নির্দেশনা দান করলে আমি বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ হবো।

সর্বশেষে বলতে চাই যে এ গ্রন্থ পাঠ করে যদি পাঠকবর্গ মনে করেন যে এর দ্বারা তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে আর চিন্তার দিগন্ত হয়েছে প্রসারিত তাহলেই মনে করব যে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

হে আল্লাহ ! তুমি এ গ্রন্থটিকে আমার সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ কর। আমীন!

তাংঃ ১৯শে জানুয়ারী ২০০২ইং
৬ই মাঘ, ১৪০৮ বাংলা

**(প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক)**
প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

# আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কিত কিছু কথা

বাংলায় ভাষায় রচিত ইসলামী গ্রন্থ সমূহের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে আরবী শব্দের বাংলা প্রতি বর্ণায়ন। কারণ বাংলা ভাষায় এর জন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট ও অভিন্ন নীতিমালা নেই। ইসলামী ফাউণ্ডেশন একটি নীতিমালা অনুসরণ করে বটে। কিন্তু তার অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। তা ছাড়া ঐ নীতিমালা যে একেবারে অভ্রান্ত তাও বলা যায় না। আমি এ গ্রন্থে শুধু ঐ শব্দ সমূহের প্রতিবর্ণায়ণের প্রয়াস পেয়েছি যা বাংলা ভাষায় প্রচলিত বর্ণ সমূহের উচ্চারণ গত পার্থক্য বিধানের জন্য যেখানে বাংলায় কোন প্রতিনিধিত্বশীল বর্ণ নেই তাতে প্রতিবর্ণায়ন সম্ভব হয়নি। যে আরবী [ح] ও [هـــ] এর জন্য অভিন্নভাবে বাংলাতে [হ] বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আরবী [ذ] [ز] ও [ظ] এর জন্য বাংলায় অভিন্নভাবে [য] বর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত আরবী বর্ণ সমূহের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে নিম্নরূপঃ

আরবী [ك] এর জন্য [ক], [ق] এর জন্য [ক্ব]। আরবী [ت] এর জন্য [ত] এবং [ط] এর জন্য [ত্ব]। আরবী [د] এর জন্য [দ] ও [ض] এর জন্য [দ্ব]। আরবী [ع] এর জন্য [`] ও [ء] এর জন্য [’] চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে আমাদের দেশে প্রচলিত রীতির বিপরীত এ গ্রন্থে আরবী [ث] বর্ণের জন্য [থ] ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবী [ثابت] এর জন্য [থাবিত] [كثير] এর জন্য [কাথীর] ইত্যাদি। অবশ্য যে সব শব্দ বাংলায় বহুলভাবে প্রচলিত, এমনকি তা বাংলা ভাষার শব্দ হিসেবে বিবেচিত হয়ে গেছে সেগুলোর বানানে এর প্রচলিত রূপই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। যেমন, আরবী [قلـــم] এর জন্য [কলম] আরবী [حديث] এর জন্য [হাদীছ] রূপেই লিখা হয়েছে।

www.pathagar.com

## আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতীব আওলাদের রাসূল আল্লামা সাইয়্যেদ আনওয়ার হোসাইন তাহির আল্ যাবীরিরী আল মাদানীর

# অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি এ কথা জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, প্রফেসর ডঃ আবু বকর রফীক **"মহানবী (সঃ) এর কীর্তিমান পূর্ব পুরুষদের কথা"** শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। আমার জানা মতে পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোন ভাষায় এ শিরোনামে রচিত ইহাই প্রথম গ্রন্থ। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তদ্রুপ এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনার কাজও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ড. রফীক এ কঠিন কাজটিকে সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন করেছেন।

মহানবী (স:) এর প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণের বিষয়টি প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান ও আবেগের সাথে জড়িত। মহানবী (স:) এর আগমনের পূর্ববর্তী সময়কালকে যেহেতু *'আইয়ামে জাহিলিয়্যাত'* তথা অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাই এদের প্রত্যেকের মনে এ প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক যে, নবীজীর পূর্বপুরুষদের ঈমান-আক্বীদা, আমল-আখলাক, কীর্তি-কলাপ এবং সামাজিক মান-মর্যাদা কেমন ছিল। এ পুস্তকটি এ প্রশ্নের সফল ও প্রামাণ্য উত্তর দিয়েছে। ড. রফীক প্রামাণ্য তথ্য সমূহের মাধ্যমে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শুধু হযরত ইবরাহীম (আ:) ও হযরত ইসমাঈলই (আ:) নন বরং নবীজী (সা:) এর পূর্ব পুরুষদের সকলেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তারা এমন সব অমর কীর্তি ও মহৎ অবদানের গৌরব গাঁথা রেখে গেছেন যা পুরো আরব্য ইতিহাসে তাঁদের জন্য একটি সমুজ্জল ও সোনালী অধ্যায় রচনা করেছে।

নবীজীর বংশধারার এক সন্তান হিসেবে আমি প্রফেসর ড. আবু বকর রফীককে এ মহৎ উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই, এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি তাঁর এ কর্মটিকে যেন আল্লাহ একটি নেক আমল হিসেবে কবুল করেন। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি এবং মনে করি যে, গ্রন্থটি আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হলে গোঠা মুসলিম বিশ্ব এর থেকে উপকৃত হতে পারত। আল্লাহ তাঁর এ মহৎ উদ্যোগে বরকত দান করুক। আমীন।

তারিখঃ
১৮.১.২০০২ইং

**(আল্লামা সাইয়্যেদ আনওয়ার হোসাইন তাহির আল্ যাবীরি আল মাদানী)**

www.pathagar.com

# প্রথম অধ্যায়

## মহানবী (সঃ) এর পবিত্র বংশ পরিচয়

নবিজী (সঃ) হতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত পূর্ব পুরুষদের যে ফিরিস্তি **সীরাতে ইবন হিশাম** গ্রন্থে দেয়া হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইবন 'আব্দিল্লাহ্ ইবন-'আব্দিল মুত্তালিব (শায়বাহ)[১] ইবন হাশিম ('আমর) ইবন 'আব্দ মনাফ (আল-মুগীরা) ইবন কুছাই (যায়দ) ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'আব ইবন লুওয়াই ইবন গ্বালিব ইবন ফিহির (কুরাইশ) ইবন মালিক ইবন আন-নদ্বর (ক্বায়স)[২] ইবন কিনানাহ ইবন খুযায়মাহ ইবন মুদরিকাহ ('আমির)[৩] ইবন ইলয়াস ইবন মুদ্বার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন 'আদনান[৪] ইবন-উদ্দ (বা উদদ্) ইবন-মুক্বাওয়িস ইবন-নাহুর ইবন- তাইরাহ ও ইবন এয়া'রুব ইবন এয়াশাজুব ইবন নাবিত (বা নাবাত) ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ্।

---

(১) **মাওয়াহিবে লদুন্নিয়া** গ্রন্থে 'আব্দুল মুত্তালিবের নাম 'আমির' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রহণ যোগ্য মত অনুযায়ী তাঁর নাম 'শায়বাহ' (আল রউদ-আল উনুফ দ্রষ্টব্য) 'আব্দুল মুত্তালিব ১২০ বছর বয়সে মারা যান।

(২) নদ্বরের নাম ছিল ক্বায়স এবং তিনি এ উপাধীতেই অধিক পরিচিত ছিলেন। নদ্বর শব্দের অর্থ চমৎকার। তিনি সুদর্শন চেহারার জন্যই নদ্বর উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন।

(৩) ইবনে ইসহাক্বের মতে, 'আমির এবং সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর নাম ছিল 'আমর।

(৪) আদনানের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারে বংশ বিশারদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এদের প্রত্যক ব্যক্তির ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা মতদ্বৈতা প্রদর্শন করেছেন। এমন কি মহানবী (সঃ) নিজেও নিজের বংশ পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে আদনান ইবন উদকে অতিক্রম করতেননা এবং বলতেন: এদের প্রকৃত পরিচয়ে বংশ বিশারদগণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।



www.pathagar.com

## মায়ের দিক দিয়ে মহানবী (সঃ) এর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইবন আমিনা বিনত ওহাব ইবন 'আবদ মনাফ ইবন যোহরা ইবন কিলাব ইবন মুররা[৫]।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

قرأ رسول الله "لقد جائكم رسول من أنفسكم " بفتح الفاء وقال أنا أنفَسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس فى آبائى من لدن آدم سفاح كلنا نكاح (رواه ابن مردويه)

অর্থাৎ: "মহানবী (সঃ) পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতটি এ ভাবে পাঠ করেন"।[৬] অত:পর তিনি বলেন : "আমি তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বংশের অধিকারী। আদম থেকে নিয়ে আমার বংশে কোনই ব্যভিচারী নেই। সব সন্তানই নিকাহের মাধ্যমে জন্ম প্রাপ্ত"।[৭]

বস্তুত: যে সমস্ত নির্বাচিত বান্দাকে আল্লাহ্ তায়ালা নবুওয়াত দানের জন্য নির্ধারিত করেছেন তাদের বংশ এমনিই পবিত্র হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকা শুধু অসঙ্গতই নয় বরং অসম্ভবও বটে। এ জন্যই যখন মুনাফিকরা হযরত 'আয়শা উম্মুল মুমিনীনের প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল তখন হযরত 'আয়শার পবিত্রতা সম্পর্কে পাক কোরআনের যে আয়ত অবতীর্ণ হয়েছিল তার ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما لنا أن نتكلم بهذا سبحنك هذا بهتان عظيم. (٦١:٤٢)

তোমরা একথা শুনা মাত্রই কেন বলে উঠলেনা যে, আমাদের এ ব্যাপারে কোন কথা বলার শক্তি নেই। আল্লাহ! তোমার পবিত্রতার শপথ, এতো এক মহা

---

(৫) কিলাব ইবনে মুররা থেকে উপরের দিকে পিতৃ বংশের অনুরূপ।

(৬) ইহা নফীস শব্দের আধিক্য বোধক বিশেষ্য পদ। অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম।

(৭) যুরক্বানী: **শরহে মাওয়াহিব; ১/৬৭।**



www.pathagar.com

অপবাদ। কারণ নবীকুল শিরোমণি মহানবীর স্ত্রী কোনদিন দু:চরিত্রা ও ব্যভিচারীনী হতে পারেননা।

হযরত ইবন 'আব্বাসের সূত্রে ইবন মুনযির বর্ণনা করেছেন ঃ "কোন নবীর স্ত্রী কোন দিন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি"। ما بغت امرأة نبى قط [৮]

যেখানে নবীদের স্ত্রীদের চরিত্র সম্পর্কে এ ধরণের হাদীস রয়েছে সেখানে তাঁদের মাতা-মাতা মহের চরিত্র যে আরো সুন্দর নির্মল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মাতৃ সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের চাইতে বহুগুনে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রোমান সম্রাট (Caesar) হিরাক্লিয়াস এর সাথে আবু সুফয়ানের সাক্ষাতের হাদীসে দেখা যায় যে, যখন ক্বায়সার (সীজার) জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে তিনি কেমন বংশের অধিকারী كيف نسبه فيكم؟

তখন আবু সুফয়ান উত্তর দিয়েছিলেন : তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী هو فينا ذوحسب তখন সীজার মন্তব্য করলেন : পয়গাম্বরগণ এরূপ উৎকৃষ্টতম বংশের সন্তানদের মধ্য হতে প্রেরিত হয়ে থাকেন।[১০]

হাফেজ ইবন হাজর 'আসক্বালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে বযযারের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফয়ান নাকি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের জবাবে নিম্নরূপ বলেছিলেন :

هو فى حسب مالا يفضل عليه أحد

অর্থাৎ: বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি এমন ছিলেন যাঁর চাইতে কেউ অধিকতর সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। তখন হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন: "ইহা তাঁর সত্য নবী হওয়ার একটি নিদর্শন"।

---

[৮] ইবনে কথীর ; ৮/৪১৯।

[১০] বুখারী ; ১।



www.pathagar.com

# হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে সাইয়েদুনা মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত বংশধরদের কথা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তা-রিখের ছেলে। আযর ছিল তার উপাধী। অথবা বাইবেলে উল্লিখিত তা-রিখের আরবী প্রতিশব্দ। যেমন ইব্রাহীম (আঃ) কে বাইবেলে আব্রাম বা আবরাহাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মর্যাদা মুসলমানদের মতো ইহুদী খৃষ্টানদের চোখেও সমভাবে স্বীকৃত। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন ইহুদীবাদের প্রথম প্রবক্তা। কিন্তু পবিত্র কোরআনে তাদের এ ধ্যান-ধারণাকে সুস্পষ্ট ভাষায় খন্ডন করতঃ বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীম না ইহুদী না নাছারা কিছুই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন নির্ভেজাল হানীফবাদী মুসলিম।[১১]

বাইবেলের (**Old Testament**) বর্ণনা মতে হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীমের মধ্যে দশ পুরুষের ব্যবধান ছিল। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীমের একাদশ পুরুষ হচ্ছেন হযরত নূহ। কিন্তু বাইবেলের ভাষ্যকারগণ জোরালো যুক্তির ভিত্তিতে এ ধারণা পোষণ করেন যে, বাইবেলের বর্ণনায় কয়েক পুরুষ বাদ পড়েছে।[১২] বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস মাস্টিন এর সর্বাধুনিক অনুসন্ধান অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্ম তারিখ খৃঃ পূঃ ২১৬০ অব্দ। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তার বয়স ১৭৫ বছর ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। সে বর্ণনাকে সত্য বলে ধরে নিলে তাঁর মৃত্যু সন দাঁড়ায় খৃঃ পূঃ ১৯৮৫ অব্দ।[১৩] জন্ম স্থান বাবেল (ব্যাবিলন) এর উর (Ur) শহরে। বর্তমান নাম ইরাক। এ শহরের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাস নিরব ছিল। কিন্তু পিনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বৃটিশ ও আমেরিকার একটি প্রত্নতাত্তিক বিশেষজ্ঞ দলের তত্ত্বাবধানে ১৯২২ সালে ফোরাতের মোহনা ও বাগদাদের মধ্যবর্তী স্থানে যে খনন কাজ আরম্ভ হয় তাতে এ শহরের প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত হয়। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত খনন কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এখন পুরো শহরটি আবিস্কৃত হয়েছে।[১৪]

---

(১১) আল-কোরআন, আল ইমরান : ৬৭।

(১২) তফসীর মাজিদী, ১/৪৮।

(১৩) প্রাগুক্ত পৃঃঐ।

(১৪) প্রাগুক্ত পৃঃঐ।



www.pathagar.com

হযরত নূহ (আঃ) এর পর হযরত ইব্রাহীম হচ্ছেন সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যাঁকে আল্লাহ্ বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তীন ও আরবের বিস্তৃত-বিশাল মরু অঞ্চলে বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য তথা ইসলামের পথে মানব জাতিকে আহ্বান করতে থাকেন। তিনি এ বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। জর্দান নদীর পূর্ব উপকূলে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র লূতকে নিযুক্ত করেন;

ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন কনিষ্ট পুত্র ইসহাক্বকে এবং আরব অঞ্চলের দায়িত্ব দেন পুত্র ইসমা'ঈলকে। আর তিনি পুত্র ইসমা'ঈলকে নিয়ে আরবের মক্কা অঞ্চলে তৈরী করেন আল্লাহ্র ঘর-**কা'বাগৃহ** যা, হযরত ইব্রাহীমের দাওয়াতী মিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।[১৫]

## হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত ইসমা'ঈলকে মক্কায় বসবাস করানোর কাহিনী

আল-আযরাক্বী বর্ণনা করেনঃ আমাকে আবুল ওয়ালীদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমাকে আমার পিতামহ সা'ঈদ ইবন সালিম হতে, আর তিনি 'উথমান ইবন সাজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি- তবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্কে একবার আসমানে আরোহন করালে তিনি প্রতীচ্চ থেকে পাশ্চাত্যের প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দেন। অতঃপর কা'বার স্থানটি তাঁর খুবই পছন্দ হয়। তখন ফেরেস্তাগণ বল্লেনঃ হে আল্লাহ্র খলীল! আপনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র পবিত্র হারাম স্থানকেই নির্বাচিত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সাতটি পাহাড়ের পাথর নিয়ে এ পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মান করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে, ফেরেস্তারা নাকি এ সমস্ত পাথর কুড়িয়ে এনে দিত।[১৬]

---

[১৫] **তাফহীমুল কোরআন** ; আল বাক্বারা পৃঃ ১০৮ (উর্দূ সংস্করণ ১৯৭৭)

[১৬] **আখবার মক্কা**- ১/৫৩।

www.pathagar.com

হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমাদেরকে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বিবি সারা ও হযরত ইসমা'ঈলের মাতা হাজেরার মধ্যে বৈরীভাব দৃষ্ট হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসমা'ঈলের মাতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, তখন ইসমা'ঈল ছিলেন একজন দুগ্ধপায়ী শিশু। তিনি অবশেষে স্ত্রী হাজেরা ও শিশু ইসমা'ঈলকে নিয়ে মক্কাতে এসে উপনীত হলেন। হযরত হাজেরা (রাঃ) এর সাথে ছিল বড়জোর এক থলে খেজুর এবং একটি পানি ভর্তি মশক, এই যা। তিনি এ মশক থেকে পানি পান করতেন ও শিশু ইসমা'ঈলকে স্তন দান করতেন। সা'ঈদ ইবন জুবায়র বলেন: ইবনে 'আব্বাস বর্ণনা করেছেন: মক্কাতে এসে শিশু ও মাকে নিয়ে তিনি মসজিদুল হারামের উপরিভাগে এবং বর্তমান যমযমের উপরে অবস্থিত একটি প্রকান্ড বৃক্ষের পানে চলতে লাগলেন এবং মা ও শিশুকে সে বৃক্ষের নীচে রাখলেন। অতঃপর ইব্রাহীম তাঁর সওয়ারীতে আরোহন করতঃ প্রত্যাবর্তনের উদ্দশ্যে রওয়ানা দিলেন। ইসমা'ঈলের মাতাও তাঁর পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে লাগলেন এবং ইসমা'ঈলের মাতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁকে ও তাঁর শিশু সন্তানকে কার হিফাজতে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন ঃ মহান আল্লাহ্র হেফাজতে। তখন হাজেরা বললেন: আল্লাহ্র হেফাজতে হলে আমার কোনই কথা নাই। অতঃপর ইসমা'ঈলের মাতা ফিরে এসে বৃক্ষের নীচে এসে পৌঁছলেন। বাচ্চাটিকে পাশে রাখলেন ও মশকটি বৃক্ষে টাঙ্গিয়ে দিলেন। তিনি সে মশক থেকে পানি পান করতেন ও বাচ্চাকে দুগ্ধ দান করতেন। অবশেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে তার বাচ্চাটি ক্ষুধায় ছটফট করতে লাগল। মা শিশুর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পান যে, সে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। তখন ইসমা'ঈলের মাতা মনে করলেন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এতে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসমা'ঈলের মা ভাবলেন, "আহা! আমি যদি তার নিকট থেকে কিছু দূরে চলে যেতে পারি যাতে করে আমাকে তার মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখতে না হয়।" ইবন 'আব্বাস বলেন: তখন ইসমা'ঈলের মা দেখতে পেলেন যে উপত্যকায় একজন লোক বাচ্চার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর তিনি ছাফার পানে অগ্রসর হলেন। অতঃপর ছফা থেকে দৃষ্টি দিলেন মারওয়ার দিকে আর ভাবলেন: "আহা আমি যদি এ টিলাদ্বয়ের মাঝখানে পদচারণা করে সময় কাটাতে পারি, যতক্ষন না বাচ্চাটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং আমাকে তার মৃত্যু দেখতে না হয়। ইবন



www.pathagar.com

'আব্বাস (রাঃ) বলেন : অত:পর ইসমা'ঈলের মা ছফা ও মরওয়ার মধ্যখানে তিন কি চারবার পদচারণা করলেন প্রত্যেক বারে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল স্থানে এলে তিনি দৌড়ে চলতেন। ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন : অত:পর ইসমা'ঈলের মাতা তার বাচ্চার নিকট ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চাটি এখনও আগের মত কাতরাচ্ছে। এ অবস্থা দৃষ্টে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং বাচ্চাটির মৃত্যুর করুণ দৃশ্য যেন স্বচক্ষে দেখতে না পান, সে জন্য ছফা ও মরওয়ার মাঝখানে পূর্বের মত পদচারণা করতে লাগলেন, ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন: এবারের পদ চারণা সহ তার মোট পদ চারণা সাতবার পূর্ণ হলো। ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন : হযরত আবুল কাসেম (মহানবী (সঃ)) বলেছেন: এজন্য লোকেরা ছাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে সাতবার তওয়াফ করে থাকে। অত:পর ইসমা'ঈলের মা তাঁর ছেলের অবস্থা জানার জন্য পূর্বস্থানে ফিরে গেলে দেখতে পান যে, বাচ্ছাটি পূর্ববৎ গোংগাচ্ছে। তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। অথচ তখন তাঁর সাথে কেউই ছিলনা। এ আওয়াজ শুনে তিনি বললেন: আমি আপনার ডাক শুনেছি। আপনার মধ্যে যদি কোন কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে আমাকে সাহায্য করুন। বর্ণনাকারী বলেন : তখন জিব্রাঈল তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলেন। আর তিনি (ইসমা'ঈলের মা) তাঁকে অনুসরণ করলেন। তখন জিব্রাঈল বর্তমান যমযম কূপের স্থানে এসে পদাঘাত করলেন। অত:পর যে মাটিতে জিব্রাঈল পদাঘাত করেছিলেন তা থেকে মাটির উপরে পানির প্রস্রবন বেরিয়ে এল। ইবন 'আব্বাস বলেন: আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেন: অত:পর ইসমা'ঈলের মা মশক আনতে যাবার ফলে পানি শুকিয়ে যাওয়ার ভয়ে চতুর্দিকে বালির বাঁধ দিলেন, অত:পর তিনি নিজে পান করে পরিতৃপ্ত হলেন ও বাচ্চাকে স্তন দান করলেন।[১৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র হযরত ইবন 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ফেরেস্তাটি হযরত হাজর (আঃ) (হাজেরা )এর জন্য যমযম আবিস্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি হাজর (আঃ) কে বলেছিলেন যে, এ ছেলেটির পিতা কিছুদিনের মধ্যে আসবেন এবং একটি ঘর তৈরী করবেন, এ হচেছ সে ঘরের জায়াগা। এ বলে তাঁকে উক্ত ঘরের জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন অত:পর ফেরেস্তাটি প্রস্থান করলেন।

---

[১৭] **আখবার মক্কা,** ১/৫৪-৫৬ হোসাইন হাইকালের বর্ণনা মতে হযরত ইসমাঈলের পদাঘাতেই পানি বেরিয়েছিল।



www.pathagar.com

## একজন আধুনিক জীবন চরিত রচয়িতার বর্ণনা পর্যালোচনাঃ

এ প্রসঙ্গে মিশরের একজন আধুনিক সীরাত রচয়িতা ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন ইহাকাল এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা সমীচীন মনে করি; যিনি আরবীতে **"হায়াতে মুহাম্মদ"** নামক নবিজীর একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি দাবী করেন যে, তিনি ইতিহাস রচনার সমস্ত নীতিমালা অনুসরণ করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র খন্ডন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। অথচ ইসমা'ঈল ও হাজেরাকে মক্কায় বসবাস করানোর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে অবচেনতভাবে য়াহুদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তা ঘূর্ণাক্ষরেও তিনি টের পাননি।

আলোচনার জন্য উক্ত পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

"Ishaque grew up in the company of his brother Isma`il. The father loved both equally, but Sarah was not pleased with this equation of her son with the son of the slave girl Hagar. Once upon seeing Ismail chastising his younger bother she swore that she would not live with Hagar, nor her son. Ibrahim realised that happiness was not possible as long as the two women lived in the same household; hence he took Hagar and her son and travelled south until they arrived to the velley of Makkah.[18]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে দুটি অসংগতি ধরা পড়বে। এক, এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসহাক্ব ইসমা'ঈলের সাহচর্যে থেকেই লালিত পালিত হন, এবং একদিন ইসহাক্বের মা দেখতে পেলেন যে, ইসমা'ঈল ইসহাক্বের সাথে ঝগড়া করছে, সে কারণে তিনি হাজেরা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে বসাবস না করার পণ করলেন। দুই, উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে হাজেরাকে দাসী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, আর ইসমা'ঈলকে দাসীর ছেলে। প্রকৃতপক্ষে উভয় উক্তিই ভ্রান্ত। এতে মনে হচ্ছে যে, লিখক ইসরাঈলী বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার না করেই তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। বাইবেলে এ ধরণের বহু বর্ণনা রয়েছে যেগুলো ইসরাঈলী বর্ণনাকারীগণ নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য

---

[১৮] Haykal: **The life of Muhammad** : English edition 1976.p.p.26.

www.pathagar.com

হযরত ইসমা'ঈল ও বনী ইসমা'ঈলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। যাতে করে ইসমা'ঈলের বংশকে একটি ঘৃণ্য বংশ হিসেবে চিত্রিত করা যেতে পারে।

হযরত ইসমাঈলের জন্ম সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা সমূহ পরস্পর বিরোধী। তাই পবিত্র কোরআনে এতদসংক্রান্ত যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সাথে বাইবেলের বর্ণনা সমূহকে পাশাপাশি মিলালে প্রকৃত সত্য কোন্‌টি তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রথমে দেখুন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত হাজেরা ও তাঁর ছেলে ইসমা'ঈলকে নিয়ে মক্কার তরুলতা-বিহীন উপত্যকায় বসবাস করানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কি বলে।

এ প্রসঙ্গে কোরআনের উল্লিখিত ইব্রাহীমের নিম্নোক্ত দোয়া প্রনিধান যোগ্যঃ

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. (ابراهيم: ٣٧)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিয়দংশকে একটি তরুলতা বিহীন উপত্যকায় আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক এই উদ্দেশ্য নিয়ে, যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে। কাজেই মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন,আর তাদেরকে ফল মূল দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন। যেন তারা (আপনার) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে।"[১৯]

এ আয়তে দেখা যায় যে, হযরত ইসমা'ঈল ও তাঁর মাকে মক্কার তরুলতা বিহীন উপত্যকায় বসবাস করানোর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল নামায প্রতিষ্ঠা করা। বলাবাহুল্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একমাত্র খোদার আদেশেই এত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি সারার নির্দেশে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এ কাজ করেননি। তবে, বিবি সারা প্রাকৃতিক কারণেই হযরত হাজেরার

[১৯] আল-কোরআন, সূরা ইব্রাহীম : ৩৭।



www.pathagar.com

প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। ইহা এ জন্য নয় যে, হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন ও উভয়ের সন্তান পরস্পরে ঝগড়া করছিল বরং এ জন্যে যে, তিনিও রূপে-গুনে এবং বংশ মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন, আর তাঁর ঘরে সন্তান হয়েছে অথচ নিজে সন্তান থেকে বঞ্চিতা ছিলেন।

ডঃ হায়কালের বর্ণনা মতে হযরত ইব্রাহীমের পুত্রদ্বয় ইসমা'ঈল ও ইসহাক্ব বয়সে প্রায় কাছাকাছি ছিলেন, হযরত ইব্রাহীম তাঁদেরকে সমানভাবে ভাল বাসতেন এবং ইসমা'ঈলও নাকি একদিন (সম্ভবতঃ শিশুসূলভ অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে) ছোট ভাই ইসহাক্বের সাথে ঝগড়া করেছিলেন।

অথচ পবিত্র কোরআনের এতদ্ সম্পর্কিত আয়তগুলো একত্রে সাজালে দেখা যায় যে, ইসমা'ঈলের জন্মের বহুদিন পরে হযরত ইসহাকের জন্ম। পবিত্র কোরআন ঘটনাবলীর যে ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, দু'জনের একসাথে বসবাস করার মতো পরিবেশ কোন দিনই সৃষ্টি হয়নি।

হযরত ইসমা'ঈলের জন্মের সুসংবাদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فبشرناه بغلام حليم

অর্থাৎ: "আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) একটি সহিষ্ণু ছেলের সুসংবাদ দিয়েছিলাম"।[২০] এ আয়তে সহিষ্ণু ছেলে বলতে হযরত ইসমা'ঈলকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইব্রাহীমের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে গিয়ে হযরত ইসমা'ঈল যে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় সকলের অনুসরণীয় একটি আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকবে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা পরম্পরায় দেখা যায় যে, হযরত ইসমা'ঈল এর যখন পিতার সাথে সাথে চলা ফেরা করার এবং কোন বিষয়ের ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করত : সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি হল, ঠিক সে সময়েই হযরত ইব্রাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে আল্লাহ্র নামে কোরবানী দিচ্ছেন। একথাটি পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

---

(২০) আল-কোরআন: সূরা আল-ছাফ্ফাত ১০১।



www.pathagar.com

فلما بلغ معه السعي قال يا نبي إني أرى فى المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. (الصفت : ١٠١)

"সে (ইসমা'ঈল) যখন তার (পিতার) সাথে ভালভাবে চলা ফেরা করতে সমর্থ হওয়ার বয়সে উপনীত হলো তখন পিতা তাকে বললেনঃ হে প্রিয় বৎস আমার! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করে (কোরবানী) দিচ্ছি। এ বিষয়ে তোমার কি মত, চিন্তা করে দেখ। ছেলে বলল: হে পিতা আমার ! আপনি যা আদিষ্ট হলেন তা সম্পন্ন করুন, আমাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পূর্ণ সহিষ্ণুদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন"। [২১]

পবিত্র কোরআনে তার বয়স কত হয়েছিল তা সরাসরি উল্লেখ না করে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

**প্রথমত** : পিতার সাথে সাথে চলা ফেরা করতে পারার বয়সে পৌঁছা।

**দ্বিতীয়ত** : পুত্রের নিকট পিতা কর্তৃক স্বপ্নের বর্ণনা ও এ ব্যাপারে তার মতামত চাওয়া।

**তৃতীয়ত** : হযরত ইব্রাহীমের কথার উত্তরে পুত্র কর্তৃক অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিৎ জবাব দান, তথা "আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হলেন তা করেই যান, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্যতম পাবেন"। এ উত্তর কোন অবোধ শিশুর হতে পারেনা। যেখানে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশের কথা বলেননি সেখানে ছেলে তার বিচক্ষণতা ও অন্তর্চক্ষু দিয়ে ধরে ফেলেছেন যে, পয়গাম্বরের স্বপ্ন আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট ওহীরই শামিল। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত ইসমা'ঈলকে কোরবানী দেয়া হচ্ছিল তখন অন্ততঃ তিনি শৈশবের সীমা অতিক্রম করে: কৈশোরে পদার্পন করেছিলেন। ইতিহাস বেত্তাদের মতে তখন ইসমা'ঈলের বয়স ছিল ১২ কি ১৩ বছর।

---

[২১] আল-কোরআন, সূরা আল-ছাফ্‌ফাত: ১০১।



www.pathagar.com

সে যাই হোক, হযরত ইব্রাহীম (সঃ) আপন প্রিয় সন্তানকে কোরবানী দিতে গিয়ে একটি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, এবং আল্লাহ্ এক মহা জবাইয়ের পশুর (বেহেস্ত থেকে পাঠানো দুম্বার) বিনিময়ে ইসমা'ঈলকে বাঁচালেন এবং প্রতিদান হিসেবে যুগ যুগ ধরে এ আদর্শটি ধর্মের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হল। আর দ্বিতীয় প্রতিদান দিচ্ছেন হযরত ইব্রাহীমকে এই বলে যে আমি একজন নবী সন্তান ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম"। পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর হযরত ইসহাক্বের জন্মের সুসংবাদ এভাবে দিচ্ছেন ঃ

كذلك نجزى المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. (الصفت ١١٠ :١١٢)

অর্থাৎ: "এভাবে আমি সত্যনিষ্টদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তিনি (ইব্রাহীম) আমার প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। আর আমি (বাড়তি পুরস্কার স্বরূপ) তাঁকে ইসহাক্বের জন্মের সুসংবাদ দিলাম তথা একজন সৎকর্মশীল নবী সন্তান লাভের"।[২২]

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার পর আর কারো পক্ষে দ্বিধা সন্দেহের কোন আবকাশ নেই যে, হযরত ইসহাকের জন্ম হয়েছিল ইব্রাহীম কর্তৃক ইসমা'ঈলকে কোরবানীর জন্য পেশ করার পরেই। কেননা তিনি ইসমা'ঈলকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় জবাই'র জন্য পেশ করার পুরস্কার স্বরূপ ইসহাক নামক আর এক সত্যনিষ্ট নবী সন্তানের সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন। এভাবে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান অন্ততপক্ষে ১৪ কি ১৫ বছর। বলা বাহুল্য বাইবেলের কোন কোন বর্ণনা মতে ইসহাককে উৎসর্গীকৃত সন্তান বলে বর্ণনা করার ঘৃণ্য ইহুদী প্রচেষ্টা সত্বেও তাদের অজ্ঞাতসারে উক্ত বাইবেলে এমন বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে যাতে প্রকৃত সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাইবেলের নিম্নোক্ত বর্ণনায় দেখুন :

---

[২২] আল্ কোরআন, আল ছাফআত : ১১০ - ১১২।



www.pathagar.com

হাজেরার ঘরে যখন ইসমা'ঈলের জন্ম হয়, তখন ইব্রাহীমের বয়স ৮৬ বছর"[২৩] "ইব্রাহীমের পুত্র ইসহাক্বের জন্মের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০বছর"[২৪]

উপরোক্ত ডঃ হাইকালের মতে হযরত হাজেরা নাকি বিবি সারার দাসী ছিলেন। অথচ গ্রহণযোগ্য বর্ণনা মতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক থেকে মিশরে এলে তখনকার সম্রাট বিবি সারার প্রতি দুষ্ট মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে নবীর স্ত্রীকে অত্যাচারীর হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচান। এতে বাদশাহ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হযরত ইব্রাহীমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং মিশরের উৎকৃষ্টতম বংশের এক পরমা সুন্দরী সাধবী রমনী হাজেরাকে তোহফা স্বরূপ প্রদান করেন। হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর হুকুমে তাকে গ্রহণ করেন এবং উভয়কে সংগে নিয়ে ফিলিস্তীনের দিকে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দ্বীন প্রচার করতে থাকেন। হযরত হাজেরা কোনদিনই বিবি সারার দাসী ছিলেন না বরং এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমনী ছিলেন।

ইবন লোহায়'আর বর্ণনা মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল মিশরের উম্মুল আরব (অথবা উম্মুল 'আরীক') নামক একটি গ্রামে, যা মিশরের উত্তর পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগর থেকে দুমাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল।[২৫]

এ বিস্তৃত আলোচনার পর ডঃ হাইকালের উদ্ধৃতির দুটি স্পষ্ট ভ্রান্তি আমাদের কাছে ধরা পড়লো। প্রথমঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক উভয় ছেলেকে সমান ভালবাসতে দেখে সারার ইর্ষান্বিত হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ঃ ইসমা'ঈল (আঃ) কর্তৃক ছোট ভাই ইসহাক্বের সাথে ঝগড়া করা বা মারামারি করার কথা। কারণ উভয় সন্তান একস্থানে এবং একই পরিবেশে লালিত হওয়ার মতো কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। যখন হজেরা ও তাঁর শিশুকে নিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ছেন তখন ইসমা'ঈল একজন দুগ্ধপায়ী শিশু, আর যখন ইসহাকের জন্ম হয় তখন ইসমা'ঈল মক্কার একজন স্থায়ী বাসিন্দা আর তাঁর বয়স অন্যূন ১৪ বছর।

---

(২৩) বাইবেল (**Old Testament**) অধ্যায় ১৬ বাক্য : ১৬।

(২৪) প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২১ বাক্য : ৫।

(২৫) ইবন হিশাম, **সীরাত** ১/৬।



www.pathagar.com

উবাইদুল্লাহ ইবন শিহাব আল যুহরী থেকে বর্ণিত যে, আব্দুর রহমান ইবন কা'আব ইবন মালিক আল আনছারী আল সুলামী তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন: "তোমরা যখন মিশরে প্রবেশ করবে তখন মিশর বাসীদের কল্যাণ কামনা করবে, কারণ তাদের প্রতি জিম্মা (দায়িত্ব) ও আত্মীয়তা দুটিই রয়েছে"। তখন আমি মুহাম্মদ ইবন মুসলিম আল-যুহরীকে বল্লাম যে, রাসুলুল্লাহ্ এখানে যে আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তার মানে কোন আত্মীয়তা? তিনি বল্লেন: অর্থাৎ হযরত হাজেরা ইসমা'ঈলের মাতা মিশরীয়দের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।[২৬]

ইবন হিশাম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আরবদের সবাই এবং ইয়ামন বাসীদের কিয়দংশ ইসমা'ঈল (আঃ) এবং কাহ্তানের বংশধর। তিনি আবার বলেন: কাহ্তান নিজেও ইসমা'ঈলের বংশধর। তিনি আরো বলেন: ইসমা'ঈল হলেন সমস্ত আরব বংশীয়দের পিতা।[২৭] হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র কর্তৃক হযরত ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যখন আল্লাহ্ ইসমা'ঈলের মাতার জন্য যমযম কূপ আবিস্কার করে দিলেন এমতাবস্থায় শাম (সিরিয়া ও ফিলিস্তীন) থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি কাফেলা মক্কার নিম্ন দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। ইতিমধ্যে পানি নিদের্শক একটি পাখি সে কূপের উপর উড়তে দেখলে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো : এ উপত্যকায় তো কোনদিন কোন কূপ বা লোক বসতি ছিলনা। ইবন 'আব্বাস বলেন: এতদৃষ্টে ঐ দল দু'জন সাহসী ব্যক্তিকে অবস্থার তথ্য নেয়ার জন্য পাঠালো। এরা ইসমা'ঈলের মাতার নিকট এসে আবার নিজেদের কাফেলার নিকট ফিরে গিয়ে উক্ত স্থানের কথা জানাল। বর্ণনাকারী বলেন: তখন কাফেলার লোকজন সবাই চলে এসে ইসমাঈলের মাতাকে অভিবাদন জানালো, তিনি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলে তারা জিজ্ঞেস করলোঃ এ কূপ কার? ইসমা'ঈলের মাতা বল্লেন: তা আমারই। দলের লোকেরা বলল: আপনি কি আমাদেরকে আপনার সাথে এখানে অবস্থান করার অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন: হাঁ। ইবন 'আব্বাস বলেন, আবুল কাসেম (দঃ) এরশাদ করেন "তাঁর কাছে এ প্রস্তাবটি ঐ সময়ে রাখা হয়েছিল যখন তিনি কোন সুখ দুঃখের সঙ্গী কামনা করছিলেন"। অত:পর তারা নিজেও অবস্থান করলেন এবং তাদের গোত্রীয় লোকজনকেও

---

(২৬) ইবন হিশাম : **সীরাত** - ১/৭।

(২৭) প্রাগুক্ত : ১/৭।



www.pathagar.com

ডেকে পাঠালেন পরে তারাও এসে পৌঁছলো আর সবই সে বৃক্ষটির ছায়ায় বসবাস করতে লাগলো এবং এর ডালে তৈরী করলো মাচাই। ঐতিহাসিকদের মতে এ গোত্রটি ছিল জুরহুম গোত্র। শিশু ইসমা'ঈলও এদের মধ্যে বেড়ে উঠতে লাগলো আর তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হলেন এবং চরিত্র মাধুর্যে সকলকে আকৃষ্ট করলেন। এতদিনে ইসমা'ঈলের মাতা মৃত্যুবরণ করলেন। তাদের খাদ্য ছিল শিকার লব্ধ জন্তু। ইসমাঈল তাদের সাথে বেরোতেন আর শিকার করতেন। ইসমা'ঈল পরিণত বয়সে উপনীত হলে এরা তাদের এক রমনীকে ইসমা'ঈলের সাথে বিয়ে দিলেন (রমণীটির নাম উমা:রাহ বিনত সা'ঈদ ইবন উসামা ছিল বলে কথিত আছে)। শাম থেকে ইব্রাহীম (আঃ) ফেলে আসা স্ত্রী-পুত্রকে দেখার উদ্দেশ্যে একদা মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। ইব্রাহীম (আঃ) মক্কায় এলে হযরত ইসমাঈলের স্ত্রীকে পেলেন। তার স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী কর্কশ স্বরে উত্তর দিল: সে ঘরে নাই। তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাকে বল্লেন: তুমি ইসমা'ঈলকে বলিও তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে এই বিবরণের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন, তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর আপনাকে বলেছেন যেন ঘরের চৌকাট বদলিয়ে নেন: কারণ তা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। ইবন 'আব্বাস বলেন: হযরত ইসমা'ঈল যখনই বাহির থেকে ফিরতেন তখন জিজ্ঞেস করতেন; আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরে কেউ এসেছিলেন কি? তিনি ফিরে এলে তাঁর স্ত্রীর কাছে ঐ প্রশ্ন করলেন। স্ত্রী উত্তর দিল, আপনার যাওয়ার পরে এই বিবরণের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। তখন ইসমা'ঈল তাকে বল্লেন: তুমি তাঁকে কিছু বলেছ কি? সে বললো: না। তিনি বল্লেন: তিনি কি তোমাকে কিছু বলেছেন? সে বল্ল: হাঁ, তিনি বলেছেন, তাকে আমার সালাম দিও, আর বলিও ঘরের চৌকাট বদলিয়ে নিতে, কারণ আর তিনি কিনা তা আপনার জন্য পছন্দ করতে পারেননি। ইসমা'ঈল বললেন: তিনি হচ্ছেন আমার পিতা, তুমিই আমার ঘরের চৌকাট স্বরূপ। যাও এক্ষুনি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। এই বলে ইসমা'ঈল তাকে বিদায় দিলেন। লোকেরা ইসমা'ঈলকে অন্য এক মহিলার সাথে বিয়ে করালেন। ইবন 'আব্বাস বলেন: কিছুদিন অতিবাহিত করার পর (আল্লাহ্ যতদিন ইচেছ করলেন) ইব্রাহীম (আঃ) আবার (মক্কায়) এলেন এবারও ইসমা'ঈলকে ঘরে অনুপস্থিত পেলেন। বড়ীতে তার আর একজন স্ত্রী দেখতে পেলেন। বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে তিনি তাকে সালাম দিলেন। মহিলা তাঁকে সালামের জবাব দিলেন এবং বাড়ীতে আসার অনুরোধ করলেন। আর তাঁর সামনে খাবার ও পানীয় পেশ



www.pathagar.com

করলেন। ইব্রাহীম (আঃ) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের খাবার ও পানীয় কোন বস্তুর? মহিলা (পুত্রবধু) উত্তর দিল, গোস্ত ও পানি। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন শস্য ইত্যাদি ভিন্ন ধরণের খাদ্য আছে কি? মহিলা বল্লেনঃ নাই। ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোস্ত ও পানির মধ্যে বরকত দান করুন"। ইবন 'আব্বাস বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যদি তিনি সেদিন কোন শস্য প্রাপ্ত হতেন তখন শস্যে বরকত দানের জন্যও দোয়া করতেন, আর মক্কা একটি শস্য শ্যামল ভূমিতে পরিণত হতো। আত:পর ইব্রাহীম (আঃ) প্রস্থান করলেন আর (পুত্র বধুকে) বলে গেলেনঃ তাকে (ইসমা'ঈলকে) বলবেঃ আপনার পরে এক বৃদ্ধ এসেছিলেন, তিনি বলে গেছেনঃ আমি তোমার ঘরের চৌকাট সঠিক পেয়েছি, তা যেন বহাল রাখ। অতপরঃ ইসমা'ঈল (আঃ) ঘরে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি যাওয়ার পর কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বল্লেনঃ হাঁ। তিনি বলেছেনঃ "আমি তোমার ঘরের চৌকাট সঠিক পেয়েছি, তা যেন বহাল রাখ"।[২৮]

## হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র কোরবানী দেয়ার কাহিনী

হযরত ইব্রাহীম আপন প্রাণ প্রিয় একমাত্র পুত্র ও বিবি হাজেরাকে নিজ বাসস্থান ফিলিস্তীন থেকে সহস্রাধিক কিলোমিটার দূরে মক্কা উপত্যকায় বসবাস করানোর পর তিনি তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে বসে থাকেননি। কোরআনের ভাষায় তাঁদেরকে রেখে যাওয়ার সময়েই তিনি দুহাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া করেছিলেন এ বলেঃ

رب اجعل هذا البلد آمنا

"প্রভূ হে! আপনি এ শহরকে এক শান্তির শহরে পরিণত করুন"।[২৯]

---

[২৮] আযরাক্বী : আখবারে মক্কা; ১/৫৭-৫৮।
[২৯] আল-কোরআন, সূরা ইব্রাহীম :৩৫।



www.pathagar.com

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم
من الثمرات لعلهم يشكرون.

অর্থাৎ: "প্রভু হে! আমি আমার পরিবারের একাংশকে আপন পবিত্র গৃহের পার্শ্বে এক তরুলতাবিহীন উপত্যাকায় এনে বসবাস করিয়েছি। প্রভু হে! তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই মানব জাতির একাংশের হৃদয়কে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন, আর তাদেরকে ফলমূল দিয়ে রিযিক দান করুন, যেন তারা শোকর আদায় করতে পারে"(৩০)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দো'আর বরকতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ সে জনমানবহীন উপত্যকাকে পরিণত করলেন এক লোকবসতিপূর্ন জনপদে। যেহেতু ইব্রাহীম (আঃ) এর দো'আর মধ্যে একথাও রয়েছে যে, হে খোদা যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেহেতু আমরা স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সময়ে সময়ে সে জনপদে সফর করতঃ তাতে পবিত্র ধর্ম আল-ইসলামের তাবলীগ করেছিলেন এবং ঐ জনপদের লোকজনকে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত মুসলিম জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাছাড়া হযরত ইসমা'ঈল বড় হলে তাকে ঐ অঞ্চলের জন্য তার প্রতিনিধি করেছিলেন বলে জানা যায়।

এর কিছুদিন পরেই ঐ ঘটনা সংঘটিত হলো যার নজীর মানবেতিহাসের কোন যুগে খুঁজে পাওয়া দায়। শিশু ইসমা'ঈল মক্কা উপত্যকায় পরবর্তীতে বসবাসকারী জুরহুম গোত্রীয় লোকদের মধ্যে আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন। শৈশবের কোঠা পেরিয়ে যখন কৈশোরের সীমায় পদার্পন করলেন তখনও তিনি হযরত ইব্রাহীমের একমাত্র পুত্র। আর তিনি বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়েছেন। বয়স একশ বছরের কাছাকাছি। ইসমা'ঈল তাঁর অনেক আদরের ছেলে। একে ঘিরে কত আশা, কত স্বপ্ন। আল্লাহ্র হুকুমেই তিনি দুগ্ধপায়ী শিশু ইসমা'ঈলকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন একদিন। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছে কে বুঝতে পারে? তিনি ইব্রাহীম (আঃ) কে আরো বড় পুরস্কার ও বৃহত্তর

(৩০) আল-কোরআন, সূরা ইব্রাহীম :৩৭।



www.pathagar.com

মর্যাদা দান করতে চান। এর জন্যে চাই আরো কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ্ জানেন ইব্রাহীম (আঃ) এবারও উত্তীর্ণ হবেন, যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপিত হওয়ার মতো কঠোরতম পরীক্ষায়, যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ইরাক থেকে মিশরে গমন ও মিশর থেকে ফিলিস্তীনে গমনের হুকুম নির্দ্বিধায় পালনের পরীক্ষায়। বার্ধক্যে পৌঁছে একমাত্র শিশু সন্তান ইসমা'ঈলকে লাভ করার পর থেকে যখন তার স্নেহ মমতার এক বিরাট অংশ স্বাভাবিক ভাবেই শিশু ইসমা'ঈলের প্রতি নিয়োজিত হয় তখন আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে। আল্লাহ্র নির্দেশের মোকাবিলায় তার স্নেহ মমতার মাত্রা কত তা প্রমাণ করার জন্যে। প্রথমে পরীক্ষা করলেন দুগ্ধপায়ী শিশু ইসমা'ঈলকে এক সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা জনবহুল শহর ফিলিস্তীনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে দীর্ঘ সহস্রাধিক কিলোমিটার দূরে এক জনমানবহীন ও তরুলতা বিহীন উপত্যকায় মাত্র এক মশক পানি ও এক থলে খেজুর দিয়ে মা ও শিশুকে রেখে আসার আদেশ দানের মাধ্যমে। পৃথিবীর আর কোন পিতার পক্ষে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হতো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) কার্যতঃ এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সত্যি সত্যিই দুগ্ধপায়ী শিশু ও তার মাকে এক তরুলতাহীন উপত্যকায় রেখে এসেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য শিশু ও তার মার সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি ছিলনা। তবে তিনি সময়ে সময়ে সুদূর ফিলিস্তীন থেকে মক্কায় এসে মা ও শিশুর খবরা-খবর নিতেন আর সেখানে গড়ে উঠা জনপদে ইসলাম প্রচার করতেন।

এভাবে দিন যেতে লাগল। ছেলে একটু বড় হয়ে উঠলো। ইব্রাহীম (আঃ) এর অন্য স্ত্রী সারা, যার সাথে তিনি ফিলিস্তীনে বসবাস করছিলেন, তার ঘরে এখনও কোন সন্তান জন্ম গ্রহন করেনি। সে স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা এবং ইব্রাহিমও উপনীত হলেন বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে গিয়ে। এবার আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো ইব্রাহীম (আঃ) কে আরো একবার তাঁর ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা পরীক্ষা করবেন। তাঁকে আরো বেশী করে পুরস্কৃত করতে পারেন যেন। এবারের পরীক্ষা ছিলো পূর্বতন সমস্ত পরীক্ষার চাইতে কঠিনতর। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তার প্রিয়তম বস্তুকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী দিচ্ছেন। নবীর বুঝতে আর বাকী রইলনা যে, ইহা ছিল খোদারই আদেশ। কারণ নবীর স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভূক্ত। নিঃসন্দেহে তার প্রিয়তম বস্তু অর্থাৎ তার একমাত্র সন্তান ইসমা'ঈলকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী দেয়ার একটি খোদাঈ নির্দেশ। এ স্বপ্ন দেখে তিনি



www.pathagar.com

কিন্তু শিহরে উঠলেন না। চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু একমাত্র কিশোর ইসমা'ঈলকে আল্লাহর পথে কোরবানী দিবেনই। তবে ছেলে এখন বড় হয়ে উঠেছে। তাই তাকেও একবার জানানো উচিৎ। দেখা যাক্ তার কি মত। ইব্রাহীম (আঃ) মক্কায় এসে ছেলেকে বললেনঃ বাবা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দিচ্ছি, এতে তোমার কি মত? যেমন পিতা তেমন ছেলে। ছেলের আর বুঝতে বাকী রইলনা যে, তার পয়গাম্বর পিতার স্বপ্ন স্বপ্নই নয়, ইহা বরং খেদার এক অলংঘনীয় নির্দেশ। তাই ছেলে অত্যন্ত স্থির,শান্তভাবে বল্লঃ "পিতা হে! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা অবশ্যই পালন করে যান। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন"। পিতা ছেলের নিকট থেকে সম্মতি পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। আল্লাহ্র নির্দেশের কাছে সন্তানের ভালবাসা তুচ্ছই বটে। ইব্রাহীম এবার ছেলের গলায় ছুরি চালাতে প্রস্তুত হলেন। তবে ভাবলেন এ করুণ দৃশ্য যাতে ছেলে ও পিতার কেউ না দেখেন সেজন্য তিনি আপন চোখে লাগালেন পাট্টি আর ছেলেকে শোয়ালেন উপুড় করে মাটির দিকে কপাল রেখে এই দৃশ্যটি আমারই কল্পনা। বাস্তবে ইব্রাহীম (আঃ) চোখে পট্টি লাগিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে পবিত্র কোরআন বা হাদিসে কোন উল্লেখ নাই। পুত্র ইসমাঈলকে উপুড় করে শোয়ানোর বিষয়ে আল কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। যখন তিনি সত্যিই তাঁর প্রিয়তম সন্তান ইসমা'ঈলকে কোরবানী দেয়ার জন্য উদ্যত হলেন তখন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে জোয়ার এল। আল্লাহ্ ছেলেকে বাঁচিয়ে নিলেন আপন মেহেরবানীতে এবং বিশেষ কুদরতে বেহেশত থেকে একটি জন্তু এনে দিয়ে তা ছুরির নীচে স্থাপন করলেন। ছুরি চালানো শেষ হলে আল্লাহ্ ডাক দিলেনঃ ইব্রাহীম তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলে আর পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হলে। এবার তোমাকে পুরস্কৃত করার পালা। দেখুন এ ঘটনাকে আল-কোরআন কীভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে।

فلما بلغ معه السعى قال يبني إني أرى فى المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذالك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفدينه بذبح عظيم.



www.pathagar.com

" সে (ছেলেটি) যখন তাঁর (পিতার) সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন (একদিন) তিনি ছেলেকে বললেন: প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি, এখন তুমি কি বল? সে (ছেলে) বললো: হে পিতা আমার! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা বাস্তবায়িত করেই যান, আমাকে আপনি ইনশাআল্লাহ্ চরম ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন। আত:পর যখন দুজনই (পিতা পুত্র) আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করল, এবং তাকে (শিশুকে) কপালের উপর মাটিতে শুইয়ে দিল, আর আমি ডাক দিলাম, হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্নকে কার্যত: বাস্তবায়িত করেছ। বস্তুত: এ হচ্ছে এক মহা পরীক্ষা, আর আমি এক মহা কোরবানীর জন্তু এর পরিবর্তে ফিদয়া স্বরূপ দান করত: বাচ্চাকে রক্ষা করলাম"।[৩১]

বলাবাহুল্য এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল মক্কার অন্তর্গত মিনা নামক স্থানে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনার স্মৃতি স্বরূপ মুসলিম দুনিয়া ১০ই যিলহিজ্জাকে কুরবানীর দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। আর বিশ্বের মুসলমানরা আল্লহ্র নামে কোরবানী দেন লক্ষ কোটি পশু। তখন হযরত ইসমা'ঈলের বয়স বড় জোর ১২ কি ১৩ বছর।[৩২] তখন হযরত ইসহাকের জন্মও হয়নি। কারণ আগেই উল্লেখ করেছি যে, সূরা ছাফফাতের বর্ণনা ভঙ্গীর ধারাবাহিকতানুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসমা'ঈলকে কোরবানীর জন্য পেশ করার পরই ইসহাকের জন্ম সম্পর্কিত সুসংবাদ পেয়েছিলন।

## উপরি উল্লিখিত বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণের দাবী রাখে

১। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ স্বপ্নে দেখেননি যে, তিনি পুত্র ইসমা'ঈলকে জবাই করেছেন, বরং তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি তাকে যবাই করতে যাচ্ছেন, এ স্বপ্ন দেখার পর 'যার আরবী إني اذبحك কে অনুবাদ করলে এ অর্থ দাড়ায়' হযরত ইব্রাহীম (সাঃ) মনে করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার জন্য ছেলেকে কোরবানী দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন, তাই তিনি ঠান্ডা মস্তিস্কে পুত্রকে কোরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

---

[৩১] আল-কোরআন : সূরা আল ছাফফাত, ১০২-১০৭।

[৩২] মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম: ১/৫৯ (উর্দু - ১৯৮০)



www.pathagar.com

২। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের স্বপ্নের কথা ছেলে ইসমা'ঈলকে ব্যক্ত করে তার কাছে জিজ্ঞেস করছেন- তার মাতমত কি? এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি এ কথার অবকাশ ছিল যে, ইসমা'ঈল রাজী না হলে তিনি তাকে কোরবানী দেয়া থেকে বিরত থাকতেন? নিশ্চয় নয়। বরং তিনি ইসমা'ঈলের নিকট স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে ছেলেকে পরীক্ষা করছেন সে কতদূর অনুগত, সৎ ও যোগ্য। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছিলেন একটি সৎ ও যোগ্য সন্তান ( رب هب لي من الصالحين ) সন্তানের জবাব শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দোওয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে।

৩। পিতা কর্তৃক ছেলেকে তাঁর স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করার উত্তরে ছেলে বললেন যে, "হে পিতা আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করেই যান, আমাকে ইন্‌শা আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন"। এতে একথা প্রমাণিত হল যে, নবীদের স্বপ্ন যে, ওহীর অন্তর্ভূক্ত তা ছেলে বুঝতে পেরেছে। তবে নবীর স্বপ্ন যদি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও ওহী না হতো তা হলে কিন্তু ছেলের এতদুত্তরের পরও পিতা বলছেন না, বাবা ইহা একটি স্বপ্ন মাত্র ইহা অবশ্য করণীয় নয়।[৩৩]

৪। "একটি মহা কোরবানীর পশুর সাহায্যে আমি তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়েছি" এ কথার অর্থ এই যে, বেহেশত থেকে একটি দুম্বা প্রেরণ করত: তা জবাই করার জন্য ছুরির নীচে ধারণ করে ইসমা'ঈলকে রক্ষা করেছি। কথিত আছে যে, কোরাইশ কর্তৃক যখন কা'বা গৃহ সংস্কার করা হচ্ছিল তখনও নাকি সে দুম্বাটির শিং কা'বা গৃহে সংরক্ষিত ছিল।

بذبح عظيم এর অর্থ এও হতে পারে যে, তখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছর এ ঘটনার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য কোটি কোটি পশু কোরবানী দেয়ার প্রথা জারী করে এ একটি মাত্র ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছি।[৩৪]

---

(৩৩) **সীরাতে সরওয়ারে আলম :** ২য় খন্ড ; দ্বিতীয় অধ্যায় দৃষ্টব্য।

(৩৪) প্রাগুক্ত ; উল্লিখিত অধ্যায় দৃষ্টব্য।



www.pathagar.com

# হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক ছেলেকে কোরবানী দান প্রসংঙ্গে কয়েকটি ভুল তথ্যের অপনোদন

বনী ইসরা'ঈলের একটি মারাত্মক ও ঘৃন্য অভ্যাস হচ্ছে এই যে, তারা ইতিহাসের সমস্ত গৌরবজনক ঘটনাকে নিজেদের খাতে লিখিয়ে দিতে চেষ্টা করে, আর অন্যদের ইতিহাসকে বিকৃত করত: বিভিন্ন রকম মিথ্যা আপবাদ তাদের প্রতি আরোপ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। যাদের ব্যাপারে তা করতে পারেনা অন্তত: পক্ষে তাদের গৌরব জনক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে নিজেদের একাউন্টে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। এ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক আপন পুত্রকে কোরবানী দেয়ার ঘটনাকেও বিকৃত করে ইসমা'ঈলের স্থলে ইসহাকের নাম বসিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের (**Old Testament**) নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন:

"খোদা ইব্রাহীম (আঃ) কে পরীক্ষা করলেন, আর তাঁকে বললেন: আব্রাহাম ! তুমি তোমার একমাত্র পুত্র সন্তান ইসহাক যাকে তুমি অত্যন্ত ভালবাস তাকে সঙ্গে নিয়ে মুরিয়ার দেশে গমন কর আর সেখানকার পাহাড় সমূহের মধ্যে একটি পাহাড়ে যা আমি তোমাকে বাতলিয়ে দেব কোরবানীর আগুনে নিক্ষেপ কর।"[৩৫]

উপরি উক্ত বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করুন, দেখা যাচ্ছে যে, এ বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে হযরত ইসহাকের কোরবানী চেয়েছিলেন, আবার অন্য দিকে এও বলা হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের একমাত্র সন্তান। অথচ খোদ বাইবেলের অন্যত্র যে বর্ণনা রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহ ভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর একমাত্র সন্তান ছিলেন না। নিম্নবর্ণিত বর্ণনা সমূহ লক্ষ্য করুন :

"আর আব্রামের বিবি সারার গর্ভে কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি। তাঁর ছিল এক মিশরীয়া দাসী যার নাম হাজেরা ছিল, সারা আব্রামকে বল্লেন: দেখুন খোদা আমাকে তো সন্তান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, তাই আপনি আমার দাসীর নিকট গমন করুন। সম্ভবত: তার গর্ভে আমাদের সংসার আবাদ হতে পারে। আর আব্রাম সারার কথামত কাজ করলেন। আর আব্রাহম কিনান শহরে বসবাস করার দশ বছর পর তার বিবি সারা তাঁকে তার মিশরীয়া দাসীকে

[৩৫] বাইবেল, সৃষ্টি অধ্যায় : ২২ বাক্য, ১ - ২।



www.pathagar.com

স্ত্রীরূপে হাতে তুলে দিলেন, তিনি হাজেরার নিকট গমন করলেন আর তিনি গর্ভবর্তী হলেন"।[৩৬]

"আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাকে বললেন: তুমি এখন গর্ভবতী, তোমার গর্ভে এক পুত্র সন্তান লাভ করবে, তার নাম ইসমা'ঈল রাখবে"।[৩৭] আব্রামের ঔরসে হাজেরার গর্ভে যখন ইসমা'ঈলের জন্ম হলো তখন আব্রাম ছিল ৮৬ বছর বয়স্ক [৩৮] "আর খোদা আব্রামকে বললেন: এবং সারা যিনি তোমার স্ত্রী তার গর্ভেও একটি সন্তান তোমাকে দান করবো, তার নাম ইসহাক রাখো। সে আগামী বছর ঠিক এ সময়ে জন্ম লাভ করবে। তখন আব্রাম (আঃ) আপন ছেলে ইসমা'ঈল ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষদের একত্রিত করলেন এবং ঐ দিনই তিনি খোদার আদেশে সবাইকে খতনা করালেন। ইব্রাহীম নিজেও ৯৯ বছর বয়সে নিজের খতনা করালেন। আর যখন ইসমা'ঈলের খতনা হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর। [৩৯] "আর যখন তাঁর সন্তান ইসহাক জন্ম লাভ করেন তখন আব্রামের বয়স ছিল একশত বছর"।[৪০]

উপরি উক্ত বর্ণনা সমূহে বাইবেলের পরস্পর বিরোধী বর্ণনার একটি চিত্র আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১৪ বছর পর্যন্ত হযরত ইসমা'ঈল ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের একমাত্র পুত্র। এখন যদি কোরবানী একমাত্র পুত্রের চাওয়া হয়েছিল তাহলে তিনি ছিলেন হযরত ইসমা'ঈল, ইসহাক নয়। কারণ ইসমা'ঈলই ছিলেন একমাত্র সন্তান। আর যদি ধরে নেয়া যায় যে, আল্লাহ্‌ হযরত ইসহাকের কোরবানী চেয়েছিলেন তা হলে একথা বলা ঠিক হবেনা যে, আল্লাহ্‌ একমাত্র সন্তানের কোরবানী চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টালেও আমরা ইতিহাসবিদ ও তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করে থাকি।

তাফ্‌সীরকারগণ ও তাবেঈদের একটি গ্রুপের মতে কোরবানীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সন্তান ছিলেন হযরত ইসহাক। এ দলের মধ্যে রয়েছেন,

---

[৩৬] বাইবেল সৃষ্টি অধ্যায় ১৬/১ - ৩।
[৩৭] বাইবেল সৃষ্টি অধ্যায় : ১৬/১১
[৩৮] বাইবেল সৃষ্টি অধ্যায় : ১৬/১৬।
[৩৯] বাইবেল সৃষ্টি অধ্যায় : ১৭/১৫ - ২৫।
[৪০] বাইবেল সৃষ্টি অধ্যায় : ২১/৫।



www.pathagar.com

হযরত 'উমর, হযরত 'আলী, হযরত ইবন মস'উদ, হযরত 'আব্বাস, হযরত 'আব্দুল্লাহ্, হাসান বছরী, সা'ঈদ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী মসরূক্ব, মকহুল, যুহরী, 'আত্বা, মুক্বাতিল, সুদ্দী, কা'আব-ই-আখবার, যায়দ ইবন আসলাম, ইত্যাদি।

অন্য দলের মতে নিবেদিত সন্তানটি হচ্ছেন হযরত ইসমা'ঈল। এ দলের মধ্যে রয়েছেন : হযরত আবু বকর, হযরত আলী, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবন 'আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরাহ, হযরত মু'আবিয়া, ইকরামা,মুজাহিদ, ইউসুফ ইবন মিহান, হাসান বছরী, মুহাম্মদ ইবন কা'আব 'আল-কুরাযী, শা'বী, সা'ঈদ ইবন আল-মুসাইয়িব, দ্বাহহাক, মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন হুসাইন, রবী' ইবন আনাস, আহমদ ইবন হাম্বল প্রমূখ ছাহাবীও তাবেঈগণ।[৪১]

উপরের তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এখানে কিছু নাম এমন আছে যাঁদের উল্লেখ উভয় দলে রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে একই ছাহাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত 'ইকরামা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণণা করেন যে, সে নিবেদিত সন্তানটি ছিলেন হযরত ইসহাক্ব। কিন্তু ইবন 'আব্বাস থেকে 'আতা ইবন আবি রাবাহ বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা দাবী করে যে, কোরবানীর জন্য পেশ করা সন্তানটি ছিল ইসহাক্ব, কিন্তু তাদের এ দাবী মিথ্যা। অনুরূপ ভাবে হযরত হাসান বছরী থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি হযরত ইসহাক্বের জবীহ হওয়ার মত পোষণ করতেন, কিন্তু 'আমর ইবন 'উবাইদ বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসান বছরীর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিলনা যে হযরত ইব্রাহীমের প্রতি যে পুত্রকে জবেহ করার আদেশ হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমা'ঈল।[৪২]

এ মত বিরোধের ফল দাড়াঁলো এই যে, মুসলিম মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে হযরত ইসহাককে কোরবানী দেয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন ইবন জরীর, ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব প্রমুখ। এবং অনেকে দৃঢ়তার সাথে হযরত ইসমা'ঈলকে কোররবানী দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন ইবন কথীর প্রমুখ। এবং কিছু সংখ্যক এ ব্যাপারে দ্বিধা ও সন্দেহ পোষণ করেছেন, যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ।

---

(৪১) মওদূদী : **সীরাতে সরওয়ারে আলম,** (উর্দু) ২/ ৬২

(৪২) **প্রাগুক্ত** : ২/৬২, (উর্দু সংস্করণ), ১৯৮০।



www.pathagar.com

তবে একটু নিরপেক্ষ মন দিয়ে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করার প্রয়াস পেলে নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হবে যে, সে কোরবানীর জন্য পেশ করা সন্তান "ইসমা'ঈল" ছাড়া দ্বিতীয় কেউই ছিলেন না। কারণ:

(১) দেশ থেকে হিজরত করার সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট যে দো'আ করেছিলেন তা সূরা ছাফ্‌ফাত এ নিম্নরূপ উদ্ধৃত হচ্ছে:

رب هب لي من الصالحين. (৪৩)

এর উত্তরে আল্লাহ্‌ বলছেন:

وبشرناه بغلام حليم (৪৪)

অর্থাৎ: "একজন সহিষ্ণু ছেলের সুসংবাদ দিলাম তাকে"। এর পর পরই বলা হচ্ছে উক্ত ছেলে যখন পিতার সাথে দৌঁড়াদৌড়ি করার বয়সে উপনীত হলো তখন পিতা তাকে বললেন: "প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে যবাই করে দিচ্ছি"।

উপরি উক্ত বর্ণনা ভঙ্গীতে দেখা যায় যে, তিনি যখন প্রথমে সন্তানের জন্য দোওয়া করছিলেন তখন তিনি ছিলেন একেবারেই নিঃসন্তান। আল্লাহ্‌ তাঁকে যে প্রথম সন্তানটি দিয়েছিলেন তাকে আল্লাহ্‌ "সহিষ্ণুতার" গুনে আখ্যায়িত করছেন। এবং সে সহিষ্ণুতার প্রমাণ মিলে পরবর্তী আয়াত সমূহে। বিশেষ করে ছেলের এ জবাব দানের মধ্য দিয়ে, "হে পিতা আমার! আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন তা করেই যান, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল দেখতে পাবেন"। সে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের পর এবং ছেলেকে এক মহা কুরবানীর পশুর বিনিময়ে রক্ষা করার কথা উল্লেখ পূর্বক একই সূরায় পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে: "আমি তাকে ইসহাকের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলাম যিনি হবেন এক সৎকর্মশীল নবী"।[৪৫]

---

(৪৩) সূরা : ছাফআত : ১০০।

(৪৪) সূরা : ছাফআত: ১০১।

(৪৫) সূরা ইল ছাফ্‌ফাত : ১১২।



www.pathagar.com

এখন দেখা যায় যে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে যে প্রথম সহিষ্ণু ছেলেটি দান করেছিলেন তাঁরই কুরবানী চেয়েছিলেন। এবং ইসহাক্বের সুসংবাদ দিয়েছিলেন কুরবানীর ঘটনার পরেই।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে বার্ধক্যাবস্থায় দুটি সন্তান দান করার জন্য যে শুকরিয়া আদায় করছেন তার ভাষাটিও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "সে আল্লাহ্র প্রতি সমস্ত কৃতজ্ঞতা যিনি আমাকে বার্ধক্যাবস্থায় দান করেছেন ইসমা'ঈল ও ইসহাক্বকে"।[৪৬]

এতে পবিত্র কুরআনেই উভয় সন্তানের ধরাবাহিকতা বিধৃত হয়েছে, প্রথমে ইসমা'ঈলের পরে ইসহাক্বের।

(২) পবিত্র কুরআনের যেখানে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দানের কথা বলা হয়েছে সেখানে "একজন জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ দান করলাম" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭]

পক্ষান্তরে সূরা আল ছাফ্ফাতে যে সন্তানের কথা সুসংবাদে রয়েছে তাকে সহিষ্ণু ছেলে রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলে দেখা যায় সূরা ছাফ্ফাতে উল্লেখিত "সহিষ্ণু ছেলে" এবং সূরা আল হিজরে উল্লেখিত "জ্ঞানী ছেলে" সুস্পষ্ট রূপেই ভিন্ন। আর নিঃসন্দেহে কুরবানী দানের হুকুম দেয়া হয়েছিল সহিষ্ণু ছেলেকে, জ্ঞানী ছেলেকে নয়।

(৩) সুরা হুদের একটি আয়াতে দেখা যায় যে, হযরত ইব্রাহীমের প্রতি হযরত ইসহাক্বের সুসংবাদ দেয়ার সময়ে এও বলা হচেছ যে, তার সাথে তার ছেলে এয়াকুবের ব্যাপারেও সুসংবাদ দিচ্ছি। এরশাদ হচ্ছে:

فبشرناه بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب. (৪৮)

এ আয়তে একটু গভীর দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উক্ত সন্তান লাভের সুসংবাদের সাথে সাথে তার ঔরসে এয়া'কুব নামক এক সন্তান জন্ম গ্রহন করার সুসংবাদও দেয়া হচ্ছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া যায়

---

(৪৬) সূরা ইব্রাহীম : ৩৯।

(৪৭) সূরা আল হিজর : ৪৩।

(৪৮) সুরা হুদ : ৭১।



www.pathagar.com

যে, হযরত ইব্রাহীমের স্বপ্নের সময় ইছহাক্ব (আঃ) জন্ম লাভ করেছিলেন তা হলে একথা কখনও যুক্তিযুক্ত নয় যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্বপ্নের অর্থ এই বুঝে ছিলেন যে তার প্রতি ইসহাকের কোরবানী দানের হুকুম হচ্ছিল। কারণ যার ঘরে এয়া'কুব নামক এক সন্তান লাভের আগাম সুসংবাদ পর্যন্ত তিনি প্রাপ্ত হলেন তার কোরবানী চাওয়ার কোনই অর্থ হয়না ।

(৪) সূরা আল-ছাফ্ফাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক তাঁর একমাত্র সন্তানকে কোরবানীর জন্য পেশ করার কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ননা করার পর বলা হচ্ছেঃ "আমি তাঁকে (ইব্রাহীমকে) ইসহাক্বের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম, যিনি সৎকর্মশীল নবীদের অন্যতম"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ সন্তানকে কোরবানী দেয়ার জন্য নিঃসন্দেহরূপে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি আদেশ হয়নি। কারণ তিনি বড়জোর ১২/১৩ বছরের সন্তানকে কোরবানীর জন্য পেশ করেছিলেন, সে বয়সের একজন বাচ্চাকে আল্লাহ্ সৎ কর্মশীল উপাধী দিবেন না নিশ্চয়ই। বরং উক্ত সূরার বর্ণনা পরম্পরায় এর উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। কারণ হযরত ইব্রাহীম কর্তৃক তার পুত্রকে জবাই করার জন্য পেশ করা ও তাকে আল্লাহ এক মহা জন্তুর বিনিময়ে বাঁচিয়ে নেয়া এবং ইব্রাহীমের এ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা উল্লেখের পরই বলা হচ্ছে যে, তাঁকে আল্লাহ্ ইসহাকের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তা হলে ইতিপূর্বে যে ছেলেকে কোরবানীর জন্য পেশ করেছিলেন তিনি নিঃসন্দেহ রূপে ইসমা'ঈল ছিলেন, ইসহাক্ব নন।

৫। ইসরাঈলী বর্ণনা মতে কোরবানীর ঘটনা শাম (বর্তমান সিরিয়া) অঞ্চলের ফারান নামক কোন পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল। তা সত্য নয়। কারণ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় একথা প্রমাণিত আছে যে, হযরত ইসমা'ঈলের পরিবর্তে যে মেষটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইব্রাহীমের ছোরার নীচে রাখা হয়েছিল তার শিং নাকি পবিত্র কা'বা গৃহে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইরের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক কা'বাগৃহ আবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হলে সে শিংটিও হারিয়ে যায়। হযরত ইবন 'আববাস ও 'আমের একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁরা উক্ত শিংটি নিজেরাই কা'বা গৃহে দেখতে পেয়েছেন।[৪৯]

[৪৯] ইবন কথীর।



www.pathagar.com

এ ঘটনা একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কোরবানী দানের ঘটনা শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে নয় বরং মক্কাতেই সংঘটিত হয়েছিল। আর হযরত ইসহাক্বের সাথে নয় বরং হযরত ইসমা'ঈলের সাথেই সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য স্বাভাবিক কারণেই ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল কর্তৃক নির্মিত কা'বা গৃহেই এর স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

(৬) বহু শতাব্দীকাল ধরে আরবদের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোরবানীর ঘটনা 'মিনা' প্রান্তরেই সংঘটিত হয়েছিল। একথা শুধু ইতিহাস রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলনা বরং ইসলাম পূর্ব যুগেও হজ্জের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্মৃতি রক্ষার্থে মিনাতে গিয়ে জন্তু কোরবানী দেয়ার প্রথা চালু ছিল, যা নিরবিচ্ছিন্ন রূপে বর্তমানেও চালু রয়েছে। দীর্ঘ চার হাজার বছরের এ ঐতিহাসিক ধারা কোরবানীর জন্য পেশ কৃত সন্তানের উত্তর সূরী হচ্ছেন ইসমা'ঈলের বংশধারা, ইসহাকের বংশধারা নয়। কেননা হযরত ইসহাকের বংশে তথা বনী ইসরাঈলে এ প্রথা কোন দিন প্রচলিত হয়নি যে, হযরত ইব্রাহীমের কোরবানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে কোন বিশেষ দিনে জাতীয় গুরুত্ব সহকারে পশু কোরবনী দেয়া হয়ে থাকে।[৫০]

[৫০] এতদ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানার জানার জন্য দেখুন মাওলানা : মওদুদীর **সীরাতে সরওয়ারে আলম** ২য় খন্ড ২য় অধ্যায়।



www.pathagar.com

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কা'বা গৃহের কথা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যমযমের বরকতে জুরহুম গোত্রীয় বিভিন্ন পরিবার এসে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমা'ঈলের সাথে বসবাস করতে লাগলো। এভাবে মক্কাতে গড়ে উঠলো এক জনপদ। হযরত হাজেরা তথায় অবস্থানকারী লোকদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। যদ্দরুণ মা ও ছেলের সাথে গড়ে উঠে সকলের এক সুন্দর সম্পর্ক। হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) তাদের মধ্যেই বড় হতে থাকেন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলে তার সচ্ছরিত্রের কারণে জুরহুম গোত্রীয় লোকদের মধ্যে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করার বাসনা জন্মে। অত:পর জুরহুম গোত্রীয় এক মহিলার সাথে হযরত ইসমা'ঈলের প্রথম বিবাহ হয়।

'উবাদাহ ইবন সলমা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব থেকে বর্ণনা করছেন যে, ইসমা'ঈলের উক্ত বিবির নাম ছিল 'উমার' বিন্ত সা'ঈদ ইবন্ উসামা। ইবন 'আব্বাস বলেন: অত:পর একদিন ইব্রাহীম (আ:) তাঁর রেখে আসা পরিবার পরিজনকে দেখার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তীন (শাম) থেকে মক্কায় এসে হযরত ইসমা'ঈলের স্ত্রীকে দেখতে পান । তিনি তার কাছে ইসমা'ঈলের কথা জিজ্ঞেস করলে মহিলাটি উত্তর দিল তিনি ঘরে নেই। মহিলাটি তার সাথে কর্কশ ব্যবহার করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ:) যাওয়ার সময়ে মহিলাকে বলে গেলেন: "ইসমা'ঈলকে বলিও যে তোমার অনুপস্থিতিতে এ বিবরণের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন, তিনি: তোমাকে সালাম বলেছেন, আর বলেছেন যেন তোমার



www.pathagar.com

ঘরের চৌকাট পরিবর্তন কর। কেননা তাঁর কাছে নাকি উহা পছন্দনীয় হয়নি"। হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন : হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) যখনই সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন পরিবার থেকে জিজ্ঞেস করতেন: আমার পরে কেউ এসেছিলেন কি? তিনি ফিরে এলে অভ্যাসমত জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্ত্রী উত্তর দিল হ্যাঁ, আপনার চলে যাওয়ার পর এ বিবরণের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। ইসমা'ঈল বললেন: তাকে তুমি কিছু বলেছ কি? মহিলা উত্তর দিল; না। ইসমা'ঈল (আঃ) তাকে বললেন : তিনি কি তোমাকে কিছু বলেছেন? স্ত্রী বললো: হ্যাঁ। তিনি বলেছেনঃ "তাকে আমার সালাম বলিও আর তাকে বলিও যেন ঘরের চৌকাট পরিবর্তন করে নেয়, কারণ তা আমার পছন্দ হয়নি। ইসমা'ঈল (আঃ) বললেন: "তুমিই আমার ঘরের চৌকাট, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও"। অত:পর লোকেরা তাকে অন্য এক মহিলার সাথে বিবাহ করালেন। হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন: "এ ঘটনার পর ইব্রাহীম (আঃ) যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ততদিন অপেক্ষা করলেন, অত:পর আবার তিনি মক্কায় আসলে দেখতে পান, ইসমা'ঈল (আঃ) ঘরে নাই। তারঁ ঘরে আছে অন্য স্ত্রীটি। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মহিলাটি সালামের জবাব দিলেন এবং তাকেঁ ঘরে আসতে অনুরোধ করলেন, আর তাঁর নিকট পেশ করলেন গোশত ও পানি। এবার হযরত ইসমা'ঈল ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরে কেউ এসেছিলেন কি? স্ত্রী উক্ত বৃদ্ধের বিবরণ দিয়ে বল্লেন হ্যাঁ। ইসমা'ঈল বল্লেন: তিনি কিছু বলেছেন কি? স্ত্রী বললেন: তিনি বলেছেন : "আমি তোমার চৌকাট উপযুক্ত পেয়েছি। তা বহাল রাখতে পারো"।[১]

হাদীছ : হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় বার শাম দেশে ফিরে যাওয়ার পর যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ততদিন সেখানে অবস্থান করলেন, অত:পর তিনি তৃতীয় বারের মত ইসমা'ঈল (আঃ) এর বিয়ের পর মক্কায় তশ্‌রীফ আনলেন। সেখানে এসে ইসমা'ঈল (আঃ) কে যমযমের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর একটি তীরের অগ্রাংশ ঠিক করতে দেখলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এসে তাকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী থেকে অবতরণ করত: হযরত ইসমা'ঈলের পার্শ্বে বসে গেলেন এবং ইসমা'ঈল (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে ইব্রাহীম (আঃ)

(১) আযরক্বী : **আখবারে মক্কা** ১/৫৭-৫৮। (বি:দ্র) : বুখারীর বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত হাজেরা ইসমা'ঈলের প্রথম শাদীর পর ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে তাঁর ১২ জন ছেলে হয়েছিল।



www.pathagar.com

বললেন : "হে ইসমা'ঈল আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজ করার হুকুম দিয়েছেন"। ইসমা'ঈল বললেন: আল্লাহ্ আপনাকে যা হুকুম দিয়েছেন তা পালন করে যান। তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন: হে ইসমা'ঈল ! আমার প্রভূ আমাকে তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মানের আদেশ দিয়েছেন। তখন ইসমা'ঈল বললেন; কোন্ স্থানে? [২] হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন: তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কিঞ্চিত উঁচু টিবির দিকে ইঙ্গিত করলেন, এর চতুষ্পার্শ্বে ছিল কংকরময় একটি পথ চিহ্ন। এর চতুর্দিক দিয়ে বৃষ্টির পানি বয়ে যেত। কিন্তু টিবিটি প্লাবিত হতোনা। ইবন 'আব্বাস বলেন: অত:পর পিতা-পুত্র আরম্ভ করে দিলেন গৃহ নির্মানের কাজ। এরা দুজনে ভিত্তির খনন কাজ করছিলেন আর মুখে উচ্চারণ করতে লাগলেন :

ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء

"প্রভু হে! আপনি আমাদের এ কাজটি কবুল করে নিন। আপনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী" এবং "প্রভু হে!। আপনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন; আপনিই তো শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ"। ইসমা'ঈল (আঃ) পাথর বয়ে এনে দিতেন এবং বৃদ্ধ ইব্রাহীম নির্মান কাজ চালাতেন। গৃহের দেয়াল যখন উঁচু হয়ে গেল আর হযরত ইব্রাহীমের পক্ষে তা নাগাল পাওয়া দুরূহ হয়ে গেল, তখন ইসমা'ঈল (আঃ) এ পাথরটি অর্থাৎ মকামে ইব্রাহীম তাঁর জন্য কাছে নিয়ে এলেন। ইব্রাহীম (আঃ) এবার তাতে দাঁড়িয়ে ঘর নির্মানের কাজ সমাধা করতে লাগলেন, আর গৃহের চতুর্দিকে দেয়াল নির্মানে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করতেন। অবশেষে গৃহের সম্মুখ ভাগে এসে নির্মান কাজ সমাপ্ত করলেন। হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন: এ কারণেই উক্ত পাথরের নামকরণ করা হয় **'মাক্বামে ইব্রাহীম'** যেহেতু তিনি তাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[৩]

---

(২) বোখারী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন: "তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে কি? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, অবশ্যই।

(৩) আল-আযরক্বী : **আখবারে মক্কা** : ১/৫৯। (মক্কামে ইব্রাহীম শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে ইব্রাহীমের দাড়ানোর স্থান)



www.pathagar.com

## জিব্রাঈল কর্তৃক হযরত হাজেরার প্রতি কা'বা গৃহের স্থান চিহ্নিতকরণ

উথমান ইবন সা:জ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাকে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাজর (হাজেরা) কে মক্কায় বসবাস করাবার পর এবং কা'বা গৃহ নির্মানের পূর্বে একদা কোনও এক ফেরেস্তা ইসমা'ঈলের মায়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে কা'বা গৃহের স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন - তখন তা ছিল লাল মাটির একটি টিলা : "এ হচ্ছে সর্বপ্রথম গৃহ (গণ ইবাদত কেন্দ্র) যা এ পৃথিবীর বুকে মানব জাতির জন্য তৈরী করা হয়েছিল, এ হচ্ছে প্রাচীনতম আল্লাহ্‌র ঘর, আর জেনে রেখ ইব্রাহীম এবং ইসমা'ঈল দুজনে মিলে একে মানব গোষ্ঠীর জন্য পূন:নির্মান করবেন। ইবন জুরাইজ বলেন: "আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, (হযরত) জিব্রাঈল যখন যমযমের স্থানে (তা আবিস্কারের জন্য) অবতরণ করেছিলেন তখন তিনি ইসমা'ঈলের মাকে গৃহের স্থানটির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ দিয়ে বলেছিনে যে, এ হচ্ছে সর্বপ্রথম গৃহ যা মানব গোষ্ঠীর সাধারণ উপাসনার উদ্দেশে নির্মিত হয়েছিল। তা হচ্ছে প্রাচীনতম আল্লাহ্‌র ঘর। আর জেনে রেখ যে, একদিন ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল মিলে তা নির্মান ও আবাদ করবেন, তখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তা আবাদই থাকবে, থাকবে সম্মানিত এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে"। ইবন জুরাইজ আরো বলেন: "ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল তা নির্মান করার পূর্বেই ইসমা'ঈলের মা ইন্তিকাল করেন ও হিজর নামক স্থানে (যমযম ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান) সমাহিত হন"।[৪]

**হাদীছ ঃ** ওসমান ইবন সা-জ বর্ণনা করেছেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : "আল্লাহ্ যখন আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে পবিত্র গৃহ নির্মান করার আদেশ দিলেন তখন তিনি বোরাক্বে আরোহন করে আরমীনিয়া থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল প্রশান্তি, যার ছিল একটি মুখ তা দিয়ে ইহা কথা বলতো।পরে তা এক শীতল বায়ূতে পরিণত হলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক ফেরেশতা যিনি তাঁকে বায়তুল হারাম এর স্থানের প্রতি দিক নিদের্শ দিতেন, অবশেষে তিনি মক্কায় এসে উপনীত হলেন। তখন ইসমা'ঈল মক্কায় অবস্থান করছিলেন, এ সময়

---

(৪) প্রাগুক্ত : ১/৫৬।



www.pathagar.com

তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর। ইতিপূর্বে তার মা ইন্তিকাল করেছিলেন এবং তিনি হিজর নামক স্থানে সমাহিত হয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) কে বল্লেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরী করার আদেশ দিয়েছেন। তখন তাঁকে ইসমা'ঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্থানে? বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন ফেরেশতা ঘরের স্থানটির প্রতি ইঙ্গিত করলেনঃ রাভী বলেনঃ তখন এরা দুজনে ঘরের ভিত্তি পস্তর খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। এদের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। অবশেষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আদম (আঃ) নির্মিত প্রথম ঘরের ভিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সেখান থেকে বের হয়ে পড়ল প্রকান্ড এক খন্ড পাথর, যে পাথর উঠাতে ত্রিশজন লোকের প্রয়োজন হতো। অতঃপর আদম নির্মিত প্রাচীন কা'বার ভিতের উপরে এ ঘরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করে দিলেন। এর প্রাচীনতম ভিত্তির বরাবর প্রশান্তি সপের্র মত হয়ে বেষ্টিত করে রেখেছিল, এবং তা ইব্রাহীম (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললোঃ "হে ইব্রাহীম আমার বেষ্টিত স্থান বরাবর ভিত্তি রাখুন"। অতঃপর তিনি এ বরাবর ঘরের দেয়াল নির্মাণ করলেন। এ কারণেই যখনই কোন রূঢ় চরিত্র বেদুঈন অথবা অত্যাচারী শাসক এ ঘরের তওয়াফ করে তখন তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় প্রশান্তির চিহ্ন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘরের নিমার্ন কাজ শেষ করলেন। এর উচ্চতা রেখে ছিলেন নয় হাত, এর দৈর্ঘ্য করেছিলেন হাজর আসওয়াদের কোনা হতে রুকন শা-মী (বিশুদ্ধতর অর্থে রুকন ইরাকী) পর্যন্ত ৩২ হাত। পশ্চিম দিকে উত্তর পশ্চিম কোনা থেকে রুকন য়ামানী (দক্ষিণ-পশ্চিম) কোনা পর্যন্ত দেয়ালের দৈর্ঘ ৩১ হাত। হাজর আসওয়াদের কোনা হতে রুকন য়ামানী পর্যন্ত প্রস্থ করলেন বিশ হাত। এবং রুকন শামী থেকে রুকন গ্বরবী (পশ্চিম কোনা) পর্যন্ত প্রস্থ করলেন বিশ হাত। এ জন্য কা'বা কে কা'বা নাম করণ করা হয় (কা'ব শব্দ থেকে উহার উৎপত্তি। কা'বা অর্থাৎ কিউবিক বা চতুষ্কোন আকারের) বর্ণনাকারী বলেনঃ "আদম (আঃ) এর ভিত্তিরূপও ছিল এ রকম, এবং ভূমি সংলগ্ন এর কোনই দরজা রাখা হয়নি। অবশেষে তুব্বা' ('আস'আদ আল হিময়ারী) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বার দরজা স্থাপন করেন, এবং এতে পারস্য নির্মিত একটি তালা লাগান ও পুরো কা'বা গৃহকে পরিপূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত করেন এবং কা'বার সম্মুখে জন্তু কোরবানী করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বার মূল ভিত্তি থেকে উত্থোলিত সে প্রকান্ড পাথরটি দিয়ে বন্য আরাক (পাহাড়ী কুল বৃক্ষের খুঁটির সাহায্যে একটি মাচাই তৈরী করেছিলেন, তার নীচে মেষ ও ছাগল শুয়ে থাকতো এবং তা হযরত



www.pathagar.com

ইসমা'ঈলের ছাগের মাচাই রূপে ব্যবহৃত হত"। বর্ণনাকারী বলেন: "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বায়তুল্লাহ্‌কে সম্মুখ করে দাঁড়ালে ডান দিকে (বায়তুল্লাহ্‌র উত্তর পার্শ্বে বর্তমান হাত্বীমের স্থানে) একটি গর্ত করেছিলেন, যাতে বায়তুল্লাহর জন্য আনীত হাদিয়া উপহার ইত্যাদি গচ্ছিত রাখা হতো। এ ছিল ঐ গর্ত যাতে 'আমর ইবনে লুহাই, সর্বপ্রথম প্রতিমা "হুবল" স্থাপন করেছিল, কোরাইশগণ এর উপাসনা করতো এবং তার সম্মুখে ভাগ্য সম্পর্কিত ফায়সালা জানার জন্য জুয়ার কাঁটা ঘুরাত"।[৫] কা'বা গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে মওলানা মওদুদী (রাঃ) নিম্নরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন:

"যমযমের বরকতে জুরহুম গোত্রের বিভিন্ন পরিবার এসে হাজেরা ও ইসমা'ঈলের পার্শ্বে বসতি স্থাপন করেছিল। এভাবে নির্জন মক্কা একটি নগরীতে পরিণত হলো। হযরত হাজেরার অসাধারণ অমায়িক ব্যবহারের কারণে নব বসতি স্থাপনকারীদের সাথে মা ও ছেলের বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) তাদেরই মধ্যে লালিত পালিত হন। তিনি যখন যৌবনে পদার্পন করলেন তখন তার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে জুরহুম গোত্রীয় লোকেরা ইসমা'ঈলের সাথে আত্মীয়তা করার ইচ্ছা পোষন করতে থাকে। ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইসমা'ঈলের প্রথমা স্ত্রীর প্রতি পিতার অসন্তুষ্টির কারণে তিনি তাকে তালাক দিয়ে অন্য বিয়ে করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ স্ত্রী থেকে হযরত ইসমা'ঈলের বার জন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। বুখারীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইসমা'ঈল (আঃ) এর প্রথম শাদীর পরই হযরত হাজেরা ইন্তিকাল করেন।

অত:পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ আসল কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য মক্কাতে তশ্‌রীফ আনলেন যে, মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি ত্রিশ বছর পূর্বে আপন বংশধরদের এক অংশকে এ তরুলতা ও জনমানবহীন এক প্রান্তরে এনে বসতি স্থাপন করেছিলেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে ইমাম বুখারী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) যমযম কূপের পার্শ্বস্থ বৃক্ষের নীচে বসে আপন তীর ধনুক শুদ্ধ করছিলেন তখন হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) বাপকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উভয়েই কোলাকোলি করলেন। ইব্রাহীম বল্লেন: ইসমা'ঈল! আল্লাহ্‌ আমাকে একটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। ইসমা'ঈল বল্লেন : আপনার রব আপনাকে যে

[৫] প্রাগুক্ত : ১/৫৭



www.pathagar.com

কাজের আদেশ দিয়েছেন তা অবশ্যই পালণ করুন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বল্লেন: তুমি এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি অবশ্যই আপনাকে সহযোগিতা করবো। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ স্থানের দিকে ঈঙ্গিত করে বল্লেন যা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থান সমূহ থেকে একটু উঁচু ছিল: "আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর পিতা-পুত্র উভয়ে বায়তুল্লাহ্র ভিত্তি রাখলেন। হযরত ইসমা'ঈল পাথর সংগ্রহ করে দিতেন আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তা দিয়ে দেয়াল উঠাতেন। যখন দেয়াল প্রচুর উঁচু হয়ে গেল তখন ইব্রাহীম (আঃ) ঐ পাথরটি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন যা মক্কামে ইব্রাহীম নামে পরিচিত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এতে দাঁড়িয়ে পাথর বসাতে লাগলেন, এভাবে দেয়াল বেশ উঁচু হয়ে গেল"।[৬]

## আরব ও সারা দুনিয়ায় কা'বার মর্যাদা

এ কা'বা গৃহটি একটি 'ইবাদত গাহই ছিলনা, যেমনটি অন্যান্য মসজিদের বেলায় প্রযোজ্য। বরং প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই একে দ্বীন ইসলামের বিশ্বময় দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত করা হয়। এর পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এক মিল্লাতে বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল থেকে এখানে এসে সমবেত হওয়ার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষন অনুভব করে। সব মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে, আর ইসলামের মহান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যেতে পারে। এ হচ্ছে ঐ মহান সম্মেলন যার নামকরণ করা হয়েছে হজ্জ।

এবার শুনুন কি এর গুরুত্ব, কেন এবং কিভাবে এ কেন্দ্রটিকে বিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রীয় গণ ইবাদতকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল, এবং কোন্ আন্তরিকতা নিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমা'ঈল (আঃ) এ কেন্দ্রটি নির্মান করেছিলেন, আর কিভাবে আরম্ভ হলো এ গৃহের উদ্দেশ্যে হজ্জ

---

(৬) সীরাতে সরওয়ারে আলম : ২/৬৫-৬৬ বুখারী হযরত ইবন 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি সম্বলিত।



www.pathagar.com

পালনের প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু আলোচনা। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ যখন কা'বা গৃহের নির্মান কার্য সমাপ্ত করলেন তখন জিব্রাঈল এসে তাঁকে বললেন : এবার এর চতুষ্পার্শ্বে সাত চক্কর তওয়াফ করে নিন। তখন তিনি এবং ইসমা'ঈল (আঃ) মিলে চতুর্দিকে সাত চক্কর তওয়াফ করলেন। প্রত্যেক চক্করে চার কোনার প্রত্যেকটিকে একবার করে স্পর্শ করতেন। সাত চক্কর তওয়াফ শেষে তিনি এবং ইসমা'ঈল (আঃ) মক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'ত নামাজ আদায় করলেন"।[৭]

অত:পর জিব্রাঈল (আঃ) তাঁদের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে হজ্জের রীতি নীতি বিস্তারিত ভাবে শিখিয়ে দিলেন। যেমন, ছফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দৌঁড়, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতে অবস্থান ও করণীয় কার্যাদির কথা বাতলিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন মিনায় প্রবেশ করলেন এবং আল-'আক্বাবা অতিক্রম করছিলেন তখন শয়তান তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলো; জিব্রাঈল (আঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে সাতটি পাথর কুঁচি নিক্ষেপ করলে ইবলীস অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জামরাতুল উসতার স্থলে এসে সে আবার আত্ম প্রকাশ করলো। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে বললেন: আপনি তাকে পাথর ছুড়ে মারুন। তিনি সাতটি পাথর কুঁচি নিক্ষেপ করার পর শয়তান আবারও অদৃশ্য হয়ে গেল। অত:পর সে আল-জামরা আস সুফলার নিকটে এসে পূনরায় আত্মপ্রকাশ করলে জিব্রাঈলের নির্দেশে এবারও তিনি সাতটি পাথর কুঁচি নিক্ষেপ করলেন আর ইবলীস চুড়ান্তভাবে অদৃশ্য হয়ে পড়লো। অত:পর ইব্রাহীম (আঃ) হজ্জের বাকী কার্যাদি আঞ্জাম দিলেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গ দিয়ে হজ্জের সমস্ত নিয়ম কানুন তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। আবশেষে ইব্রাহীম (আঃ) যখন আরাফাতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন জিব্রাঈল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কি হজ্জের নিয়ম কানুন জেনে নিয়েছেন"? উত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বল্লেন : হ্যাঁ। কথিত আছে যে, এ কারণেই উক্ত স্থানটি আরাফাত নামে অবহিত করা হয়। অত:পর আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বললেন : "জনতার উদ্দেশ্যে তুমি হজ্জের আহ্বান জানাও"। তখন ইব্রাহীম (আঃ) বল্লেন: "প্রভু হে! আমার আওয়াজ

---

[৭] হযরত ইব্রাহীমের নামাযের স্বরূপ কি ছিল তা বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এর প্রধান রুকন সমূহ যথা তাকবীরে তাহরীমা, দাঁড়ানো, রুকু ও সিজদা ইত্যাদি অভিন্ন ছিল ধারনা করা যায়।



www.pathagar.com

তো ততদূর পৌঁছবেনা"। তখন আল্লাহ্ বল্লেনঃ "তুমি ডাক দাও, আওয়াজ পৌঁছানোর দায়িত্ব আমারই"। বর্ণনাকারী (ইবন ইসহাক্ব) বলেন : "যখন ইব্রাহীম (আঃ) মাকামের উপর দাঁড়ালেন তখন এ প্রস্তারখানা এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, দুনিয়ার যে কোন পর্বতের চাইতেও এর উচ্চতা বেড়ে গিয়েছিল। সে দিন হযরত ইব্রাহীমের জন্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল ও জগতবাসীকে নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছিল। আর সবখানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাবৎ সৃষ্টিকুল তা শুনতে পেয়েছিল। তিনি তাঁর কর্ণ কুহরে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দিয়ে একবার এয়ামানের দিকে একবার সিরিয়ার দিকে এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তিনবার করে নিম্নরূপ আহ্বান জানালেন :

أيها الناس كتب عليكم الحج الي البيت العليق فأجيبوا ربكم

(ওহে মানবগোষ্ঠী তোমাদের প্রতি প্রাচীন গৃহের উদ্দেশ্যে হজ্জ করার বিধান নির্ধারিত হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এ আহ্বানে সাড়া দাও।) তখন সবাই উত্তর দিয়েছিলঃ "প্রভু আমরা উপস্থিত" বলে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন যারাই ইব্রাহীমের এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তারা হজ্জ কার্য সম্পাদন করবে।[৮]

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন : "আমার নিকট সংবাদ পৌঁচেছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পূর্বেও হযরত আদম (আঃ) কা'বা গৃহের রুকন সমূহ স্পর্শ করতঃ চুমা দিয়েছিলেন। এবং সিরিয়া থেকে আগমন করে হযরত ইসহাক্ব ও সারা (আঃ) হজ্জ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রতিবছর বোরাকে আরোহন করতঃ হজ্জ সম্পাদন করতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পরেও তাবৎ নবী রাসুলগন হজ্জ সম্পাদনা করতেন"।[৯]

আবদুল্লাহ্ ইবন দ্বামরাহ আস্ সালুলী থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন : "রুকন য়ামানী থেকে মাকামে ইব্রাহীম ও যমযম পর্যন্ত স্থানে ৯৯ জন এমন নবীর কবর রয়েছে যারা কা'বা গৃহে হজ্জ করতে এসে ইন্তিকাল করেছিলেন"।[১০]

---

[৮] আল্ আযরাক্বী : **আখবার মক্কা**, ১ : ৩৩ (১২৭৫ হিঃ)।

[৯] প্রাগুক্ত : ১/৩৪ (ঐ সংস্করণ)

[১০] প্রাগুক্ত : ১/৩৪।



www.pathagar.com

আযরাক্বী তাঁর **আখবারে মক্কা** গ্রন্থে আরো বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবন থাবিতের সূত্রে তিনি বলেন : আল্লাহর নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, যখনই নবীদের মধ্য থেকে কোন নবীর উম্মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো তখন তিনি ও তাঁর (মুষ্ঠিমেয়) অনুসারীরা মক্কাতে এসে জীবনের বাকী দিনগুলো এবাদত বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে কাটাতেন। এভাবে তথায় নূহ, হুদ, ছালেহ, শু'আয়ব প্রমুখ নবী রসুলদের কবর রয়েছে যমযম এবং হিজর[১১] এর মধ্যবর্তী স্থানে।[১২]

মুজাহিদ বর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে পঁচাত্তর জন নবী কা'বা গৃহের হজ্জ করেছেন, এদের সবাই কা'বা গৃহের তাওয়াফ করেছেন এবং মিনার মসজিদে সালাত আদায় করেছেন, কাজেই তোমার পক্ষে সম্ভব হলে মিনার মসজিদে সালাত আদায় করার কাজটি যেন বাদ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। (আখবারে মক্কা)

খছীফ ইবন 'আব্দির রাহমান কর্তৃক বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, মুজাহিদ তাহাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন বল্লেন:

ربنا ارنا منا سكنا وتب علينا الآية

আর্থাৎ: "প্রভু হে ! আমাদেরকে হজ্জের রীতি নীতি দেখিয়ে দিন"। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি আদেশ দেয়া হলো কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে, অত:পর ছফা এবং মরওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড় ও তৎপূর্ববর্তী করণীয় কার্যাদি শিখিয়ে দেয়া হলো, অত:পর তাকে সঙ্গে নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) বেরিয়ে পড়লেন, জামরাতাল আক্বাবার স্থানে এসে পৌঁছলে সেখানে ইবলীসকে দেখা গেল, তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন : "হে ইব্রাহীম! তাকবীর উচ্চারণ করত: একে পাথর ছুড়োন"। তখন ইবলীস সরে গিয়ে জামরাতাল উসত্বা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে বললেন: "তাকবীর পাঠ করুন, এবং এর দিকে পাথর ছুড়ে মারুন"। তখন ইবলীস সেখান থেকে সরে গিয়ে জামরাতুল কুসওয়াতে গিয়ে পৌঁছলো। তখন জিব্রাঈল তাঁকে বললেন : "তাকবীর পাঠ করুন এবং এর দিকে পাথর ছুড়ে মারুন"। অত:পর জিব্রাঈল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সাথে নিয়ে মশ্'আরুল হারামে (মুযদালিফা) গিয়ে

---

[১১] কা'বা গৃহের উত্তর পার্শ্বে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত হাতীমের অভ্যন্তর ভাগকে হিজর নামে অভিহিত করা হয়।

[১২] আযরাক্বী , **আখবারে মক্কা** ১/৩৪।



www.pathagar.com

উপনীত হলেন, অত:পর তাকে নিয়ে গেলেন আরফাতে। তখন জিব্রাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) কে জিজ্ঞেসা করলেন: "আমি আপনাকে হজ্জের যেসব রীতি নীতি দেখিয়ে দিলাম তা আপনি জেনে নিলেন কি"? (তিনবার) ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন হ্যাঁ । তখন জিব্রাঈল তাঁকে বল্লেন : "তা হলে এবার জনতার উদ্দেশ্যে হজ্জের ডাক দিন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে দিতে হবে? তখন জিব্রাঈল বল্লেন: আপনি বলুন:

يا ايها الناس أجيبوا ربكم

এভাবে তিনবার। বর্ননাকারী বলেন যে: তখন লোকেরা (চর্তুদিক থেকে) জওয়াব দিল

لبيك اللهم لبيك

বর্ণনাকারী বলেন: সে দিন যে ব্যক্তি ( অথবা তার রূহ) ইব্রাহীম (আঃ) এর আওয়াজ শুনে লাব্বায়েক বলেছিল তার হজ্জ নসীব হবে।[১৩] মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনায় হযরত ইব্রাহীম কর্তৃক জনতাকে আহ্বানের বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে বর্নিত হয়েছে। উক্ত বর্ননা মতে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ করলে তিনি এয়ামন গমন করত: সেখানকার লোকজনকে আল্লাহর পথে ডাকলেন এবং হজ্জের আহ্বান জানালেন। তখন জবাবে লোকেরা বলেছিল: لبيك لبيك

অত:পর তিনি পূর্ব দিকে রওয়ানা হলেন সেখানেও লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহবান জানিয়ে হজ্জের দাওয়াত দিলেন। সেখান থেকেও উত্তর এল لبيك لبيك তখন তিনি পশ্চিম দিকে গিয়ে জনতাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানালেন সেখানে একই রূপ উত্তর পেলেন। অত:পর তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন এবং সেখানেও অনুরূপ আহ্বান জানালেন ও অনুরূপ উত্তর পেলেন। অত:পর তিনি ইসমা'ঈল ও তার সাথে বসবাসকারী জুরহুম গোত্রীয় মুসলমানদের নিয়ে হজ্জ করলেন। তখন এ জুরহুম গোত্রীয়রা ছিল মক্কার বাসিন্দা আর তাদেরকে নিয়ে তিনি মিনায় যোহর, আছর, মাগরিব ও 'ইশার নামাজ আদায় করেছিলেন; আর তাদের সাথে তথায় তিনি ঐ রাত্রে

(১৩) প্রাগুক্ত : ১/৩৪-৩৫।



www.pathagar.com

অবস্থান করত: পরদিন ভোরেও নামায আদায় করলেন। অত:পর তিনি তাদেরকে নিয়ে নিমরাতে গিয়ে পৌঁছলেন। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে তিনি আরাফাতের প্রান্তরে মসজিদে ইব্রাহীমে একত্রে যোহরও আছর আদায় করলেন। অত:পর তাদেরকে নিয়ে আরাফাতের মাওক্বিফে গিয়ে পৌঁছলেন। অত:পর সূযাস্তের পর সবাইকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন মুযদালিফার দিকে। সেখানে গিয়ে একটু দেরীতে মাগরিব ও ইশার নামাযদ্বয় একত্রে আদায় করলেন, আর সেখানে রাত্রে অবস্থান করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। সেখানে ভোর উজ্জল হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করত: সূর্যোদয়ের পূর্বে সবাইকে নিয়ে পাথর নিক্ষেপ করার নিয়ম শিখাতে নিয়ে গেলেন এভাবে তিনি হজ্জের সব কার্যাদি সম্পন্ন করে দেখালেন এবং পৃথিবীবাসী জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে হজ্জের আহ্বান জানালেন। অত:পর তিনি সিরিয়াতে ফিরে যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।[১৪]

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক্ব কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: উবায়দুল্লাহ্ ইবন কুরায়য আল খুযা-'ঈ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মুছা (আঃ) কাবা গৃহে হজ্ব করেছেন। বায়তুল্লাআহ্র তাওয়াফ সেরে তিনি ছাফার গায়ে আরোহন করলে জিব্রাঈল (আঃ) তাকে বললেন: আপনি উপত্যকার মাঝখানে গেলে আরো দৌড়াতে হবে। তাই মূসা কাপড় দিয়ে কোমরটি বেঁধে নিলেন অত:পর যখন তিনি ছাফা থেকে অবতরণ করত: উপত্যকার মাঝখানে এলেন তখন দৌড়াতে লাগলেন আর বলছিলেন: "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা" বর্ণনাকারী বলেন : তখন আল্লাহ্ উত্তরে বল্লেন"

لبيك يا موسى ها أنا ذا معك

উথমান ইবনু সা-জ বর্ণনা করেন, আমাকে একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন, এ পথ দিয়ে লাল রং এর: উস্ট্রীতে আরোহন করত: সত্তর জন নবী হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। যাদের লাগাম ছিল খেজুরের রশির আর তালবিয়্যার ভাষা ছিল কিছুটা ভিন্ন। এদের অন্যতম ছিলেন ইউনুস ইবন মত্তী। ইউনুস তালবিয়্যাহ পাঠ করছিলেন এভাবে: لبيك فراج الكرب لبيك

[১৪] আযরাকী : **আখবারে মক্কা** : ১/ ৩৬ - ৩৭।



www.pathagar.com

মূসা (আঃ) এর তালবিয়্যাহ ছিল :

لبيك انا عبدك لديك لبيك

'ঈসা (আঃ) এর তালবিয়্যাহ ছিল :

لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبدك لبيك

উথমান আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমাকে মুক্বাতিল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মসজিদুল হারামের যমযম ও রুকন (হাতিম) এর মধ্যবর্তী স্থানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে, তাদের মধ্যে হুদ, ছালেহ, ইসমা'ঈল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আর হযরত আদম (আঃ), ইব্রাহীম, ইসহাক্ব, এয়াক্বুব, ও ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম প্রমুখের কবর বায়তুল মাক্বদিস অঞ্চলে।[১৫]

## সর্ব প্রথম গণ ইবাদতকেন্দ্র

উথমান ইবন সা-জ কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে: আমাকে ইবন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইহুদীগণ বলে বেড়াত যে, বায়তুল মাক্বদিস কা'বার চাইতে মর্যাদাবান। কেননা তা হচ্ছে নবী রাসূলদের হিজরাতের স্থান, আর কেননা তা পবিত্র ভুমিতে বিদ্যমান। অপর পক্ষে সুসলমানগণ দাবী করলেন যে, বরং কা'বাই অধিকতর মর্যাদাবান। এ খবর নবী করীম (সঃ) এর নিকট পৌঁছলে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়;

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبركا وهدى للعلمين . فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا.

"প্রস্তুত : সর্ব প্রথম গৃহ যা গণ ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে তা হচ্ছে ঐ গৃহ যা বক্কা (মক্কা) তে বিদ্যমান। তা অত্যন্ত বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়তের কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত"। এ আয়াতের পরবর্তী অংশে উল্লেখ আছে যে,

[১৫] প্রগুক্ত : ১/৩৯।



www.pathagar.com

"এতে রয়েছে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী (যমযম) মক্কামে ইব্রাহীম......" যা নাকি বায়তুল মাক্বদিসের বৈশিষ্ট্যে নেই।

এয়াহয়া-ইবন আবী 'উনায়সাহ্ বলেন : এ আয়তের আলোকে দেখা যায় কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তায়ালা সে স্থানকে গৃহ নামে অভিহিত করেছেন। তাতেই বুঝা যায় যে, কা'বার পূর্বেও সে স্থানে একটি গৃহ নির্মিত হয়েছিল যাকে আল্লাহ্ তাবৎ মানব গোষ্ঠীর জন্য হেদায়তের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ করে ইহুদীও খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে কাবাগৃহের এ মর্যাদা এবং তা প্রাচীনতম গণ ইবাদত খানা হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত অসহনীয়। কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্র সত্বেও এ বাস্তবতাকে তাদের স্বীকার করতেই হলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক বাসওয়ার্থ স্মিথ তার বিখ্যাত গ্রন্থ "**Mohammad and Muhammadanism**" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ ইবাদত খানাটি (কা'বা) হচ্ছে এমন এক প্রার্থনালয় যার গোড়াপত্তন হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে।[১৬] উক্ত গ্রন্থে খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকের প্রখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক "ডিউডোরাস সেকুলাস" এর একটি উক্তির উল্লেখ করা হয় যাতে তিনি তার সময়কার কাবা গৃহের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ প্রার্থনালয়টি প্রাচীনতম এবং সমগ্র আরব জাতির কাছে ইহা এক মহা পবিত্র ইবাদতখানা।[১৭]

## জাহেলী যুগে ক'াবার বরকত সমূহ

আরবে কা'বার মর্যাদা শুধু মাত্র যে, একটি পবিত্র প্রার্থনালয় হিসাবে চিহ্নিত ছিল তা নয়; বরং ইহা আপন পবিত্র মর্যাদার কারণে পুরো দেশের আর্থ সামাজিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবেও চিহ্নিত ছিল। সমস্ত দেশ থেকে মানুষ এখানে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হতো এবং এ

---

[১৬] **Muhammad and Muhammadanism** পৃ: ১৬৬।

[১৭] প্রাগুপ্ত : পৃ : ১৬৬।



www.pathagar.com

সম্মেলনের ফলে বহুধা ভিভক্ত আরবদের মধ্যেও ঐক্যের এক সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হতো নানা আর্থ-সামাজিক চুক্তি। এ মওসুমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য ও কাব্য প্রতিযোগিতার কারণে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হতো। এ সময়ে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলার কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। বৎসরের চারিটি মাসকে 'উমরা ও হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মহা পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য করা হতো। এ গুলো হচ্ছে রজব, যিলক্বা'দাহ, যিল হিজ্জাহ ও মুহাররম। রজব মাসে 'উমরা পালন করা হতো আর বাকী তিন মাসে পালন করা হতো হজ্জ। এ চারটি মাসকে পবিত্র মাস হিসেবে জ্ঞান করার ফলে অশান্ত আরবের মতো একটি দেশে অন্তত: বছরের এক তৃতীয়াংশ সময় শান্তি বিরাজ করার জন্য সহায়ক হতো। এ সময়ে দেশের লোকেরা নিরাপদে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারতো। কোরবানীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত জন্তু সমূহের গলায় এক প্রকার বন্ধনী স্থাপন করা হতো, তাও ক্বাফেলার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করতো। কেননা বন্ধনীযুক্ত কোন পশু দেখলেই তার প্রতি আরবরা হয়ে পড়তো শ্রদ্ধাবনত। ফলে কোন রাহজনের পক্ষেও সে কাফেলার প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার মত দু:সাহস হতোনা। বস্তুত : এ ছিল কা'বার বদৌলতে প্রাপ্ত নিরাপত্তা ও বিশেষ সুবিধাদি, যা আরবদের জন্য ছিল এক অসাধারণ নেয়ামত বিশেষ।[১৮]

## কা'বার মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত

(১) إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين.

(বস্তুত : সর্ব প্রথম গৃহ যা গণ ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে তা হচ্ছে ঐ গৃহ যা বক্কাতে(মক্কা) তে বিদ্যমান। অত্যন্ত বরকতময় এ গৃহ, এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়তের কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত। এতে রয়েছে বহু সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী (যেমন) মক্কামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে সব ধরণের (অবৈধ) হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে)।[১৯]

---

[১৮] মওলানা মওদূদী **সীরাতে সরওয়ারে আলম** :২য় খন্ড (উর্দু) পৃ: ৬৯।

[১৯] সূরা আল ইমরান/ ৯৬-৯৭।



www.pathagar.com

(২) أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.

(এরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি হারামকে (কাবা গৃহ ও এর চতুর্দিকের চিহ্নিত অঞ্চল) নিরাপদ করে দিয়েছি? অথচ এর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল থেকে মানুষকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হতো)? [২০]

(৩)

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . وعهدنا إلى ابرهيم واسمعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعكفين والركع السجود. (البقرة: ١٧٥)

(ঐ ঘটনাকে বিশেষভাবে স্মরণ করো যখন আমি উক্ত গৃহ (কা'বা) কে মানব জাতির জন্য কেন্দ্র ও শান্তির স্থানে পরিণত করেছি। আর (আমি হুকুম দিয়েছি যে) মকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থানে পরিণত কর, আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ঘরকে তাওয়াফ আদায়কারী, ই'তিকাফ গ্রহণকারী (এতে অবস্থান গ্রহণকারী) রুকু ও সেজদা আদায় কারীদের জন্য পাক পবিত্র করে রেখো।) [২১]

(৪) وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ... العزيز الحكيم.

(ঐ ঘটনাকে বিশেষভাবে স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম আর ইসমা'ঈল (পিতা-পুত্র দু'জনে) মিলে কা'বা গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছিল, আর আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে দোয়া করছিলঃ প্রভু হে! আমাদের এ কাজকে আপনি কবুল করে নিন।

---

[২০] সূরা আল আনকাবুত : ৬৭।

[২১] আল-বাক্বারা : ১২৫।



www.pathagar.com

আপনিই তো শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! আমাদের উভয়কেই আপনার প্রতি আত্মসমর্পনকারী, অনুগত করে রাখুন। আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও আপনার প্রতি অনুগত একটি দল সৃষ্টি করে দিন। আর আমাদেরকে বাতলিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের (হজ্জের) রীতি সমূহ, আর আমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দিন। আপনিই তওবা কবুলকারী ও দয়াময়। প্রভু হে! এদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করুন একজনকে রসুল করে, যিনি এদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন আপনার আয়াত সমূহ, আর যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে তুলবেন। আপনি হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (আল বাক্বারা: ১২৭-১২৯)

(৫)

وإذ قال ابرهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب انهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

(ابراهيم ٣٥:٧٣)

(ঐ ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিল: প্রভূ হে! এ শহরকে নিরাপদ শহরে পরিনত করুন, আর আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপুজার কাজ থেকে দূরে রাখুন। প্রভু হে! এ প্রতিমা সমূহ বহু লোককে পথ ভ্রষ্ট করে দিয়েছে, অত:পর যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত থাকবে, আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে আপনি তো ক্ষমাশীল, দয়াময়। প্রভু হে! আমি আমার বংশধরদের একাংশকে আপনার পবিত্র গৃহের নিকটে অবস্থিত এক তরুলতা ও শস্যবিহীন উপত্যকায় এনে বসতি স্থাপন করিয়েছি, প্রভু হে! এ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। কাজেই মানব জাতির একাংশের অন্তরকে এদের প্রতি আসক্ত করে দিন, আর তাদেরকে ফল মূলের রিযিক দিন, যাতে করে এরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে)।[২৩]

[২৩] সূরা ইব্রাহীম : ৩৫-৩৭।



www.pathagar.com

(৬)

وإذ بوانا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن فى الناس بالحج يا توك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. (الحج ٢٦:٨٢)

(আর ঐ ঘটনাকে স্মরণ করো যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য সে গৃহের (কা'বার) স্থানটি নির্দিষ্ট করে দিয়ে ছিলাম (সাথে সাথে এ উপদেশও দিয়েছিলাম) যে, আমার সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করোনা। আর আমার গৃহকে তাওয়াফ আদায়কারী (নামাযে) দাঁড়ানো রত ও রুকু-সেজদা আদায়কারীদের জন্য পূত পবিত্র রাখো। আর (আদেশ দিয়েছিলাম যে) জনতার মধ্যে হজ্বের আহ্বান জানাও- যেন তারা পায়ে হেঁটে এবং বহুদূর-দূরদূরান্ত অঞ্চল থেকে কৃশকায় উস্ট্রীর পিঠে আরোহন করত : তোমার কাছে এসে পৌঁছে। যাতে করে তারা প্রত্যক্ষ করে এতে তাদের জন্য কি কি পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ রয়েছে। আর যেন নির্দিষ্ট দিবস সমূহে আল্লাহ্ তাদেরকে যে চতুষ্পদ জন্তুর রিযিক দান করেছেন তাতে আল্লাহ্র নাম উচচারণ করে (কোরবানী দান করে) অত:পর সেখান থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং নি:স্ব দরিদ্রদেরকেও খেতে দাও।[২৪]

[২৪] সূরা আল-হজ্ব : ২৬-২৮।



www.pathagar.com

# তৃতীয় অধ্যায়

## হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব প্রাপ্তি

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীমকে কিছু কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, এবং ইব্রাহীম (আঃ) সব কঠিন পরীক্ষাতেই অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ) কে তাবৎ মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন:

وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمت فأتمهن . قال إني جاعلك للناس إماما.

قال ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين.

অর্থাৎ: "ঐ ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়, যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কিছু আদেশ দানের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। আর ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যেকটি আদেশই যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। প্রভু বললেন: আমি তোমাকে গোঠা বিশ্ব জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দান করতে যাচিছ। তখন ইব্রাহীম প্রশ্ন করলেন, আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও কি এ নেতৃত্ব প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে? প্রভূ বললেন : পাপাচারীদের জন্য আমার এ (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য নয়"। (আল বাক্বারাহ/১২৪)



www.pathagar.com

এ আয়াতের পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদেরকে নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে হয়।

**(ক)** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে যে সমস্ত আদেশ দানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল তার স্বরূপ কি ছিল?

**(খ)** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে গোঠা দুনিয়াবাসীর উপর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করার স্বরূপ ও তাৎপর্য কি?

**(গ)** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে এ নেতৃত্বের ধারা জারি ছিল কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রসংগে বিভিন্ন তাফ্সীর গ্রন্থ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাফ্সীরকারগণ সাধারণভাবে একে শরীয়তের বিধান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা ইব্রাহীম (আঃ) পুরোপুরি পালন করেছিলন। যেমন প্রখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থ **'মা'আলিম আল তানযীল'** এ উল্লেখ করা হয়েছে যে,

اي شرائع الإسلام

এবং ইবন কথীর একে

اختباره له بما كلفه من الأوامر والنواهي

দ্বারা তাফ্সীর করেছেন । অনুরূপভাবে আয়তাংশ
এর তফ্সীর করেছেন এভাবে যে, عمل بهن বা أَدَّاهُنَّ কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত পরীক্ষার বিষয়টি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তিনি যে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা শুধু কিছু শরীয়তের আহকাম পালনের মতো সাধারণ বিষয় ছিলনা যা নবীদের জন্য একটি সাধারণ দায়িত্ব। আর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে, যার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে গোঠা বিশ্ব বাসীর নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল? কাজেই ধরে নিতে হবে যে পরীক্ষার বিষয়টি শরীয়তের আহ্কাম পালনের চাইতেও বড় কিছু ছিল। যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনী সংক্রান্ত ইতিহাসের যে সামান্যতম তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা আলোচনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আমার মতে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জন্য প্রদত্ত পরীক্ষাগুলোর কয়েকটি ছিল নিম্নরূপঃ



www.pathagar.com

**ক) সৃষ্টিকে উপলব্ধি করে স্রষ্টাকে আবিস্কার করা ঃ** কোরআনের বর্ণনানুযায়ী ইব্রাহীম যখন কিশোর তখন একদিন তারকা দেখে মনে করলেন সম্ভবত: ইহাই স্রষ্টা। কিন্তু পরে সে তারকাকে অস্ত যেতে দেখে সাথে সাথে নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারলেন। দ্বিতীয় বার চন্দ্রকে দেখে মনে করেছিলেন " এ উজ্জল আলোকময় বস্তুটিই হয়ত স্রষ্টা"। কিন্তু যখন তাও শেষ পর্যন্ত ডুবে গেল তখন সে ধারণার ভ্রান্তি টের পেলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন কিন্তু এখনও স্রষ্টার খোঁজে অস্থির হয়ে আছে। তাই পরবর্তীতে যখন দেখতে পেলেন যে সকাল বেলা পূর্ব দিগন্তে আত্ম প্রকাশ করেছে এক অত্যন্ত দীপ্তিময় বস্তু, সূর্য্য। এতে তিনি বিমোহিত হয়ে গেলেন এবং মনে করলেন, সম্ভবত: তাই হবে মহান স্রষ্টা। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন তাও অস্তমিত হলো তিনি চুড়ন্তভাবে বুঝতে পারলেন যে, মানুষের চোখে দৃশ্যমান পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য কোন কিছুই আসলে স্রষ্টা নয়, বরং এ সবই সৃষ্টি আর এমন এক সত্তা রয়েছেন যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তখনই তিনি আপন জ্ঞানে প্রকৃত স্রষ্টাকে চিন্‌তে পেলেন এবং তাঁর নিকট সার্বিক ভাবে আত্ম সমর্পন করলেন।

**খ) দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল এই যে,** তিনি যে মহা সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তার পরিবারের লোকজন থেকে নিয়ে সমাজের সকলকেই তার বিপরীত চলতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক ছিল তাঁর পিতার নিজ হাতে পুতুল নির্মান ও পুতুল পুজার অনুষ্ঠানাদির তত্তাবধান করা। এবং জনগনের এহেন গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়া। তাই তিনি একদা সুযোগ পেয়ে প্রধান মন্দিরে ঢুকে বড় মূর্তিটি রেখে আর সব গুলোই চুরমার করে দিলেন। এই একটি মূর্তিকে শুধু এজন্যেই রেখে দিয়েছিলেন যাতে করে দোষটি তার ঘাড়ে চাপানো হলে এবং মূর্তি পুজারীগন তার পক্ষে এ কান্ড করা অসম্ভব বলে দাবী করলে সাথে সাথে প্রমাণিত হয় মূর্তি পুজার অসারতা। সে যাই হোক, এহেন একটি অভিযানের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে সে ব্যাপারে ইব্রাহীম কিন্তু অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বাদশাহের দরবারে সিদ্ধান্ত হলো যে ইব্রাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো কঠিন শাস্তিকেও সহাস্যে বরণ করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। কথিত আছে যে, তাঁর এ চরম বিপদের মুহূর্তে জিব্রাঈল তাকে বাঁচানোর জন্য সাহায্যের প্রস্তাব রাখলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, জিব্রাঈল যদি আল্লাহ্‌র আদেশে এ প্রস্তাব না রেখে থাকেন তাহলে এতে



www.pathagar.com

তিনি রাজী নন। বলা বাহুল্য এটা ছিল ইব্রাহীমের প্রতি কঠিন পরীক্ষা সমুহের অন্যতম। যেখানে খোদার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি আপন প্রাণের ঝুঁকি নেয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন।

**গ) তৃতীয় পরীক্ষাটি ছিল এই,** অগ্নিকুন্ড থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার পরেও ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীমের প্রতি একদিন খোদার আদেশ এল নিজের ঈমান ও দ্বীনকে রক্ষার জন্য দেশ থেকে বেরিয়ে পড়ার। এবার তাঁর যাত্রা হচ্ছে ইরাক থেকে সূদুর মিশরের দিকে। এ সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম করার জন্য সেদিন ছিলনা কোন যাতায়াত ব্যবস্থা, আর না কোন পরিচিত সড়ক বা জনপথ। ছিলনা পথের ধারে গড়ে উঠা কোন জনবসতি। সে সময়ে এত দূরের পথ অতিক্রম করতে বেরিয়ে পড়ার অর্থই ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখ সাক্ষাৎ। তবুও তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে এতটুকুও দ্বিধা সংকোচ করেননি। মিশরে গিয়েও তিনি নিরাপদে ছিলেন না। সম্মুখীন হয়েছিলেন বহু কঠিন পরীক্ষার। এ পরীক্ষা ছিল মান সম্ভ্রম রক্ষার। এতেও তিনি বিজয়ী হলেন এবং মিশরের অত্যাচারী শাসক অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, আর তাঁকে উপহার দিলেন মিশরের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সাধ্বী সুন্দরী রমনী বিবি হাজেরাকে। মিশর থেকে আল্লাহ্‌র আদেশে আবার চলে গেলেন সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে কিনা'আন নামক এক শহরে।

**ঘ) চতুর্থ পরীক্ষাটি ছিল এই,** হযরত ইব্রাহীম তাঁর স্ত্রী সারা ও বিবি হাজেরাকে নিয়ে কিন'আনে বসবাস করছিলেন। দীর্ঘ ৮৬ বৎসর বয়সে পৌঁছেও ইব্রাহীম কোনই সন্তানের মুখ দেখেননি, তিনিও আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর দিকে চেয়ে আছেন এক পুত্র সন্তান লাভের আশায়। শেষ পর্যন্ত একদিন বিবি হাজেরার ঘরে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হলেন।

নবজাতক শিশুটির বয়স কয়েক মাস অতিক্রম না করতেই ইব্রাহীম তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে আরেকটি আদেশ পেলেন। তা হচ্ছে নবজাতক শিশু ও তার মাকে ফা-রা-নের এক জনবসতিহীন প্রান্তরে গিয়ে রেখে আসার। ফিলিস্তিনের কিন'আন থেকে দক্ষিন দিকে অন্তত: পাঁচশতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকে ছোট বড় বহু পাহাড় বেষ্টিত একটি উপত্যকা, আরবী নাম মক্কা/বক্কা। ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাষায় "এক শস্য শ্যামলিকা বিহীন প্রান্তর"।



www.pathagar.com

এ আদেশ পেয়ে কিন্তু ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেননি এ আদেশের পূনর্বিবেচনা করার জন্য। বরং তিনি তাদেরকে সাথে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন মক্কার উদ্দেশ্যে। এ দূর পাল্লার যাত্রাপথ অতিক্রম করার জন্য সেদিন কোন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বাহন বলতে কিছুই ছিলনা। একমাত্র বাহন ছিল উষ্ট্র। আর পাথেয় নিয়েছিলেন বেশীর পক্ষে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি।

স্ত্রী পুত্রকে মক্কা উপত্যকায় রেখে ইব্রাহীম (আঃ) আবার যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন বিবি হাজেরা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি কি আদিষ্ট হয়ে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন, না নিজের খেয়াল খুশী মত? ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেনঃ "আদিষ্ট হয়েই"। তখন বিবি হাজেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মন্তব্য করলেনঃ "তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না"। শিশু ইসমা'ঈল এবং তার মাকে রেখে ইব্রাহীম একটু দূরে সরে এসে যে দু'আটি করেছিলেন তা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروه.

অর্থাৎঃ "প্রভু হে! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে (ধারাকে) তোমারই আদেশে এক শস্য শ্যামলিকা বিহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত গৃহের দ্বারে বসবাস করার নিমিত্তে ছেড়ে গেলাম, কাজেই মানব জাতির একাংশের অন্তরকে এদের প্রতি আসক্ত করে দাও, আর তাদেরকে ফলমূলের রিযিক দান কর। যাতে তারা তোমার শোকরিয়া আদায় করতে পারে"। (ইব্রাহীমঃ ৩৭)

মানবীয় দূর্বলতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা সহজ সাধ্য নয় যে বার্ধক্য বয়সে নিজের একমাত্র সন্তানকে আপন বসতি অঞ্চল থেকে দূরে, বহু দূরে এক তরুলতাও শস্য শ্যামলিকা বিহীন এবং জনবসতি শূন্য প্রান্তরে রেখে আসার মতো মনোবলের দৃঢ়তা প্রদর্শন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ইব্রাহীম (আঃ) কিন্তু অত্যন্ত অবিচল চিত্তে তা সমাধা করেছিলেন। আর এভাবেই তিনি উত্তীর্ণ হলেন এ কঠিন পরীক্ষাতেও।



www.pathagar.com

### ঙ) ইতিহাসের কঠিনতম পরীক্ষা ঃ

আল্লাহ্ (তা'লা) ইব্রাহীমকে তাবৎ মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করতে চান। তাই ইব্রাহীমকে আরো কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করতে হবে। আল্লাহ্ জানেন যে, তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হবেন। তবুও ইতিহাসের পাতায় একে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত রূপে স্থান দিতে চান, তাই তিনি তাঁর খলীলকে পরীক্ষার পর পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেখাচ্ছেন।

ইতিমধ্যেই আল্লাহ্র হুকুমে মক্কা উপত্যকায় সৃষ্টি হলো সেই ইতিহাস-খ্যাত যমযমের শ্রোতধারা। ইব্রাহীমের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করলেন। আর চতুর্দিক থেকে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করা বেশ কিছু লোক এসে ছেলে ও তার মায়ের প্রতিবেশীত্ব গ্রহণ করল। তা ছাড়াও মরু অঞ্চলের যাযাবরদের আনাগোনায় এ জনবসতিহীন উপত্যকাটি প্রতিনিয়ত শত শত মানব সন্তানের গমনাগমনে কোলাহল মুখর হয়ে উঠলো।

কিছুদিন পর ইব্রাহীম (আঃ) মা ও শিশুকে দেখে যেতেন। শিশু ইসমাঈল ধীরে ধীরে কৈশোরে উপনীত হলো। ইব্রাহীম (আঃ) একবার তাঁর একমাত্র ছেলেকে দেখতে এলে আল্লাহ্ তাঁকে সম্মুখীন করলেন আরেক মহা পরীক্ষা। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি নিজ হাতে তাঁর একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে কোরবানী দিচ্ছেন গলায় ছুরি চালিয়ে। ইব্রাহীমের বুঝতে বাকী রইলোনা যে, এ স্বপ্ন ওহীরই অন্তর্ভুক্ত, এবং তা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তিনি আর দ্বিধা না করেই পুত্রকে নিজের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলেন। যেমন পিতা তেমন পুত্র। তিনি সোজা উত্তর দিলেন:

يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

"হে পিতা! আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় পালন করে যান, আপনি ইনশাআল্লাহ্ আমাকে উত্তম ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন"।

ইব্রাহীম প্রভুর আদেশ পালন করার জন্য আপন ছেলেকে নিয়ে কুরবানী দানের উদ্দেশ্যে মিনায় উপনীত হলেন। পিতৃ স্নেহে আপ্লুত হয়ে এ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে সে ভয়ে ইব্রাহীম (আঃ) পট্টি দিয়ে মুখ মন্ডল আচ্ছদিত করে দিলেন, আর পুত্রকে শোয়ালেন মাটির দিকে উপুড় করে, যাতে



www.pathagar.com

করে পুত্রও পিতার চেহারা দেখতে না পায়।[১] পবিত্র কুরআনে ইসমা'ঈলের যে বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাফ্সীরকারদের মতে তা তখন নয় বছর থেকে বার বছর। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) এর বয়স ছিল তখন ৯৫ থেকে ৯৮ বছর। লক্ষ্য করুন : একজন নবতিপর বৃদ্ধ খোদার আদেশে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের একমাত্র সন্তানকে জবাই করার জন্য গর্দানে ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন। আসলে ইব্রাহীম (আঃ) কে দিয়ে তার একমাত্র ছেলে ইসমাঈলকে জবাই করানো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছিলনা। বরং পৃথিবী বাসীর জন্য ইব্রাহীমের এমন কিছু নজীর স্থাপন করা যাতে ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ্ নেতৃত্বে সমাসীন করার বিষয়টির তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মহামহীম আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে ছেলের গলায় আর ছুরি চালাতে দিলেননা বরং একটি দুম্বার সাহায্যে ইসমাঈলকে মুক্ত করে নিলেন, এবং এ মহা অগ্নীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ ঘোষণা দিলেন :

إني جاعلك للناس إماما

"আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর নেতা করতে যাচ্ছি"।

এগুলো হচ্ছে হযরত ইব্রাহীমের প্রতি তাঁর প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত অগ্নী পরীক্ষা সমূহের কয়েকটি যা ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে। এ কয়টি ছাড়াও ইব্রাহীম (আঃ) আরো কতো পরীক্ষা দিয়েছেন তা আল্লাহ্ই জানেন। তবে আসল কথা হচ্ছে আল-কোরআনের ভাষ্যানুযায়ী ইব্রাহীম সব কটি পরীক্ষাতেই পরিপূর্ণ রূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাঁকে যা দান করলেন তা তাঁর জন্য যথার্থ নয় কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করলেন গোঠা মানব জাতির উপর নেতৃত্ব দিয়ে। এ পুরস্কার কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার না হলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম পুরস্কার তো বটেই। বস্তুত : শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার হচ্ছে **ইমামুল মুরসালীন** বা নবী রাসূলদের নেতা হওয়ার সৌভাগ্য, যা তাঁরই একজন সন্তানের জন্য আল্লাহ্ সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন।

[১] হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চোখে পট্টি লাগানোর বিষয়ে কোরআন বা হাদীসের কোয়াও সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই যেভাবে ছেলেকে উপুড় করে শোওয়ানোর বিষয়টি উল্লেখ আছে। তবে আমার মনে হয় যে তিনিও চোখে পট্টি লাগিয়েছিলেন।



www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র দেয়া পুরস্কারের কথা শুনে উক্ত নেতৃত্বের ধারা যাতে তাঁর বংশ ধরদের মধ্যে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আরজ করলেন: "আমার বংশধরদের মধ্যেও যেন এ ধারা জারী থাকে"। তখন আল্লাহ্ সাথে সাথেই হযরত ইব্রাহীমকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন:

لاينال عهدي الظالمين

অর্থাৎ: বংশধর হলেই এ নেয়ামত পেতে পারবে তা সত্যি নয়, বরং তৎসংগে সৎ ও আমর প্রতি দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবানও হতে হবে। আর যারা নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হওয়ার পূর্বশর্ত পালন করতে পারবেনা তারা হচ্ছে যালিম। তাই তারা সে নেতৃত্ব পেতে পারেনা।

আল্লাহ্‌র এ সংশোধনী ছিল হযরত ইব্রাহীমের জন্য এক সতর্কবানী স্বরূপ। তাই আমরা দেখতে পাই, উক্ত সূরায় কয়েক আয়ত পরে বিধৃত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ায় যাতে তিনি মক্কা নগরী ও সে নগর বাসীদের জন্য রিযিক প্রাপ্তির দোয়া করেছিলেন তাতে অসাধারণ সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছেন। উক্ত দোয়ার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন; তিনি কি বলছেন। আল-কোরআনের ভাষায় তা নিম্নরূপ :

وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلي عذاب النار. وبئس المصير. (البقرة: ١٢٦)

অর্থাৎ: "ঐ ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য যখন ইব্রাহীম বলেছিল প্রভু হে ! এ নগরীকে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে এবং পরকালে বিশ্বাসী হবে তাদেরকে নানারূপ ফলমূল দিয়ে রিযিক দান করুন। আল্লাহ্ বললেন: তবে যারা কুফর করবে তাকেও আমি স্বল্পকালের জন্য (এ দুনিয়ার জীবনে) উপভোগের সামগ্রী দান করব। অত:পর (মৃত্যুর পরে) তাকে দোযখের আযাবের দিকে হেচড়িয়ে নিয়ে যাব, যা নাকি নিকৃষ্টতম ঠিকানা"। (আল-বক্বারা : ১২৬)



www.pathagar.com

এ আয়তের প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের কাছে পূর্বোল্লেখিত আয়তের ঠিক একটি বিপরীত দৃশ্য ধরা পড়ে। পূর্বোল্লিখিত আয়তে আল্লাহ্ যখন ইব্রাহীম (আঃ) কে বিশ্ববাসীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিলেন তখন ইব্রাহীম (আঃ) কামনা করেছিলেন তার বংশধরদের মধ্যে এ নেতৃত্বের ধারা অব্যাহত থাকার। তখন আল্লাহ্ বল্লেন যে, না তা নি:শর্ত হতে পারেনা। কারণ যালেমরা এ পুরস্কার দুনিয়াতেও পেতে পারেনা। পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহীম যখন মক্কা নগরী ও মক্কাবাসীদের জন্য দোয়া করছেন সেখানেই অবিশ্বাসীদের বাদ দিয়ে দিচেছন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সংশোধন করে দিয়ে বলছেন যে নেতৃত্বের প্রশ্নে তোমার সন্তানদেরকে সার্বিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করাটা ভুল ছিল, কিন্তু রিযিকের প্রশ্নে তোমার এ অহেতুক সতর্কতার প্রয়োজন নেই। মুমিন ও কাফির সবাই আমার রিযিক ও দুনিয়ার ভোগ সম্ভোগ পেতে পারে। মুমিন ও কাফিরদের প্রকৃত বিচারের ক্ষেত্র হচ্ছে পরকাল। যেখানে মুমিনরা হবে পুরস্কৃত আর কাফিররা হবে তিরস্কৃত।

## হযরত ইসমা'ঈলের রিসালত এবং আরবে এর প্রভাব

হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) কোন্ সময়ে রিসালত প্রাপ্ত হন তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। তবে এ সম্ভাবনাই প্রবল যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমা'ঈল মিলে কা'বা গৃহ নির্মান করেন এবং প্রতি বছর জনতাকে হজ্জ পালনার্থে তথায় গমন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনই হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) মহান আল্লাহ্ তায়া'লা কর্তৃক রিসালতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যাতে করে তিনি আরব বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর রিসালত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বর্ণনা এসেছে:

واذكر فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا. (مريم ٥٤: ٥٥)



www.pathagar.com

অর্থাৎ: "এবং এ গ্রন্থে ইসমা'ঈলের কথা স্মরণ কর, বস্তুত সে ছিল এক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারী সত্যনিষ্ট, আর সে ছিল একজন রাসূল (শরীয়ত প্রাপ্ত) নবী। পরিবারের লোকজনকে সে নামায ও যাকাতের আদেশ দিত, আর সে তার রবের কাছে খুবই প্রিয় ছিল"। (সূরা মারয়ম : ৫৪-৫৫)

যদিও ইতিহাসে হযরত ইসমা'ঈলের বিস্তারিত জীবনকথা এবং তাঁর রিসালতের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন বিবরণ দেখা যায়না। কিন্তু তাঁর মিশন যে পরিপূর্ণরূপে সফল হয়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই গোঠা আরব দেশে কা'বা গৃহ এক কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। হজ্জ ও 'উমরা পালনের উদ্দেশ্যে গোঠা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেই লোকেরা এখানে এসে সমবেত হতে থাকতো। হজ্জের রীতিনীতিও প্রায়ই উহাই ছিল যা প্রথম থেকে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ছফা-মরওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ ও ১০ই যিলহজ্জে মিনাতে প্রদত্ত কোরবানীর রীতি যা আরব বিশ্বে প্রচলিত ছিল নি:সন্দেহে হযরত হাজেরা ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্মৃতিকে বহন করে। হজ্জ ও 'উমরার জন্য নির্ধারিত প্রতি বছর চারটি মাসকে পবিত্র মাস বলে চিহ্নিত করার প্রথা সমগ্র আরবে চালু ছিল। তা ছাড়া আরো কিছু ইব্রাহীমি সুন্নতও আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন বাচ্চাদের খত্না করানো, জানাবতের গোসল, পশুকে জবাই করা ও উঠকে নহর করার রীতি, মৃতদেহকে কবরস্থ করা, নিকাহ ও তালাকের প্রথা, স্বামীর মৃত্যুতে চার মাসাধিককাল শোক পালন, আপন কন্যা, বোন ও মায়ের সাথে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হওয়ার অবৈধতা, ক্বিছাছ তথা ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যাকারীর মৃতুদন্ড দান ও অসতর্কতা বশত: হত্যাকারী থেকে রক্ত পণ গ্রহন করা বা দিয়্যত নেয়ার প্রথা ইত্যাদি ছিল হযরত ইব্রাহীমের যুগে প্রবর্তিত বিধান সমূহ। তাছাড়া আরবদের কোন কোন বিজ্ঞজন নাকি ওযু এবং নামাযও আদায় করতেন। যেমন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ক্বুস বিন সা'ইদাহ, হযরত আবু যর গিফারী প্রমূখ ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই নামায পড়া আরম্ভ করেছিলেন। তবে একথা পুরোপুরি জানা নেই যে, উক্ত নামাযের স্বরূপ কেমন ছিল। তাছাড়া আরবরা রোজা ও ই'তেক্বাফ করতো বলেও জানা যায়। হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে যে, হযরত 'উমর (রাঃ) ইসলাম পূর্ব যুগে এক রাতের ই'তেক্বাফের নযর করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরবদের মধ্যে কিছু কিছু ইসলামী চরিত্র অত্যন্ত প্রশংসিত বলে বিবেচিত ছিল। যেমন মেহ্মানদারী, মিসকীন ও নি:স্বদের সাহায্যদান, আত্মীয়তা রক্ষা করা, ওয়াদা পূর্ণ করা ইত্যাদি। যদিনা



www.pathagar.com

হযরত ইসমা'ঈলের মিশন পুরো পুরি সফল হয়েছিল, তা হলে দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত জাহেলিয়াতে নিমজ্জমান থাকা সত্বেও রসূল (সঃ) এর নুবুওয়াত লাভের যুগ পর্যন্ত এ ধরনের সৎকর্ম সমূহের কোনই নিদর্শন বাকী থাকা সম্ভব ছিলনা। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আরবদের মধ্যে যে মহানবী (সঃ) এর যুগ পর্যন্ত আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা বিদ্যমান ছিল- যার উল্লেখ পবিত্র আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে- তা ছিল একমাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমা'ঈল (আঃ) এর তাবলীগেরই প্রভাব।

কথিত আছে যে হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর নুবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী যুগে আরবদের মধ্যে এমন একটি দল বিদ্যমান ছিল যারা নিজেদেরকে আরবদের প্রচলিত শিরক ও অন্যান্য অপকর্ম থেকে সম্পূর্ণই বিরত রেখে থাকতেন। এদেরকে *হানীফ* বলে অভিহিত করা হতো। এরা নাকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মের অনুসরন কারীদের দলে ছিলেন। এদের মধ্যে না-বিগ্বাহ আল জা'দী, ছিরমাহ ইবন আনছ, 'আমর ইবন 'আবাসাহ আঁস-সুলামী ও যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফাইল ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদাহরণ স্বরূপ 'আমর ইবন নুফাইলের ঘটনাই উল্ল্যেখ করা যাক। ইনি হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দ (রাঃ) এর পিতা ছিলেন। ইনি তাওহীদের আকীদায় বড়ই দৃঢ় ছিলেন। ইনি পুতুল পুজা, মৃত দেহ ভক্ষণ, রক্ত এবং প্রতিমার প্রতি উৎসর্গিত জন্তুকে অত্যন্ত কড়া ভাবে হারাম মনে করতেন। মেয়েদেরকে কতল করাকে ঘৃণা করতেন। এবং এদেরকে বাঁচাবার জন্য সদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি য়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমতকেও নাকি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতেন যেঃ আমাদের কউমের শিরক ও তাদের শিরকের মধ্যে অবশেষে তফাৎ কোথায়? হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ একদা আমি 'আমর ইবন নুফাইলকে দেখেছি যে, তিনি কা'বার দেয়ালে টেক লাগিয়ে বলছিলেন : "আল্লাহ্র শপথ, আমি এমন কোন পশুর মাংস খাবনা যাকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে যবাই করা হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ আমি ব্যতীত আর কেউ ইব্রাহীমের প্রকৃত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই"। তিনি নাকি আরো বলতেন : "প্রভু হে! যদি আমার জানা থাকতো তোমাকে ইবাদত করার কোন্ পদ্ধতিটি সর্বাধিক প্রিয় তাহলে আমি ঐ ভাবেই তোমার ইবাদত



www.pathagar.com

করতাম। অত:পর তিনি আপন হাতের উপর মাথা রেখে তাতে সেজদা করতেন। তিনি নাকি দ্বীন ইব্রাহীমের তালাশে একবার সুদূর সিরিয়া গমন করেছিলেন, কিন্তু তিনি য়াহুদী বা খৃষ্টানদের কারো কাছে তা না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। অত:পর তিনি দু হাত তুলে ঘোষণা করেন, "হে আল্লাহ্ আমি তোমাকে সাক্ষী রোখে ঘোষণা করছি যে, আমি ইব্রাহীমের দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত আছি"। মহানবী (সঃ) এর নুবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে নাকি লাখম নামক এক অঞ্চলে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।[৬৯]

## হযরত ইসমাঈলের (আঃ) পরে কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব লাভ

হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) এর জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন কা'বা গৃহের মুতাওয়াল্লী। তাঁর মৃত্যুর পরে তার জেষ্ঠ্য পুত্র লাবিত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। কিন্তু না:বিতের মৃত্যুর পর মক্কায় বসবাসরত জুরহুম গোত্রের লোকেরা এ গৃহের কর্তৃত্ব নিজেদের করতলগত করে নেয়। কেননা ইসমা'ঈল (আঃ) এর বংশধররা ছিলেন সংখ্যালঘু আর জুরহুম গোত্রীয় লোকেরা ছিল সংখ্যাগুরু। তাদের সাথে 'আমালিক বংশীয় একটি শাখা বনী ক্বীত্বর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত জুরহুম গোত্রীয় লোকদের সাথে এর পরিচালনা কর্মে শরীক ছিল। শহরের উপরিভাগ থেকে আগত লোকদের নিকট থেকে জুরহুম গোত্রীয় লোকেরা **'উশর** আদায় করতো বলে জানা যায় এবং নিম্নাঞ্চল থেকে আগত লোকদের নিকট থেকে 'কর' আদায় করতো 'আমালিক্ব গোত্রীয় লোকেরা। এমনি ভাবে অনেক দিন ধরে কা'বার কর্তৃত্ব নাকি 'আমালিক্ব গোত্রীয় লোকদের সম্পূর্ণ দখলে চলে গিয়েছিল। অবশেষে জুরহুম গোত্রীয় লোকদের সাথে তাদের এক সংঘর্ষ বাধে এবং এতে 'আমালিক্ব গোত্রীয় লোকেরা পরাজিত হয়। ফলে 'আমালিক্বদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এর পর কয়েক শতাব্দী ধরে মক্কার কর্তৃত্ব জুরহুম গোত্রীয় লোকদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।[৭০] জুরহুম গোত্রীয় লোকদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকৃতি এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, মক্কা নগরীর পবিত্রতা পর্যন্ত এদের হাতে ক্ষুন্ন হতে লাগল। কা'বার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ধন সম্পদ তীর্থ গামী লোকেরা পেশ করত তা তারা অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ করে চলত।

---

[৬৯] আল ইসতী 'আব : ২/৫৩৯, আল ইছা - বা : ১/৫৫২, ইবন হিশাম: ১/২৩৯-৪০।

[৭০] মসউদী : সুরূজ - ২/৫০, ইবন হিশাম : সীরাত : ১/১১৮। মওদুদী : সীরাত : ২/৭৩।



www.pathagar.com

হজ্জ ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগত লোকদেরকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করতে লাগল। পাপ কর্মে তাদের দু:সাহসিকতা এত অধিক বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল যে, যখন যিনা করার কোন উপযুক্ত স্থান এরা না পেত তখন কা'বা গৃহের ভেতরে ঢুকে এ গর্হিত কাজে লিপ্ত হতো। এ সময়েরই একটি ঘটনা যে ইসাফ নামক এক পাপীষ্ঠ নাঈলা নাম্মী এক রমনীর সাথে কাবার অভ্যন্তরে এ পাপ কার্যে লিপ্ত হলে পরে আল্লাহ তাদেরকে বিকৃত করে পাথরে পরিণত করে দেন। কিছুদিন পর্যন্ত তো এ ঘটনাটি একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হতো, কিন্তু তাদের মানসিক বিকৃতি এত চরমে পৌঁছেছিল যে, কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকেরা এদের একটিকে ছফা ও অন্য টিকে মারওয়ায় স্থাপন করত : এদেরকে পুঁজা করতে লাগল। এ ছিল ঐ চরম নৈতিক অধ:পতনের কিছু উদাহরণ যাতে কা'বা গৃহের তথাকথিত কর্ণধারগণ লিপ্ত ছিল।[৭১]

## জুরহুমী গোত্রীয় লোদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়ন

অবশেষে জুরহুমীদের বাড়াবাড়ী যখন সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তখন মক্কার বনী কিনানা বংশীয় বকর ইবন 'আব্দ মনাত পরিবার ও বনী খুযা'আ গোত্রীয় গবশান পরিবারের লোকেরা মিলে জুরহুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এ যুদ্ধে জুরহুমীগণ পরাজিত হয় ও তাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়। জুরহুমীগণ মক্কা থেকে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে কাবার সমস্ত ভান্ডার যমযমের মধ্যে নিক্ষেপ করত: যমযম কূপটি ভরাট করে দেয়। এভাবে যমযম কূপের চিহ্ন পর্যন্ত তারা বিলুপ্ত করে দিয়ে তাদের প্রাচীন আবাস ভূমি এয়ামানে ফিরে যায়। অত:পর কা'বার কর্তৃত্ব লাভ করে খুযা'আ গোত্রীয় গবশান পরিবারের লোকেরা। দীর্ঘ তিন চারশ বছর এরাই কা'বা গৃহের মুতাওয়াল্লি ছিল। এদেরই সময়ে কা'বা গৃহ পুরো একটি মূর্তি খানায় পরিণত হয়ে যায়।

---

[৭১] মওলানা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম : ২/৭৩।



www.pathagar.com

# কা'বা গৃহে মুর্তি স্থাপনের বিদ'আত শুরু প্রসংগে

খুজা'আহ গোত্রের একজন সর্দার যার নাম ছিল 'আমর ইবন লুহাই আপন সম্পদ ও দানশীলতার কারণে তার মর্যাদা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, গোঠা অঞ্চলে তার স্থান ছিল এক মুকুট বিহীন বাদশাহর মতো। আর তার প্রতিপত্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যে বিদ'আতই সে প্রবর্তন করুকনা কেন সকলেই বিনাবাক্যে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। একবার সে কোনও কাজে সিরিয়া গমন করলে সেখানে দেখতে পেল যে, ওখানকার 'আমালিক্ব বংশীয় লোকেরা এক প্রকার মানবাকৃতির মুর্তি তৈরী করত: তা পুঁজা করছে। এ কাজটি তার খুবই পছন্দ হলো। সে সেখান থেকে 'হুবল' নামক এক মুর্তি নিয়ে আসে এবং তা কা'বা গৃহে স্থাপন করে, এবং সকলে একে পুঁজা করতে লাগলো। ধীরে ধীরে মূর্তির সংখ্যা বেড়েই চললো। এ গুলোর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও মরয়মের প্রতিকৃতি স্থাপনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত : এঁদের মুর্তি সমূহ এ জন্যই স্থাপন করা হয়েছিল যাতে করে আরব অঞ্চলের খৃষ্টানগণও কা'বা গৃহে গমন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বুখারী কিতাবুল আম্বিয়ায় হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) এর ছবি এভাবেই রাখা হয়েছিল যে, তাদের হাতে (আযলাম) তথা ভাগ্য নির্দেশক তীর ধনুক ছিল। ইবন ইসহাক্বের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে আরবদের মধ্যে আরো কয়েকটি চরম বিদ'আত প্রচলিত হয়েছিল। যেমন কোন উষ্ট্রী পর পর দশটি মাদী সন্তান প্রসব করলে তখন একে পবিত্র জ্ঞান করে দেব দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা হতো। এর পৃষ্ঠে আরোহন কিংবা কোন কাজে ব্যবহার বৈধ ছিল না। এর দুধ শুধু মাত্র মেহমান ছাড়া আর কেউ পান করতে পারতোনা। এর নামকরণ করা হতো *সা-ইবাহ*। এ সা-ইবাহ উষ্ট্রী যদি পরবর্তীতে আর কোন মাদী সন্তান প্রসব করে তখন তাকে বর্ণচ্ছেদকরত: তাও দেব দেবীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া হতো এর নামকরণ করা হতো - বাহীরাহ্ ।

কোন ছাগী যদি প্রতিবারে দুটি করে পর পর পাঁচ দফায় দশটি বাচ্ছা প্রসব করত তখন তাকে *ওয়াছীলা* নামকরণ করা হত। একে পবিত্র জ্ঞান করা হতো এবং মহিলাগণ এর গোশত ভক্ষণ করতে পারতোনা। পরবর্তীতে এর পেটে জন্ম লাভ করা কোন ছাগ ছাগী স্ত্রীরা খেতে পারতোনা তবে এদের কোন



www.pathagar.com

একটি মারা গেলে তা থেকে মহিলারদের খেতে কোন বাধা ছিলনা। আর কোন পুং উষ্ট্রের সাথে পাল দিয়ে পর পর দশটি উষ্ট্রী জন্ম লাভ করলে তখন তাকেও পবিত্র জ্ঞান করেঃ ছেড়ে দেয়া হতো এবং এর নাম দেয়া হতো **হা-মাহ**।[৭২]

এদের এহেন গর্হিত কাজ সমূহের সমালোচনা করতঃ পবিত্র কোরআনের সূরা আল মা-ই-দার আয়ত : ১০৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে ;

তবে প্রতিমা পুঁজার সমহূ দায় দায়িত্ব বা এ বিদ'আতের একক প্রবর্তক হিসাবে 'আমর ইবন লুহাইকে আখ্যায়িত করা কতটুকু যথার্থ হবে তা ভাববার বিষয়। কেননা ইবন ইসহাকের একটি বর্ণনায় দেখা যায় আরবের লোকেরা যখনই মক্কা থেকে কোন অঞ্চলে গমনের উদ্দেশ্যে বের হতো তখন সাথে করে নিয়ে যেত হারমের এক টুকরা পাথর। যেখানেই এরা অবস্থান করত এ পাথরটি কোনও স্থানে স্থাপন করতঃ একে তাওয়াফ করতো।

কুছাই ইবন কিলাব খুযা'আহ গোত্রীয় তার শ্বশুরের নিকট থেকে কা'বার কর্তৃত্ব ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত কা'বার কর্তৃত্ব খুযা'আহ গোত্রীয় লোদের হাতেই বিদ্যমান ছিল।

---

৭২) ইবন হিশাম : সীরাত - ১/৮৯।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# চতুর্থ অধ্যায়

## মহানবী (সঃ) এর ঊর্ধ্বতন পুরুষদের কিছু কীর্তি কাহিনী

নবীজী (সঃ) নিজের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে 'আদনান পর্যন্ত বর্ণনা করে সেখানেই থেমে যেতেন। এর পূর্ববর্তীদের কথা উল্লেখ করতেন না। ইমাম বুখারীও 'আদনান পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত বংশ পরম্পরার উল্লেখ আছে। যদিও নবীজী হযরত ইসমা'ঈলের সূত্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু 'আদনান থেকে হযরত ইসমা'ঈল (আঃ) পর্যন্ত যে বংশধারার উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাতে কিছু বিলুপ্তি ও ক্রমানুক্রমিক তথ্য ভ্রান্তি রয়েছে। তাই হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, 'আদনানের পরবর্তী বংশধারা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নবীজী বলতেন:

অর্থাৎ বংশধারা বর্ণনা করীগণ যা বলেছে তা অভ্রান্ত নয়।

মায়ের পক্ষেও কিলাব ইবন মুররা পর্যন্ত গিয়ে তৎপূর্ববর্তী বংশধারা অভিন্ন। তা নিম্নরূপ :

মুহাম্মদ (সঃ) ইবন আমিনা বিন্ত ওহাব ইবন 'আব্দ মনাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব ইবন মুররা... মা'আদ ইবন 'আদনান।

'আদনান থেকে খাজা 'আব্দুল্লাহ্ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর পূর্ব পুরুষদের সংক্ষিপ্ত কীর্তি কাহিনী এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। এ কাহিনী পাঠে একজন সাধারণ পাঠকের কাছে এ কথা পরিস্কার হয়ে যাবে যে, নবীজীর



www.pathagar.com

(সঃ) বংশ ধারার উর্দ্ধতন পূরুষদের সকলেই আপন আপন সময়ে সমাজের প্রভাবশালী ও মানব দরদী বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই এমন সব গৌরব গাঁথা কীর্তিকলাপ রেখে গেছেন যা বর্তমান যুগে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও একজন লোকের পক্ষে অনুরূপ কীর্তি আঞ্জাম দেওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

## 'আদনান

'আদনান ছিলেন ক্বায়দার ইবন ইসমা'ঈল এর বংশধর। আবু জা'ফর ইবন হাবীব তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করোছেন যে, হযরত ইবন্ 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ 'আদনান, তদীয় পুত্র মা'আদ ও তদবংশীয় রবী'আহ, খুযায়মা ও আসাদ এর সকলেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনের অনুসারী তথা একেশ্বরবাদী ছিলেন। কাজেই তাঁদের কথা কল্যাণ ও প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করিও। যুবাইর ইবন বাক্কার বর্ণিত একটি হাদীছ যার বর্ণনা পরম্পরা অবিছিন্ন ভাবে নবী (সঃ) পর্যন্ত যুক্ত, তাতে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন : তোমরা মুদ্বারও রাবী'আ সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করোনা, কারণ তারা ইসলামের পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একই মর্মে বিশিষ্ট তাবি'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বর্ণিত আরো একটি বর্ণনা রয়েছে[১]।

## মা'আদ্দ

বর্ণিত আছে যে, ইনি অত্যন্ত বাহদুর ও সাহসী হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। সারা জীবন বনী ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধ করেই কাটিয়েছিলেন। তিনি নাকি জীবনে কোন দিন পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করেননি। তার কুনিয়্যাত (প্রসিদ্ধ নাম) ছিল আবু নিযার।[২]

আল্লামা তাবারীর একটি বর্ণনা মতে মা'আদ ইব্ন 'আদনান বেবিলনের অত্যাচারী শাসক বুখত নাছর (**Nebuchadnezar**) এর ফিলিস্তীন আক্রমন কালে বার বছর বয়সের কিশোর ছিলেন। ঐ সময়কার পয়গম্বর

---

(১) **ফতহুল বারী** ৭ম খন্ড : দ্রষ্টব্য।

(২) যুরক্বানী : ১ম খন্ড পৃ: দ্রষ্টব্য।



www.pathagar.com

আরমিয়াহ ইবন হালফিয়ার প্রতি নাকি এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল যে, তুমি বুখত নাছারকে এ কথা জানিয়ে দিও যে, আমি তাকে গোঠা আরবদের উপর বিজয় দান করলাম। এমতাবস্থায় তুমি মা'আদ ইবন 'আদনানকে বোরাকের পৃষ্ঠে উঠিয়ে নিও, যাতে করে সে মর্মাহত না হয়। কেননা আমি তার বংশধারা হতে একজন নবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যার মাধ্যমে গোঠা নুবুওয়াতের ধারা বন্ধ করতে যাচ্ছি।

ফলে হযরত আরমিয়াহ নবী নাকি মা'আদ্দ ইবন 'আদনানকে আপন বোরাকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ঠ করিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সেখানে গিয়ে মা'আদ্দ বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে লালিত পালিতহন।[৩] এ কারণেই আহ্‌লে কিতাবের তথা ইহুদী আলেমদের নিকট মা'আদ্দ ইবন 'আদনানের পরিচিতি সমধিক। আল্লামা ইবন সা'আদ্দ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **ত্বাবাক্বাতে** আবু য়া'ক্বুব তাদমুরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আরমিয়াহ নবীর কাতেব (একান্ত সচিব) কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত মা'আদ্দ ইবন 'আদনানের বংশনামা নাকি তাঁর (আবু য়া'ক্বুব তদমুরীর) নিকট সংরক্ষিত আছে।[৪]

## নিযার

নিযার শব্দটি শব্দমূল نزر হতে উৎকলিত। যার অর্থ হচ্ছে স্বল্প। (আরবীতে স্বলভাষীকে বলা হয় نزر الكلام বিশিষ্ট ভাষাবিদ আল ইছফাহানীর মতে 'নিযার' এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করার মূল কারণ ছিল এই, তিনি সে সময়ের বিচারে এমন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর সমকক্ষ বলতে কেউই ছিলনা।[৫] বিশিষ্ট ইতিহাস বেত্তা আল্লামা সুহায়লির মতে, নিযারের জন্মের পর তাঁর ললাট হতে নূরে মুহাম্মদীর বিচ্ছুরণ ঘটছিল। এ অবস্থা দৃষ্টে তাঁর পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সমাজের লোকদের জন্য একটি আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের আয়োজন করলেন। লোকজন উপস্থিত হলে তিনি ঘোষনা করলেন : (এ শিশুর মর্যাদার তুলনায় ইহা স্বল্প আয়োজন বটে) هذا نزر لحق هذا المولود তখন হতে ঐ শিশুটি ( نزار ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। **তারীখুল খামীস** নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি তার

---

(৩) **আল রউদ্ব আল উনুফ সুহায়লী:** ১ম খন্ড, পৃষ্টা ৮ দৃষ্টব্য।

(৪) **ত্বাবাকাত :** ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮। দ্রষ্টব্য।

(৫) দেখুন, **ফাতহুল বারী:** ৭ম খন্ড, পৃষ্টা : ১২৫।



www.pathagar.com

সময়কার লোকদের মধ্যে সবচাইতে সুদর্শন ও অধিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কারো কারো মতে 'নিযার' অর্থাৎ হালকা গড়ন বিশিষ্ট লোক। যেহেতু তিনি হালকা গড়নের দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন তাই তিনি 'নিযার' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ার নিকটবর্তী "যাতুল জায়শ" নামক স্থানে তার কবর রয়েছে।[৬]

## মুদ্বার

মুদ্বার এর প্রকৃত নাম ছিল 'আমর এবং ডাকনাম (কুনিয়াৎ) ছিল আবু ইলয়াস। মুদ্বার ছিল তাঁর উপাধী। আভিধানিক অর্থে বিচার করতে গেলে এ শব্দটি মূলত: ( ماضر ) এর অপভ্রংশ যার অর্থ হচ্ছে চুকা বস্তু তথা 'দই'। তার নাকি দই খুবই পছন্দ ছিল। যদ্দরূন তিনি 'মুদ্বার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সমাজের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র একজন অবিসম্বাদিত জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর কথিত হিকমাতের (প্রজ্ঞার) কথা যুগ যুগ ধরে আরবের বুকে লোক মুখে প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। এর একটি হচ্ছে নিম্নরূপ

من يزرع شرا يحصد ندامة وخير الخير أعجله فأحملوا أنفسكم على مكروهها وأحرموها عن هواها. فليس بين الصلاح والفساد إلا الصبر.

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি মন্দের বীজ বপন করে তাকে আপমানের ফল ভোগ করতেই হবে, আর সবচাইতে উত্তম কল্যাণ হচ্ছে তা যার প্রকাশ তাড়াতাড়ি ঘটে। তোমরা মহত্বের পথে কষ্ট ভোগ করার অভ্যাস কর এবং নিজেদেরকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে নিবৃত কর। বিকৃতি ও সুকৃতির মাঝখানে ধৈর্য ব্যতীত আর কিছুই নেই"।[৭]

ইনি নাকি মধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট লোক ছিলেন। আরবে বহুল প্রচলিত 'হুদী' তথা উট চালানোর গান তাঁরই সৃষ্টি।[৮] বর্ণিত আছে যে, তিনি উটের পৃষ্ঠে আরোহন করলে সমমাত্রা বিশিষ্ট মিত্রাক্ষরীয় সুর যোগে গুন গুন শব্দে গান

---

(৬) যুরক্বানী, প্রথম খন্ড, পৃষ্টা : ৭৯।

(৭) যুরক্বানী, ১ম খন্ড ; পৃষ্ঠা :৭৯।

(৮) আল রাউদ্ব আল উনুফ: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৮। আরবীতে একে 'হিদা' বলা হয়।



www.pathagar.com

ধরতেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও গানের তালে উট মাতোয়ারা হয়ে জোর গতিতে চলতে থাকতো। পরবর্তীতে অন্যরাও উট চালানোর জন্য "হুদী" গানের চর্চা আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তা এত জনপ্রিয় একটি রীতিতে পরিণত হল যা উটের কাফেলার একটি প্রতীকি রীতি হিসাবে স্বীকৃত হল।

ইবন সা'আদ তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ 'ত্বাবাক্বাতে' 'আব্দুল্লাহ ইবন খালিদ হতে একটি মুরসাল বর্ণনার উল্লেখ করেছেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন; তোমরা মুদ্বার সম্পর্কে অসতর্ক মন্তব্য করোনা। তিনি ইসলামের পথেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৯] ইবন হাবীব তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবন 'আব্বাস' হতে বর্ণনা করেছেন যে,'আদনান, তাঁর পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে মা'আদ, রাবী'আহ, মুদ্বার, ক্বায়স 'তামীম, আসাদ, ও দ্বাব্বা প্রমূখ ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের অনুসারী ও তাওহীদবাদী ছিলেন আর এ দ্বীনের উপরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[১০]

## ইলয়াস

ইনি বিশিষ্ট নবী হযরত ইলয়াস (আঃ) এর সমনামী ছিলেন। তাই বলে এ ধারণা পোষন করা ঠিক হবেনা যে, ইনিই সেই বিশিষ্ট নবী ছিলেন। কারণ হযরত ইসমা'ঈলের বংশধারায় নবীকুল শিরোমনী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ই ছিলেন একমাত্র নবী।

হজ্জ যাত্রীরা হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন কালে সঙ্গে করে জবাই করার উদ্দেশ্যে যে পশু নিয়ে যায় তার প্রথা সর্ব প্রথম ইলয়াস ইবন মুদ্বারের হাতেই প্রবর্তিত হয়। উনার এ কাজটি যে মহৎ দ্বীনি কাজ ছিল তার প্রমান হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, তা পবিত্র কোরআনের ভাষায় অনুমোদিত হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ) একে হজ্জের একটি অংশ হিসেবে বহাল রেখেছেন।

ইবন সা'আদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ইলয়াস ইবন মুদ্বার নাকি আপন পৃষ্ঠ দেশ হতে হজ্জের তালবিয়্যাহ (অর্থাৎ লাব্বায়কা আল্লাহুমামা লাব্বায়কা) উচ্চারিত হতে শুনতে পেতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সঃ) বলেছেন:

---

[৯] আল্লামা ইবন হাজার আসক্বালানী, বাবুল মনাক্বিব, এ এ বর্ণনাটির কথা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

[১০] **আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা:** ইবন মা'আদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ৩০।



www.pathagar.com

"তোমরা ইলয়াসকে মন্দ বলোনা, তিনি মুমিন ছিলেন"।[১১] বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা যুরক্বানী বলেন; আমি এ বর্ণনাটির মান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিনা।[১২]

## মুদরাকা

আলিমদের মতে তার প্রকৃত নাম ছিল 'আমর। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্বের মতে তাঁর নাম ছিল 'আমির।এ শব্দটি ইদরাক হতে গৃহীত। আরবীতে إدراك শব্দের অর্থ বোধশক্তি, প্রাপ্তি ইত্যাদি। যেহেতু তিনি সব ধরণের মান মর্যাদা ও সৌর্য বীর্যের অধিকারী ছিলেন তাই সমাজের লোকেরা তাঁকে এ উপাধী দিয়েছিলেন। (দেখুন ফতহুলবারী, ৭ম পৃষ্টা -১২৫)

## খুযায়মাহ

হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন যে, খূযায়মাহ মিল্লাতে ইব্রাহীমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি এ দ্বীনের উপরই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা তার পিতাও পিতামহের অনুরূপ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমির উপরই মৃত্যুবরণ করেন।[১৩]

## কিনানাহ

কিনানাহ একজন বড়ই জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের চর্চা দূর দূরান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। লোকেরা বহুদূরের পথ অতিক্রম করে তাঁর নিকট জ্ঞানের আলো লাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করত বলে জানা যায়।[১৪]

---

[১১] **ত্বাবক্বাতে ইবন সা'আদ:** ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩০।

[১২] এ প্রসঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, এ বর্ণনাটি নিশ্চিত ছহীহ মানের না হলেও আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তার প্রবর্তিত হাদী প্রথা ইসলামের অনুমোদন প্রাপ্তির দরূণ তার মুমিন হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত হয়। কোন কাফিরের প্রথা কুরআন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার কথা নয়।

[১৩] **যুরক্বানী** ; ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা -৭৯।

[১৪] প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৭৮।



www.pathagar.com

ইহা বিশেষ্যপদ نضارة হতে নিসৃত। এর অর্থ চমক, বা তরতাজা, শ্যামল। কথিত আছে যে, তিনি অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তার প্রকৃত নাম ছিল ক্বায়স। কিন্তু তার স্বর্ণাভ বর্ণ ও সুন্দর দেহ সৌষ্ঠবের কারণে লোকদের কাছে নদ্বর উপাধিতে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।[১৫]

## ফিহ্‌র

কারো কারো মতে তাঁর নাম ছিল ফিহ্‌র এবং উপাধি ছিল কুরাইশ আবার অন্য কারো মতে তাঁর নাম ছিল কুরাইশ এবং উপাধি ছিল ফিহর। সে যাই হোক, কুরাইশ বংশের লোকেরা তার পরিচয়েই কুরাইশ বংয়শীয় হিসেবে পরিচিত। নদ্বর ইবন কিনানা এর বংশধরদের যারা ফিহরের ঔরসের নন তাদেরকে কিনানী বলা হতো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। তবে হাফিজ আল 'ইরাক্বীর মতে ফিহরের উপাধি কুরাইশ হলেও সাধারণ ভাবে নদ্বর ইবন কিনানার বংশধরদের সবাইকে কুরাইশ নামে অভিহিত করা হতো। তার **আলফিয়ায়ে সীরাত** নামক গ্রন্থের নিম্নোক্ত পংক্তিটি প্রনিধান যোগ্য:

أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر

"অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এই, কুরাইশের নাম হচ্ছে ফিহর, তবে নাদ্বর বংশীয় সবাই এ নামে খ্যাত"। ইমাম শাফি'ঈ (রঃ) ও এ ব্যাপারে হাকেম ইরাক্বীর সাথে অভিন্ন মত পোষন করতেন বলে জানা যায়।

আবার কোন কোন হাদীস ও সীরাত বিশারদ উভয় বক্তব্যের মধ্যে এ ভাবে সামঞ্জস্য খুঁজেন যে, আসলে ফিহর ব্যতীত মালিক বিন নাদ্বরের আর কোন সন্তান ছিলনা, তাই ফিহর এর সন্তানরাই ছিলেন প্রকৃত পক্ষে নদ্বর বিন কিনানার একমাত্র বংশধর।

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৭৭।



www.pathagar.com

কুরাইশ এর পরিচয়ে গোঠা একটি বংশের পরিচিতি এ কথারই প্রমাণ যে, তিনি সে যুগের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বহুমূখী প্রতিভাধর এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর কুরাইশ নাম করণের কারণ ছিল নিম্নরূপ :

'কুরাইশ' একটি জলজ প্রাণীর নাম। যা অত্যন্ত শক্তিধর প্রাণী বলে পরিচিত। এ প্রাণীটি অন্যান্য সকল প্রাণীকে খেয়ে সাবড় করে দেয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। যেহেতু ফিহর অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কোন দিনই কারো হাতে পরাজিত হননি, তাই তিনি 'কুরাইশ' উপাধিতে পরিচিত হন। ইবন নাজ্জার তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একদা ইবন 'আব্বাস (রঃ) হযরত মু'আবিয়া (রঃ) এর নিকট গমন করেন, তখন তথায় 'আমর ইবনুল 'আছ উপস্থিত ছিলেন। 'আমর ইবনুল 'আছ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : কুরাইশদের বিশ্বাস যে, আপনিই কুরাইশ বংশীয় লোকদের মধ্যে সবচে' বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি। বলুন দেখি কুরাইশকে এ নামে অভিহিত করা হয় কেন? হযরত ইবন 'আব্বাস উপরি বর্ণিত কারণটি উল্লেখ করেন। তখন তিনি পূনরায় প্রশ্ন করেন, এ প্রসঙ্গে কোন কবিতা বলতে পারেন কি? ইবন 'আব্বাস বল্লেন: শামাররাখ ইবন 'আমর হিময়ারীর নিম্নোক্ত পংক্তি কটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য:

وقريش هى التي تسكن البحر  بها سميت قريش قريشا

অর্থাৎ: কুরাইশ হচেছ একটি জলজ প্রানী। কুরাইশ উপাধীতে ভূষিত একজন লোকের নামে সম্পৃক্ত করেই তার বংশের সবাইকে বলা হয় 'কুরাইশ'।

تأكل الغث والسمين ولا  تترك لذي الجنا حين ريشا

অর্থাৎ: এ প্রাণীটি ছোট বড় সকল প্রাণীকেই সাবাড় করে দেয় না এমন কি কোন পাখীকুলের পালক পর্যন্ত বাদ দেয় না।

هكذا فى البلاد حى قريش  يأكلون البلاد أكلا كميشا

অর্থাৎ: অনুরূপভাবে কুরাইশ বংশীয় লোকেরাও জনপদের পর জনপদ পরাভূত করে দেয়।



www.pathagar.com

ولهم فى آخر الزمان نبي  يكثر القتل فيهموا والخموشا

অর্থাৎ: এ বংশের মধ্য হতেই শেষ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে যিনি তাদের মধ্যে (যারা খোদাদ্রোহী তাদের বিরুদ্ধে) খুবই রক্তপাত করবেন এবং পরাভূত করে ছাড়বেন।[১৬]

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী কুরাইশ এর নামকরণ সম্পর্কে ১৫টি কারণ উল্লেখ করেছেন ।

## কা'আব

কা'আব ইবন লুওয়াই ছিলেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি শুক্রবারে একত্রিত হওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে লোকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত করে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতা দু পর্বে বিভক্ত থাকত। প্রথম পর্বে আল্লাহ্‌র প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির কথা ও কুদরাতের বিবরণ থাকত' আর দ্বিতীয় পর্বে থাকত প্রয়োজনীয় নছীহত ও দিক নির্দেশনা মূলক কথা। এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারেও বিশেষ উপদেশ দিতেন। তিনি এও বলতেন বলে জানা যায় যে, আমার বংশে একজন নবীর আগমন আসন্ন, তোমাদের যারা ঐ নবীর কাল প্রাপ্ত হবে তারা যেন সবাই তার অনুসরণ ও আনুগত্য করে। অতপর তিনি এ পংক্তিটি পড়তেন বলেও জানা যায়।

يا ليتني شاهد فحواء دعوته  إذا قريش تبغى الحق خذ لانا

অর্থাৎ: "হায়রে আমি যদি তার দাওয়াত দানের সময়কালে জীবিত থাকতাম যখন কুরাইশের লোকেরা তাকে সকল প্রকার সাহয্য সহযোগিতা প্রদান ত্যাগ করবে"। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ফাররা ও থা'লব বলেন : তৎপূর্বে শুক্রবারকে বলা হত "য়াওমুল 'আরোবাহ"। কা'আব ইবন লুওয়াই এর নামকরণ করেন য়াউমুল জুম'আহ। ইবন কথীর তাঁর গ্রন্থে ক'আব ইবন লুওয়াই এর খুতবার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৭]

---

[১৬] যুরক্বানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫/ও **ফতহুল বারী** মনাক্বিরে কুরাইশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[১৭] যুরক্বানী; ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪ এবং **আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়াহ** : ২য় খন্ড : পৃষ্ঠা ২৪৪।



www.pathagar.com

## মুররাহ্

এ শব্দটি বিশেষ্য পদ مرارة হতে নিসৃত। তার অর্থ তিক্ত। তথা এমন লোক যার সাথে মুকাবিলা করার চিন্তা করাই তিক্ত বটে। যেহেতু ইনি অত্যন্ত বাহদুর ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। আর শত্রুরা তাঁর সাথে মোকাবেলা করার দুঃসাহস দেখাতে পারতনা। তাই তাঁর উপাধি হিসাবে 'মুররা' শব্দটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।(১৮) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক এবং ত্বালহা ছিলেন মুররার বংশের।

## কিলাব

কিলাব আরবী শব্দ ( كلب ) এর বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে কুকুর। কথিত আছে যে, একদা আবুর রুক্বায়শ নামক একজন বেদুইন পন্ডিত থেকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা কুকুর, নেকড়ে বা সিংহ ইত্যাদি দ্বারা তোমাদের সন্তানদের নামকরণ কর কেন? অথচ নিজেদের ক্রীতদাসদের নাম রাখতে দেখা যায় ( مرزوق ) বা রিযিক প্রাপ্ত ( [illegible] ) বা লভ্য প্রাপ্ত ইত্যাদি সুন্দর অর্থবোধক নাম সমুহ দ্বারা। তিনি উত্তরে বলেনঃ আমরা তো আমাদের সন্তানদের নামকরণ করি শত্রুদের বিবেচনায়, (অর্থাৎ শত্রুরা তার প্রতি যে, দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করাটা আমাদের পছন্দ তার কথা বিবেচনা করেই, এবং দাসদের নামকরণ করা হয় নিজেদের বিবেচনায়। কারণ তাদেরকে নিজেদের সেবা ও প্রয়োজনে ব্যবহারের একটি উপকরণ হিসেবে যেমনটি অধিকতর পছন্দনীয় সেরূপই রাখা হয়। এইজন্য তাদের নামকরণ করা হয় মারযুক্ব বা রিযিক প্রাপ্ত 'রাবাহ্ বা লভ্য বাহী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ছেলেদের নাম যি'ব বা কিলাব রাখার উদ্দেশ্য শত্রুরা যেন তাদেরকে নেকড়ে কিংবা হিংস্র শিকারী কুকুরের মত ভয় করে সে জন্য।

কিলাবের প্রকৃত নাম ছিল হাকীম, অথবা 'উরওয়া অথবা মুহাযযাব। তিনি নাকি প্রচুর শিকারী কুকুর রাখতেন এবং এদের দিয়ে শিকার করানো ছিল তাঁর একটি বিশেষ সখ, তাই তিনি কিলাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিলাব এর বিশেষ অবদান হচ্ছে এই, চান্দ্রমাসের প্রচলিত আরবী নামগুলো তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।

---

(১৮) যুরক্বানী : ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা :৭৪।



www.pathagar.com

## কুছাই ইবন কিলাব

কুছাই এর প্রকৃত নাম ছিল যায়দ। তাঁর মায়ের নাম ফাতিমা বিন্ত সা'দ। তাঁর পিতা কিলাবের মৃত্যুকালে তিনি এক অপরিণত বয়সের শিশু ছিলেন। তাঁর মাকে পরবর্তীতে রাবী'আহ ইবন হাকাম নামক এক ব্যক্তি বিয়ে করেন। তখন কুছাই এর বয়স দু'বছর। রবীয়াহ মূলতঃ মক্কার অধিবাসী ছিলেন না। তিনি তার স্ত্রী ফাতিমাকে তার দু বছরের শিশু সন্তান সহ তার স্বদেশে তথা সিরিয়ার বনী উযরাহ গোত্রে স্থানান্তারিত করেন, এবং কুছাই সে গোত্রেই রাবী'আহর অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠেন। রাবী'আহ তাকে কুছাই নামে ডাকতো। কুছাই শব্দের অর্থ প্রিয়জন হতে বিচ্ছিন্ন। তিনি যৌবনে পদার্পন করলে তার স্বগোত্রে তথা মক্কায় ফিরে আসেন।[১৯]

## বৈবাহিক জীবন

তিনি যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন খুযা'আহ গোত্রের সর্দার হালীল ইবন হাবাশিয়াহ আল খুযা'ঈ মক্কার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এ সুবাদে কা'বা গৃহেরও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, নাম তার 'হুবা'। কুছাই তার সৌন্দর্য ও গুনে মুগ্ধ হয়ে তার পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেন। হালীল তার অন্তর দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, কুছাই এক অসাধারণ ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা সম্পন্ন সম্ভাবনাময় যুবক। তদুপরী তার বংশ মর্যাদার শ্রেষ্টত্বতো আছেই। তিনি সানন্দে রাজী হলেন এ প্রস্তাবে। এবং কুছাই এর সাথে বিয়ে দিলেন তার কন্যা হুবাকে।

হুবার গর্ভে কুছাই চার ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তান লাভ করেন। ছেলেরা হলেন যথাক্রমে 'আব্দ মনাফ, 'আব্দ আদ্‌দার, 'আবদুল উযযা ও 'আব্দুল কুছাই, এবং কন্যাদ্বয় হচ্ছেন তাখাম্মুর ও বুররা। যতই দিন যেতে লাগল কুছাইয়ের চিন্তাধারার যথার্থতা, বুদ্ধির প্রখরতা এবং দুরদর্শিতা দৃষ্টে হালীলের আস্থা তার প্রতি বেড়েই চলল। তিনি তাকে যেরূপ সম্ভাবনাময় হবার কথা চিন্তা করেছিলেন তা বাস্তবেও যথার্থ বলে প্রমানিত হল।

---

(১৯) মাসিক **নাহজুল ইসলাম** (আরবী) দামেস্ক : ৪র্থ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, যিল কাদাহ, ১৪০৩। ১৯৮৩। (মুহাম্মদ আলী আস্ সবরী রচিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা :৬২।



www.pathagar.com

হালীলের মৃত্যুকালে তিনি রীতিমত এ মর্মে ওছিয়্যত করে গেলেন যে, কুছাই যেন মক্কার নেতৃত্ব ও কা'বা গৃহের কর্তৃত্বে তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খুযা'আহ গোত্রীয় লোকেরা এ ওছিয়্যত মেনে নেয়ার জন্য কিছুতেই প্রস্তুত ছিলনা। কারণ সুস্পষ্ট। এর অর্থ ছিল মক্কার নেতৃত্ব ও কাবা গৃহের কর্তৃত্ব হতে তাদের চিরতরে বঞ্চিত হওয়া। যেহেতু এ পদে পূর্বেও কুছাইয়ের পূর্বপুরুষরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিণতি যা হবার তাই হলো। কুছাই ও খুযা'আহ গোত্রের মধ্যে শুরু হলো সমর প্রস্তুতি আর শেষ তক সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য উভয় পক্ষ 'য়া'মর ইবন 'আউফ' নামক এক নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বকে শালিশ নিযুক্তির বিষয়ে সম্মত হল। তিনি কুছাই এর পক্ষেই রায় দিলেন।

কিন্তু খুযা'আহ গোত্রের লোকেরা বাহ্যতঃ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও তারা ভেতরে ভেতরে সুযোগ খুঁজতে লাগল কিভাবে কুছাই এর নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়া যায়। গোঠা মক্কায় এক চরম অস্থিরতা বিরাজ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কুছাইকে এক তড়িৎ ও চরম সিদ্ধান্ত নিতে হল।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মক্কার মূল অঞ্চল হতে খুযা'আহ ও বকর গোত্রকে বহিস্কৃত করে মক্কার মূল বাসিন্দা তথা কুরাইশ গোত্রের যারা বিভিন্ন কারণে এতদিন মক্কার কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছেড়ে এদিক সেদিকে ছড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদেরক পুনরায় তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। তাদেরকে মক্কার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পূনর্বাসন করতঃ অবস্থান বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

যারা মক্কা উপত্যকায় বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন তাদেরকে অভিহিত করা হল 'কুরাইশ আল বাত্ত্বাহ' নামে।[২০] আর যারা মক্কা উপত্যকার আশ পশের উঁচুভূমিতে পূনর্বাসিত হলো তাদেরকে অভিহিত করা হল 'আল্ যাওয়াহের' নামে।

এর পর কুছাই নিজ হাতেই রাখলেন বায়তুল্লাহ্‌র পূর্ণ কর্তৃত্ব। এর মধ্যে পাঁচটি প্রধান দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত ছিল। যথা :

ক) **আলহিজাবাহ :** বা কা'বা গৃহের রক্ষণা বেক্ষণ।

খ) **আস সিক্বায়াহ :** বা হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ।

---

(২০) কুরাইশ আল বাত্ত্বাহ অর্থাৎ প্রস্তরময় উপত্যকায় বসবাসকারী। প্রাগুক্তঃ পৃষ্ঠা : ৬৪।



www.pathagar.com

গ) **আল রিফাদাহ :** বা হাজীদের মেহমানদারী।

ঘ) **আল নাদওয়াহ :** বা পরামর্শ সভার ব্যবস্থাকরণ।

ঙ) **আল লিওয়া :** বা যুদ্ধের সময় সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব দান ।

এভাবেই তিনি পাঁচটি সম্মানজনক দায়িত্বের অধিকরী হন, যার প্রত্যেকটি ছিল এক একটি গৌরবের বস্তু[২১] এবং তিনি মক্কার অবিসংবাদিত নেতা ও সর্বভৌম কর্তা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। এ ভাবে দীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল পরে কুরাইশদের হারানো মর্যাদাকে তিনি পূর্নবহালের একক গৌরবের অধিকারী হয়ে তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যমনি হিসেবে বিবেচিত হন। হাজার বছরের ইতিহাসে কুছাই ব্যতীত আর কারো হাতে এ পাঁচটি দায়িত্ব একত্রিত হয়নি।

কুরাইশদের হাত থেকে কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব কিভাবে খুযা'আহ গোত্রের হাতে চলে গিয়েছিল তার একটি ইতিহাস আছে। বর্ণিত আছে যে, কুরাইশগন কর্তৃক এক সময়ে ইয়াদ নামক একটি গোত্রকে তাদের যৌনাচারের দায়ে হারামের সীমানা থেকে বহিস্কৃত করে দেয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ ইয়াদ গোত্রের লোকেরা, 'হাজারে আসওয়াদটি চুরি করে নিয়ে যায় এবং মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরের কোন স্থানে পুতিয়ে রাখে। এ ঘটনাটি খুযা'আহ গোত্রের এক মহিলা দেখতে পেলে সে তার গোত্রের লোকজনকে তা অবহিত করে। তখন খুযা'আহ গোত্র কা'বা গৃহের কৃষ্ণ পাথরটির সন্ধান দানের বিনিময়ে কুরাইশ গোত্রের কাছে কাবা গৃহের চাবি তথা এর পাহারাদারীর দায়িত্ব অর্পনের শর্ত আরোপ করে। কুরাইশরা অনন্যোপায় হয়ে তাদের হাতে কা'বা গৃহের চাবি তুলে দেন। এভাবে হাজরে আসওয়াদ পুনস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে তা তাদেরই আয়ত্বে রয়ে যায়।[২২]

কুছাই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব নিজ হাতে নেয়ার পর তা সুচারু রূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার সুযোগ্য পরিচালনায় হাজীরা প্রয়োজনীয় সব রকম সুবিধাদি ভোগ করতে থাকেন। উপরন্তু আশ

---

[২১] বর্তমান যুগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব সমূহের সাথে তুলনা করলে এর প্রত্যেকটিকে এক একটি মন্ত্রনালয় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

[২২] **তারীখ আল ত্বাবারী,** প্রথম খন্ড, মকতাবাতু খাইয়াত, বায়রুত, পৃ: ১০৯০।



www.pathagar.com

পাশের অঞ্চল সমূহে তিনি বিভিন্ন প্রতিনিধি দল প্রেরণ পূর্বক লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় হজ্জ গমনে উৎসাহিত করারও ব্যবস্থা নেন।

## হাজীরা আল্লাহর মেহমান, সুতরাং তারাই হচ্ছেন মেহমানের শ্রেষ্ঠ

তিনি নেতৃত্ব ও কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব পাওয়ার পর যখন হজ্জের মৌসুম ঘনিয়ে এল তখন তিনি সকল কুরাইশ বংশীয় লোকদের নিয়ে এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন :

"হে কুরাইশ গোত্রীয় লোকেরা" তোমরা আল্লাহ্র ঘরের প্রতিবেশী এবং হারামের অধিবাসী আর হাজী সাহেবান হচ্ছে আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে আগত তীর্থযাত্রী। অতএব তারা আল্লাহ্রই মেহমান। আর সবচেয়ে বেশী আতিথেয়তা পাওয়ার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্র মেহমানরাই। কাজেই তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা যেন এ বছর তাদের মেহমানদারীর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ কর। তাদের জন্য পানীয় ও আহার্যের বন্দোবস্ত কর, ওরা যতদিন এখানে অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত এ দায়িত্ব তোমাদেরই।[২৩]

কুছাই এর এ আহ্বানে সমবেত জনতা সমস্বরে সাড়া দিয়ে সাধ্যমত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনিতেই মেহমানদের আতিথেয়তা আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তদুপরী আল্লাহ্র মেহমানদের আতিথেয়তার আহ্বান তারা কি করে প্রত্যাখ্যান করবে? বিশেষ করে তাদের এমন নেতার পক্ষ থেকে এ আহবানটি এসেছে যিনি তাদের হারানো মর্যাদাকে পূনরুদ্ধার করেছেন। কুরাইশ গোত্র সে বছর হাজীদেরকে চুড়ান্ত আতিথেয়তার এমন নজীর স্থাপন করলেন যা কুরাইশ গোত্রকে সমগ্র অঞ্চলে আকাশচুম্বী মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

কুছাইয়ের মহৎ কর্ম সমূহের অন্যতম অবদান ছিল একটি আনুষ্ঠানিক দারুন নাদওয়ার প্রতিষ্ঠা। তিনিই ছিলেন এর রূপকার। ইতিপূর্বে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত নেয়ার প্রয়োজন হলে জনগন কোন জায়গায় একত্রিত হয়ে সে বিষয়ে পরাামর্শ করত। কিন্তু কুছাই এ কাজের জন্য তৈরী করলেন

[২৩] আবু হিলাল আল আসকারী, **আল আওয়াইল**, প্রথম খন্ড, দামেস্ক, ১৯৭৫ ও **আল তারাবী**; ১ম খন্ড, ২য় অংশ পৃ: ১০৯৭।



www.pathagar.com

একটি বিশেষ ঘর। এর দরজা ছিল কা'বা গৃহের মুখোমুখী। এ ঘরটি সাধারণত: ক্লাবঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখানে বসে লোকেরা নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও গল্প গুজবে আড্ডা দিত। তবে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সমুপস্থিত হলে নেতৃস্থানীয় লোকেরা এতে একত্রিত হয়ে সে বিষয়ের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতো। এ দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে একে বর্তমান কালের জাতীয় পরিষদ ভবন (**Parliament**) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কুছাই কর্তৃক কুরাইশ বংশীয় সকল গোত্রকে মক্কার বুকে একত্রিত করার এ মহৎ কর্মের প্রশংসা করে জনৈক কবির রচিত একটি কবিতার একটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হল:

أبوكم قصي كان يدعى مجمعا  به جمع الله القبائل من فهر

অর্থাৎ : তোমাদের পিতা কুছাই যিনি মুজাম্মি' উপাধী প্রাপ্ত হন,তার বদৌলতে আল্লাহ্ কুরাইশ বংশীয় সকল গোত্রকে একত্রিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক গবেষকের নিম্নোক্ত মন্তব্যও প্রনিধান যোগ্য:

"মক্কার ইতিহাসে বিশেষ যুগান্তকরী ঘটনা ছিল এই যে, কুছাই ইবন কিলাবের নেতৃত্বে কুরাইশ বংশীয় লোকেরা মক্কার কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করেন, এবং তিনি মক্কার রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পূন: প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সুযোগ্য ছেলে হাশিম ইবন কুছাইয়ের প্রচেষ্টায় মক্কার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা সিরিয়া, ইরাক ও নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয়"।[২৫]

আল-জাহিয তার সুপ্রসিদ্ধ **'আল বয়ান ওয়া'ল তাবয়ীন'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুছাই ছিলেন একজন দার্শনিক। তিনি বলেন:

[২৫] দেখুন **আল তারবিয়্যাহ আল ক্বাউমিয়্যাহ আল ইশতিরাকিয়্যাহ**, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২।



www.pathagar.com

"প্রাচীন যুগের লোকদের মধ্যে যারা সৌর্য বীর্য, নেতৃত্ব, বাগ্মিতা ও দর্শনের অধিকারী ছিলেন কুছাই হচ্ছেন তাদেরই অন্যতম"।[২৬] তাঁর দর্শনের সামান্য কিছুই ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে মাত্র। তবে তার দিকে দৃষ্টি দিলে একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের এক প্রজ্ঞাবান লোক। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের একটি উদ্ধৃতি নীচে প্রদত্ত হলোঃ

"হীনতা হচ্ছে একটি ঘৃনিত চরিত্র আর হীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে, এ চরিত্রকে পোষাকের মত পরিধান করে থাকে। তা বিভিন্ন রকমের সামাজিক ও মানসিক ত্রুটির জন্ম দেয়"। তিনি যে, শুধু হীন চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরে ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, বরং এ রোগের চিকিৎসা কি হওয়া উচিৎ তারও একটি উত্তম ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। যাতে করে সমাজের লোকেরা একদিকে তার পরিচয় পায় ও তার বিষয়ে সর্তক থাকে অন্য দিকে সে নিজেও এ রোগ হতে মুক্তি পেতে পারে।

তাঁর মতে হীন চরিত্রের লোকের সাথে সকল প্রকার সংশ্রব ও মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া উচিৎ, তার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিও যেন প্রদর্শন না করা হয়, ফলে সে কালে নিজের ত্রুটির কথা উপলব্ধি করে নিজের ত্রুটি শুদ্ধ করার চেষ্টা করবে।

তিনি মনে করতেন, যারা হীন চরিত্রের লোকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে তারাও এদের হীনতার অংশীদার। কেননা তাদেরকে সম্মান দেখানো ও তাদের সাথে অনুনয় প্রদর্শন তাদের ঘৃন্য চরিত্রকে উৎসাহিত করারই নামান্তর। তাই তিনি বলতেন:

"যে হীন চরিত্রের লোককে সম্মান দেখাবে সে হীনতায় তার শরীকদার তুল্য"।[২৭]

তার দর্শনপূর্ণ উক্তির আরেকটি হচ্ছে :

"যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজকে ভাল জ্ঞান করে সে উক্ত মন্দের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়"[২৮]

---

[২৬] দেখুন, ২য় খন্ড, দারুল ফিকর, বায়রুত, ১৯৬৮ পৃ: ৮।

[২৭] তার উক্তিটি হচ্ছে : من أكرم لئيما شاركه فى لؤمه



www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তির চেষ্টা করবে' বঞ্চনাই তার প্রাপ্য"।[২৯]

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্মানজনক মর্যাদার আসন লাভের আকাংখা পোষণ করে অথচ তার মধ্যে ঐ মর্যাদার আসনে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা, ধৈর্য, সৎসাহস, ও মনোবলের দৃঢ়তা নেই তা হলে ব্যর্থতা ছাড়া সে আর কিছুরই সম্মুখীন হবেনা।

কুছাইয়ের দার্শনিকতা পূর্ণ উক্তি সমূহের আরেকটি হচ্ছে :

"আত্ম মর্যাদা যাকে শুদ্ধ ও যোগ্য করবেনা অসম্মানই তাকে শুদ্ধ করে ছাড়বে।[৩০]

ঈর্ষা পরায়ণতা সম্পর্কে কুছাইয়ের দার্শনিকতা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তি গোপন শত্রু"[৩১]

উস্তাদ মুহাম্মদ বিদা কুছাইয়ের দার্শনিকতা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "যদি আমরা কারো উক্তির আলোকে তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারি তা হলে কুছাই সম্পর্কে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তিনি হীনতা ও মন্দ চরিত্রকে চরমভাবে অপছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সাহসী লোক এবং গর্ব ও ঈর্ষাকে অপছন্দ কারী ব্যক্তি"[৩২]

## কুছাই এর কাব্য প্রতিভা ঃ

কুছাই যে শুধু একজন অসম সাহসী নেতা ও দার্শনিক ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, বরং তিনি একজন কবিও ছিলেন বটে। যদিও তাঁর রচিত কাব্যের সবটুকু কালের আবর্তে ইতিহাসের সংরক্ষিত অধ্যায় হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর কিছু কিছু কবিতার পংক্তি প্রবাদ হিসেবে লোকমুখে

---

(২৮) তার মূল উক্তিটি এরূপ : من استحسن قبحا ترك إلى قبحه

(২৯) তার মূল উক্তিটি এরূপ : من طلب فوق قدره استحق الحرمان

(৩০) তার মূল উক্তিটি এরূপ : من لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان

(৩১) তার মূল উক্তিটি এরূপ : الحسود هو العدو الخفى

(৩২) দেখুন, **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ**, মিশর ১৯২৯ ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৮।



www.pathagar.com

যুগযুগ ধরে প্রচলিত ছিল। এর কয়েকটি পংক্তি উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

آنا ابن العاصمين بني لؤى  بمكة منزلى وبها ربيت

إلى البطحاء قد علمت معدا  ومروتها رضيت بها رضيت

অর্থাৎ: "আমি রক্ষা কারীদের সন্তান[৩৩] লুওয়াই এর বংশধর[৩৪] মক্কাতেই আমার নিবাস এবং তাতে আমি লালিত পালিত হই, যা বত্বহা উপত্যকা রূপে অভিহিত। মা'আদ[৩৫] এবং তাদের আতিথেয়তা তো তোমাদের কাছে অপরিচিত নয় এদের গৌরবময় কীর্তিতে আমি প্রচন্ডভাবে আনন্দিত ও গর্বিত। ক্বায়যারের সন্তান[৩৬] হিসেবে যদি তুমি তাদের এ মহান কীর্তিকে অনুসরণ করে ধারণ করতে না পারলে, তা হলে গালিব[৩৭] এর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

**মৃত্যুকালে সন্তানদের প্রতি তাঁর ওছিয়্যাত ঃ**

কুছাই দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। জীবনের শেষতক নেতৃত্বের চাবি কাঠি তার হাতেই ছিল। কেননা তিনি ছিলেন গোঠা মক্কা বাসী এবং কুরাইশ বংশীয় সকলের দৃষ্টিতে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অন্য কোন বিকল্পের কথা কেউ চিন্তাই করেনি।

তাঁর চার সন্তানের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন আব্দ-আদদার। কিন্তু নেতৃত্বের গুনাবলীর দিক দিয়ে এবং জনপ্রিয়তার বিচারে 'আব্দ মনাফ ছিলেন সকলের উর্দ্ধে। স্বাভাবিক ভাবে কুছাইয়ের ইচ্ছা ছিল তিনি 'আব্দ মুনাফের হাতেই তার নেতৃত্বের এ দায়িত্ব অর্পন করে যাবেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কয়েকটি দিক বিবেচনা করেই তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আব্দ-আদদারের পক্ষেই উত্তরাধিকারের ওছিয়্যত করে যান। তবে 'আব্দ-আদদার বেশীদিন এ নেতৃত্ব

---

(৩৩) তিনি একথা বুঝিয়েছেন যে, তার পূর্বপুরুষরা যুগ যুগ ধরে বিপদগ্রস্থ শত্রুর কবলে নিপতিত ও আক্রান্তদের আশ্রয় দান ও সাহায্য করে এসেছেন।

(৩৪) লুওয়াই কুরাইশ বংশের উর্ধতন পুরুষ।

(৩৫) তার অন্যতম উর্ধতন পুরুষ।

(৩৬) অর্থাৎ হযরত ইসমাঈলের সন্তানরা।

(৩৭) কুরাইশ বংশের অন্যতম উর্ধতন পুরুষ।



www.pathagar.com

ধরে রাখতে পারেনি। কিছুদিন যেতে না যেতেই 'আব্দ মানাফ এর হাতে এ নেতৃত্ব চলে আসে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও গগনচুম্বী গুনাবলীর কারণে।

কথিত আছে যে, মৃত্যুকালে কুছাই তার সন্তানদেরকে একত্রিত করে নিম্নোক্ত ওছিয়্যত করেছিলেন:

اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان

অর্থাৎ : তোমরা মদ্যপান হতে বিরত থাকবে, কেননা তা শরীরকে সুস্থতা দান করে বটে, কিন্তু চিন্তাকে করে বিকৃত।[৩৮]

কুছাইয়ের জীবদ্দশায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় এককভাবে তাঁর হাতে থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর এগুলো কুরাইশ বংশের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

*(ক) হিজাবাহ:* বা কা'বা গৃহের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বনু 'আব্দ আদদারের স্কন্ধে। নবী (সঃ) এর আমলে তাদের পক্ষে উথমান ইবন ত্বালহা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সঃ) 'উথমান ইবন ত্বালহার নিকট থেকে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে কা'বা গৃহের দরজা খুলেছিলেন। 'উথমান ইবন ত্বালহা স্বাভাবিক কারণেই ধরে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু দীর্ঘদিন নবীজীর সাথে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক চলতে থাকার পর বিজয়ের মাধ্যমে মক্কার কর্তৃত্ব নবীজীর হতে এসেছে তাই এখন থেকে 'হিজাবাহ' এর দায়িত্বও নবীজীর অনুগত অনুসারীদের মধ্য হতে অন্য কাউকে অর্পন করবেন। কিন্তু দয়াল নবী রাহমাতুল লিল আলমীন একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। তিনি কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে নামায আদায় ও প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার পর ঐ চাবি শুধু যে, 'উথমান ইবন ত্বালহার হাতে ফিরিয়ে দিলেন তা নয়, বরং এ অধিকার বংশ পরম্পরায় সে গোত্রের জন্য স্থায়ী করে দিয়ে ঘোষণা করলেন: "এ চাবি রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের পরিবারের হাতেই থাকবে"। চিন্তা করে দেখুন এর চাইতে পরম মহানুভবতা আর কি হতে পারে? অথচ কুছাই এর অধ:স্তন পুরুষ হিসেবে এবং বিজয়ের মাধ্যমে মক্কার কর্তৃত্ব ফিরিয়ে পাওয়ার দরূণ এর অধিকার দাবী করলে নবীজীর পক্ষে তা যর্থাথই ছিল।

---

[৩৮] যায়নী দাহলান, **আল সীরাহ আল নাবাভিয়্যাহ**, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৮।



www.pathagar.com

*(খ) সিক্বায়াহ:* বা হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ। এ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে ছিলেন ক্বুছাই এর অন্যতম পুত্র 'আব্দ মনাফের বংশধর বনু হাশিমের হাতে। উল্লেখ্য যে, নবীজী নিজেও বনু হাশিমের অর্ন্তভুক্ত। নবী (সঃ) এর সময়ে বনু হাশিমের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করতেন হযরত 'আব্বাস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)।

*(গ) রিফাদাহ:* তথা হাজীদের মেহ্মানদারী বা দু:স্থ হাজীদের সেবা যত্ন এবং তাদেরকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত এ মন্ত্রনালয়ে নিযুক্ত ছিলেন বনু নওফেল। নবী করীম (সঃ) এর সময়ে বনু নওফেলের পক্ষে ওয়ারিস ইবন 'আমির (রাঃ) এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

*(ঘ) নাদওয়াহ:* বা পরামর্শ সভার স্পীকারের দায়িত্ব। ক্বুছাইয়ের পর এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন বনু আসাদ। নবীজীর সময়ে তাদের পক্ষ থেকে য়াযীদ ইবন যাম'আহ এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হিজরাতের পর মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের কারণে ইসলামী যুগে এর আর কোন গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকেনি। বিশেষ ভাবে নবীজীর হিজরাতের প্রাক্কালে দারুন নাদওয়াতে বনু হাশিম ব্যতীত অন্যান্য সকল গোত্র একত্রিত হয়ে নবীজীকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল তার কারণেও এর মর্যাদা চরম ভাবে ভুলুন্ঠিত হয়ে পড়ে।

*(ঙ) আল লিওয়া:* তথা যুদ্ধের সময় সেনা বাহিনীর পতাকা ধারণ। ক্বুছাইয়ের পরবর্তী সময়ে এ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বনু উমাইয়্যাহ। লিওয়ার অপর নাম ছিল উক্বাব। নবীজীর জীবদ্দশায় বনু উমাইয়্যাহর পক্ষে আবু সুফয়ান ইবন হারব এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অবশ্য ইসলামী যুগে এর আর কোন গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ বিভিন্ন যুদ্ধে যাকে সেনাপতি নিয়োজিত করা হতো তিনি নিজে অথবা তার নির্বাচিত কোন প্রতিনিধিই এ দায়িত্ব পালন করতেন।

ক্বুছাইয়ের পরবর্তীকালে উপরিউক্ত পাঁচটি মন্ত্রনালয় ছাড়াও আরো কিছু মন্ত্রনালয় সৃষ্টি করা হয় এবং এ গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

*(চ) 'ইমারাহ :* তথা নির্মান কাজ। এ মন্ত্রনালয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত ও সম্প্রসারণ। এ দায়িত্ব বনু হাশিমের উপরই



www.pathagar.com

ন্যস্ত ছিল। হযরত 'আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর জীবদ্দশায় এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

*(ছ) সিফারাহ :* তথা দৌত্যকর্ম। এ মন্ত্রনালয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল কোন গুরুতপূর্ণ বিষয়ে বাইরের কোন গোত্র কিংবা সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন ও প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান। এ দায়িত্ব বনু 'আদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। তাদের পক্ষে হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব এ দায়িত্ব পালন করতেন।

*(জ) ক্বুব্বাহ:* যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গম্বুজ বা 'উচু খুঁটিযুক্ত তাঁর। এ মন্ত্রনালয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারীদের জন্য তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করণ। এ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে ছিল বনু মখযূম এবং তাদের পক্ষে সর্বশেষ এ দায়িত্ব পালন করেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।

*(ঝ) আ'ইন্নাহ:* ইহা আরবী 'ইনান শব্দের বহুবচন। 'ইনান অর্থাৎ লাগাম বা জ্বিন। এমন্ত্রনালয়ের প্রধানতম দায়িত্ব ছিল যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে অংশগ্রহনকারী ঘোড়াগুলোকে লাগাম সাজ্জিত করা। ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থা করণের দায়িত্বও এ মন্ত্রনালয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিল বনু মখম এবং তাদের পক্ষে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এ দায়িত্ব পালন করতেন।

*(ঞ) আশনাক্ব:* ইহা আরবী শনক্ব শব্দের বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে রক্তপণ। যেহেতু আরবের বুকে জাহেলী যুগে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল একটি নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাই সন্ধি-চুক্তি ও অন্যান্য কারণে যুদ্ধে নিহতদেরর ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল বানু তামীম। এদের পক্ষে হযরত আবু বকর (রাঃ) এ দায়িত্ব পালন করতেন। যেহেতু এ দায়িত্বটি জনসাধারণের সম্মিলিত অংশ গ্রহন ও চাঁদা সংগ্রহের সাথে জড়িত ছিল তাই এ দায়িত্বটি কোন বিশেষ গোত্রের উপর অর্পন করার পরিবর্তে এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন লোকের উপর অর্পণ করার প্রয়োজন ছিল যার সমধিক গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। তাই হযরত আবু বকরকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।



www.pathagar.com

## 'আব্দ মনাফ

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ) বর্ণনা করেছেন যে, 'আব্দ মনাফের আসল নাম ছিল মুগ্বীরা। কুছাইয়ের সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচে সাহসী, নেতৃত্বের সকল গুনাবলীতে ভূষিত। তিনি এত সুদর্শন ছিলেন যে তিনি ক্বামরুল বত্বহা বা উপত্যকার চাঁদ উপাধীতে পরিচিত ছিলেন। মেহমানদারী ও দানশীলতায় এত সুবিদিত ছিলেন যে, সকলের কাছে তিনি ফায়্যায নামে অভিহিত ছিলেন।

'আব্দ মনাফ নিজে একজন অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন এবং অন্যদেরকেও সততা ও খোদাভীরুতার উপদেশ দিতেন বলে জানা যায়। আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যপারে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। মুসা ইবন 'উক্ববা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আব্দ মনাফের নিম্নোক্ত উক্তিটি পাথরে খোদাই করা অবস্থায় কোন স্থান হতে আবিস্কৃত হয়েছিলঃ

أنا المغيرة بن قصى  آمر بتقوى الله وصلة الرحم

অর্থাৎ : "আমি কুছাই পুত্র মুগ্বীরা ; আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উপদেশ দিয়ে থাকি"।[৩৯]

## হাশিম ইবন 'আব্দ মনাফঃ

ইনি হচ্ছেন হাশিম ইান 'আব্দ মানাফ ইবন কুছাই ইবন কিলাব। তাঁর মায়ের নাম ছিল 'আতিকা আল কুবরা বিন্‌ত মুররা ইবন হিলাল। ইনি মুদ্বার গোত্রীয় মহিলা ছিলেন। হাশিম এর প্রকৃত নাম ছিল 'আমর'। ইনি তার পিতামহ কুছাইয়ের জীবদ্দশায় মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। হাশিম ছিল তাঁর উপাধী। হাশিম শব্দটি আরবী 'হাশাম' হতে নিসৃত। হাশম অর্থাৎ রুটীকে টুকরা টুকরা করা। কথিত আছে যে, তিনিই ছিলেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি কোন এক দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রচুর পরিমানে রুটি তৈরীর ব্যবস্থা করেন এবং তা টুকরা টুকরা করে গোস্তের ঝোল মিশ্রিত করে ক্ষুদার্থ জনতার জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করেন। তখন থেকে জনগনের কাছে তিনি হাশিম বা 'হাশম' ক্রিয়ার

[৩৯] দেখুন, যুরক্বানী, : ১ম খন্ড, পৃ: ৭৩।



www.pathagar.com

উদ্ভাবক নামে অধিকতর পরিচিত হয়ে পড়েন। বর্তমানে এ জাতীয় খাবার আরব দেশে 'থারীদ' হিশেবে আখ্যায়িত, এবং অদ্যবদি একটি জনপ্রিয় খাবার হিসেবে গন্য। তাঁর পিতা 'আবদ মনাফ এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর নজীর বিহীন আতিথেয়তার গুনের জন্য 'ফায়্যায' উপাধীতে ভূষিত হয়েছিলেন।

কুছাই এ বিষয়ে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, 'আবদ মানাফ তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ না হলেও তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাহিসকতা ও নেতৃত্বের সকল গুনাবলীর দিক দিয়ে যোগ্যতম সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি বিশেষ কারণে তার জ্যেষ্ঠ ছেলে 'আব্দ আদ দারকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কারণটি ছিল এই, 'আব্দ মনাফের ঔরসে তার পিতা কুছাই এর জীবদ্দশাতেই দুই জমজ সন্তান জন্মলাভ করে। এ দুজন ছিল হাশিম ও 'আব্দ শামস। অনেক কষ্টের মাধ্যমে সন্তান দুটি ভূমিষ্ঠ হলে দেখা যায় যে, হাশিমের পা 'আব্দ শামসের কপালের সাথে এমন ভাবে সংযুক্ত যে, বিচ্ছিন্ন করা দু:সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এ অবস্থা দৃষ্টে পিতা 'আব্দ মনাফ ও পিতামহ কুছাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এঁরা এক মশহুর গনকের স্মরণাপন্ন হলেন এর বিশেষ কোন হেতু আছে কিনা তা জানার আগ্রহে। এ অভিজ্ঞ গনকটি তাদের অবস্থা যাচাই করার জন্য ছুটে এলেন এবং এদের অবস্থা দেখে মন্তব্য করলেন : দেখা যাচ্ছে যে, এদেরকে অস্ত্রোপচার ছাড়া বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আর অস্ত্রোপচার করতে গেলে শিশু ('আব্দ শমস) এর কপাল হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটবে। দেখা গেল যে, ঠিকই অস্তোপচারে তার কপাল হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলো এবং অন্যজন (হাশিম) এর পাও রক্তস্নাত হলো। তখন গনক অবস্থা দৃষ্টে মন্তব্য করল: আল্লাহ্ শপথ এ দুয়ের বংশধরদের মধ্যে বিবাদ ও রক্তপাত অনুষ্ঠিত হবে। গনকের এ মন্তব্য শুনে কুছাই মনে করলেন : 'আব্দ মনাফকে তার উত্তরাধিকারী না করে 'আব্দ আদ দারকে উত্তরাধিকারী করাই হবে সম্ভাব্য রক্তপাত এড়ানোর একটি উপায়। কেননা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতাই হলো রক্তপাতের একটি প্রধান কারণ।

শেষতক পিতার ইচ্ছাই কার্যকর হলো। 'আব্দ মনাফের স্থলে 'আব্দ আদ দারকে কুছাই এর স্থলাভিষিক্ত করা হল। লোকেরা লক্ষ্য করলেন যে আব্দ আদ'দারের আমলে এমন কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহন করতে পারেননি, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তাই 'আব্দ আদ দারের মৃত্যুর পর কুছাই



www.pathagar.com

বংশীয় লোকেরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'আব্দ মনাফের সন্তানেরা অধিকতর নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন ও যোগ্যতর। এবং বিশেষ করে 'আব্দ মানাফের
সন্তানদের মধ্য হতে হাশিম এ সব গুনাবলীতে অগ্রণী।

ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে যে, নেতৃত্বের গুনাবলীর দিক দিয়ে হাশিম তদীয় পিতামহ কুছাইয়ের চাইতেও অগ্রণী ছিলেন। বলা বাহুল্য কুরাইশদের এ সিদ্ধান্তে 'আব্দ আদ দারের সন্তানেরা কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কেননা কুছাই নিজে 'আব্দ মনাফের পরিবর্তে 'আবদ আদ দারের হাতেই তার নেতৃত্বের চাবিকাঠি অর্পণ করে গেলেন সেখানে 'আব্দ মনাফের সন্তানদের হাতে এভাবে তা অর্পিত হবে, তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায়না।

বনু 'আব্দ আদ দার তাদের পক্ষে কুরাইশ বংশীয় কিছু লোকের সমর্থন লাভ করে। বনু 'আব্দ মানাফ এর বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সমরের প্রস্তুতি গ্রহন করতে লাগল। এভাবে কুরাইশ বংশীয় লোকজন দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সারা মক্কায় বিরাজ করতে লাগল এক ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থা। যে কোন সময় তা বিস্ফোরিত হতে পারে।

বনু 'আব্দ মনাফ মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে বসবাসকারী চারটি গোত্রের সমর্থন লাভে সক্ষম হল। তারা হলেন যথাক্রমে বনু আসাদ ইবন 'আব্দুল 'উযযা ইবন কুছাই, বনু যুহরা ইবন কিলাব, বনু তায়ম ইবন মুররা ও বনু'ল হারিছ ইবন ফিহির।

'বনু' আব্দ আদদার সমর্থন লাভ করল বনু মখযূম, বনু সাহাল, ও বনু 'আদি ইবন কা'আব এর।

**রক্ত মাখা শপথ ও আতর মাখা শপথঃ**

বনু 'আব্দ আদ দার তাদের সমর্থকদেরকে একত্রিত করে একটি রক্ত ভর্তি পাত্র সম্মুখে নিয়ে এ মর্মে রক্তপণ করল যে, এরা শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে হলেও পরস্পরের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে এবং তাদের পিতৃকুলের অধিকার তথা নেতৃত্বকে রক্ষা করার জন্য সবকিছুই করে যাবে।



www.pathagar.com

অপর দিকে 'আব্দ মনাফের সন্তানেরা তাদের সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র চত্তরে একত্রিত হলেন এবং একটি পাত্র ভর্তি আতর নিয়ে তাতে হাত চুবিয়ে সারা গায়ে তা সকলে মাখলেন এবং কা'বা গৃহের দেয়াল স্পর্শ করে এ মর্মে শপথ নিলেন যে, তারা যে কোন পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। এরা 'আল মুতাইয়িবুন' বা আতর মাখা দল বলে পরিচিতি লাভ করল। আর প্রথম দলের নাম হলো 'লা'আকুত দাম' বা রক্ত লেহন কারী দল হিসেবে।

একই বংশের দুটি পরস্পর বিরোধী গোত্রের মধ্যে এহেন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে দেখে কুরাইশ বংশীয় কিছু সচেতন ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সংকিত ব্যক্তি বর্গ সন্ধির পতাকা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এরা প্রস্তাব দিলেন যে, যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং পারস্পরিক বুঝা পড়ার মাধ্যমেই যেন এ সমস্যার সমাধান করা-হয়।

অবশেষে এদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনল। দুই যুদ্ধংদেহী দল নেতৃত্ব ও বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের ভাগাভাগির নীতিতে এক চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হল। এ চুক্তির আলোকে উভয় পক্ষ সম্মত হলেন যে :

১। ***আল 'সিক্বিয়াহ'*** তথা হাজীদের পানি পান করানো ও ***আল 'রিফাদাহ'*** তথা তাদের মেহমানদারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন বনু 'আব্দ মানাফ।

২। ***'আল-হিজাবাহ'*** তথা কা'বা গৃহের রক্ষনাবেক্ষণ, ***'আল-লিওয়া'*** তথা যুদ্ধ পরিচালনা ও সন্ধি চুক্তি সম্পাদন এবং ***'আন-নাদওয়াহ'*** তথা পরামর্শ সভা আহ্বান ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন বনু 'আব্দ আদ দার।

**এক নতুন সমস্যার আত্ম প্রকাশঃ**

এ চুক্তির মাধ্যমে মক্কা নগরীতে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসতে না আসতেই শুরু হয়ে গেল বনু 'আব্দ মানাফ এর সমর্থকদের মধ্যে আরেক দ্বন্দ্ব। 'আব্দ শামস একাই দাবী করে বসল যে, ***সিক্বায়াহ*** ও ***রিফাদাহ*** উভয় দায়িত্বই তার হাতে অর্পিত হতে হবে। কিন্তু উক্ত দলের অন্যান্য শরীক দল তা মানতে রাজী নয়। এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য লোকেরা 'আব্দ শামসের বাড়ীতে পূনরায় একত্রিত হল। 'আব্দ শামসের আনন্দ আর যেন ধরেনা।



www.pathagar.com

লোকেরা তার বাড়ীতেই একত্রিত হল, এতেই তো প্রমাণিত হল যে, তিনিই যোগ্যতর ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কোথায় যেন রয়ে গেল এক গরমিল। উপস্থিত জনতার অধিকাংশ বলে উঠলঃ তোমাদের মধ্যে 'আমর (হাশিম) এর মত লোক থাকতে এ পদ নিয়ে তো বিবাধের কোন প্রশ্নই উঠেনা। অন্যান্যরা বলে উঠল : আল্লাহ্‌র শপথ মক্কা বাসীদের মধ্যে 'আমরই এমন লোক যিনি অকাতরে মানুষের মেহমানদারী করে থাকেন। যার হস্ত সুদীর্ঘ তিনিই এ পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

কিন্তু 'আমর (হাশিম) বল্লেনঃ না, আমার ভাই আবু উমাইয়া ('আব্দ শামস) এর উপস্থিতিতে আমি এ পদের দাবী করতে চাইনা। তখন 'আব্দ মানাফের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুত্তালিব বল্লেনঃ "এত বড় গুরু দায়িত্ব সামলানোর যোগ্যতা রাখেনা 'আব্দ শামস। ঐ ব্যক্তিই এর জন্য যোগ্যতম যার ঘরে কোন দরজা নেই"। অর্থাৎ যার দরজা মেহমানদের জন্য সদাই উম্মুক্ত থাকে। কাজেই হে হাশিম তুমিই এ পদের যোগ্য। উপস্থিত জনতা তার কথায় সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং হাশিমের পক্ষেই সকলেই আনুগত্যের শপথ নেন। এভাবে হশিম সকলের সমর্থন নিয়ে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন।

হাশিমের জনপ্রিয়তা এত শীর্ষে উন্নীত হবেই না কেন। বিগত দুর্ভিক্ষের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তিনি মক্কার অদ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি দুর্ভিক্ষকালে সকলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিয়মিত গনভোজের আয়োজন করে ভুভূক্ষ পথিক ও ফকীর মিসকীনদেরকে আহার্য দান করেছেন। তাই তার নেতৃত্ব লাভে সকলেই আনন্দিত। সবার মুখে ফুটে উঠলো সন্তোষের হাসি।

নেতুত্বের আসনে সমাসীন হয়েই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন : কুরাইশ বংশের মান মর্যাদা কিভাবে গগনচুম্বী করা যায় এবং মক্কাবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান কিভাবে উন্নীত করা যায় সে বিষয়ে।

কুছাই বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা অঞ্চলে বসবাসকারী কুরাইশদেরকে মক্কা উপত্যকায় এনে পূনর্বাসিত করে মুজাম্মি উপাধি ধারণ করেছিলেন। হাশিম চান এরা যেন প্রকৃত অর্থে সম্মানের পাত্রে পরিনত হন। এর জন্য প্রয়োজন তাদেরকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দান করা। আর এ বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে খুবই কঠিন একটি কাজ। কারণ মক্কা উপত্যকা মূলতঃ একটি প্রস্তরময় অঞ্চল। এতে না কোন কৃষিকার্য পরিচালনা সম্ভব আর না ইহা পশু পালনের উপযোগী। এতে জীবিকার একমাত্র যে উপায়টি উম্মুক্ত রয়েছে তা হলো সীমিত পরিসরে



www.pathagar.com

কিছু ব্যবসা বানিজ্য। তাও আবার মওসুম নির্ভর । কুরাইশ বংশীয় লোকেরা মক্কা ও তার আশ পাশের অঞ্চল সমূহে বছরের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাকে কেন্দ্র করে যে সব বাজার বসে তাতে ব্যবসা করে যৎসামান্য মুনাফা লাভ করে মাত্র। আর তা দিয়েই অনেক হিসেব করে তাদের সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এসব মেলার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচেছ :

ক) **'উমানের মেলাঃ** যা আরব উপদ্বীপের দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। তাতে পারস্য, ভারত, আবিসিনিয়া, ইয়ামান ও হিজাযের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বানিজ্য সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে থাকে। প্রতি বছর জুমা-দা আল উলা মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে মাস ব্যাপী চালু থাকত।

খ) **'উকাযের মেলা** ঃ যা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রতি বছর যুলক্বা'দাহ মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তিন সপ্তাহ ধরে তা অব্যাহত থাকত। এ মেলার এক বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এতে আরবের নামজাদা সাহিত্যিকগন একত্রিত হয়ে তাদের রচিত সাহিত্য প্রকাশ করতেন এবং কবিদের মধ্যে বিশেষ কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকল। এ মেলাটি হত বনিকদের জন্য বানিজ্যের এক উর্বর ক্ষেত্র।

গ) **মিজন্নাহ মেলাঃ** যা মক্কার অদূরে উকায মেলার পর পরই যুল কা'দাহ মাসের শেষ দশ দিনে অনুষ্ঠিত হত।

ঘ) **যুল মজায মেলাঃ** এ মেলাটি প্রতি বছরর হজ্জের মৌসুমে মিনাতে অনুষ্ঠিত হত এবং পয়লা যুলহিজ্বাহ হতে আটই যুল হিজ্জাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকত।

বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত এ মেলা সমূহে লোকেরা অল্প বিস্তার ব্যবসা করতে সক্ষম হত বটে। কিন্তু তা জনগনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিলনা।

হাশিম চিন্তা করলেন এ বানিজ্যকে প্রধান উপলক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেই একে সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া দরকার। অন্যথায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ দারিদ্রাবস্থার অবসান কিছুতেই সম্ভব নয়।

তিনি দেখতে পেলেন যে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে লোহিত সাগরের উত্তর ও দক্ষিন অঞ্চল জুড়ে দুদিকে যে দেশগুলো রয়েছে বানিজ্য কার্যক্রমকে



www.pathagar.com

সে অঞ্চল জুড়ে সম্প্রসারিত কর। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজ নয়। কারণ এর প্রধান পূর্বশর্ত রাস্তার নিরাপত্তাই যেখানে বিঘ্নিত সেখানে তা কি ভাবে সম্ভব। সাধারণ পথচারীরা পর্যন্ত যেখানে নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে অস্থির সেখানে বিশাল পুঁজির বানিজ্য কাফেলার নিরাপত্তাতো আরো বেশী বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তিনি ভাবলেন এ সমস্যার একটি সমাধান অবশ্যই বের করতে হবে। তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষনতা ও প্রতিকূল অবস্থাকে পরাভূত করার ক্ষমতায় বিশেষ ভাবে আস্থাশীল তাই অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি এ সমস্যা সমাধানের একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলেন। তা'ছাড়া মক্কার নেতা হিসেবে তিনি যদি মক্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এর মর্যাদাকে এয়ামানের ছানা'আ ও সিরিয়ার দামেস্ক নগরী এবং উত্তর আরবের মদায়েন অঞ্চলের মত সমৃদ্ধি প্রদানের ব্যবস্থা করতে না পারলেন তাহলে তার নেতৃত্বের কি অর্থ হতে পারে? তাকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতেই হবে।

তিনি মক্কার সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে খুবই আশাবাদীও বটেন। এর জন্য প্রথম উদ্যোগ শুরু করলেন দামেস্ক সফরের মাধ্যমে। মক্কায় তখন চলছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। তিনি আপন সহায় সম্পদ বিক্রি করেই দামেস্ক যাত্রা করেছিলেন তথা হতে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করার উদ্দেশ্যে। দামেস্ক হতে উটের বহর নিয়ে আগমন করলেন গম বোঝাই করে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মক্কার লোকেরা প্রভূত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে 'আমরের সিরিয়া হতে আগমনের কথা জেনে খুশীতে যেন বাগবাগ। 'আমর উট যবাই করে ও উটের শুরবা তৈরী করিয়ে তাতে রুটি মিশ্রিত করে মক্কার দুর্ভিক্ষ তাড়িত লোকদের জন্য গনভোজের ব্যবস্থা করলেন। যার ফলে তার উপাধী হয়ে গেল 'হাশিম' তথা রুটি ও গোস্তের মিশ্রণকারী। তা ছাড়া 'উলা নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

মেহমানদারী ছিল হাশিম এর এক জন্মগত চরিত্র। তাই শুধু যে মক্কার দুর্ভিক্ষ তাড়িত লোকদেরকে খাওয়ানোর বিশেষ উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি দামেস্কে অবস্থান কালেও প্রতিদিন একাধিক উট জবাই করাতেন ও জনগনকে মেহমানদারী করতেন। এ সংবাদ রোমান সম্রাট সীজারের কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি ঐ সময়ে দামেস্কে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন আসলে কি এ লোকটি আরবীয় মেহমানদারীর সুপরিচিত



www.pathagar.com

অভ্যাসের কারণে এ গণভোজের আয়োজন করছেন না অন্য কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন লোকটিকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠিয়ে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি যাচাই করা দরকার।

হাশিম দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে সীজার (Caesar) নিজের পাশেই আসন দিলেন। তিনি নিজেই তার গঠন প্রকৃতি, কর্তাবার্তার ভঙ্গী ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। দেখতে পেলেন যে, লোকটি লম্বা গড়নের সুঠাম স্বাস্থ্য ও আকর্ষণীয় পৌরুষের অধিকারী। আলাপেই বুঝতে পারলেন তার রয়েছে মেধার ভারসাম্য ও বুদ্ধির প্রখরতা। তার বংশ মর্যাদা জানতে চাইলে জ্ঞাত হলেন যে, ইনি একজন কুরাইশ বংশীয় যুবক। কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কারী হিসেবে যাদের পরিচয় ছিল সুবিদিত।

দ্বিতীয় দিবসে উভয়ের মধ্যে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এখন সীজার হাশিমের গুনাবলীর কারণে তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়লেন। হাশিম এ সুযোগকে হাত ছাড়া হতে দেয়ার লোক নন। তিনি রোমান সম্রাট সীজারের (Caesar) কাছে প্রস্তাব করলেন একটি দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য। রোমান সম্রাট এতে সম্মত হলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আরবীয় ও রোমীয় বানিজ্য কাফেলা সমূহ দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায় সামগ্রী নিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। আরব গোত্র সমূহের সাম্ভাব্য আক্রমন থেকে নিরাপত্তা দানের দায়িত্বও হাশিম নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নিলেন। দামেস্ক থেকে ফেরার পথে পথিমধ্যে যে সব আরব গোত্রের অবস্থান ছিল তাদের সাথে হাশিম নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। যার মধ্যে কুরাইশ বংশীয় বানিজ্য কাফিলাকে শুধু নিরাপত্তা দান নয় বরং তাদের সামগ্রী বহনে কোন করারোপ না করার একটি প্রতিশ্রুতিও তিনি গ্রহণ করলেন। এ চুক্তি কুরাইশদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সহ অবাধ বানিজ্যের এক বিশেষ সুযোগও তাদের জন্য এক বিশেষ সম্মান নিশ্চিত করল।

ইবন সা'আদ হাশিম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : হাশিম ছিলেন এক অতিশয় মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব, যিনি রোমান সম্রাট সীজার (Caesar) এর সঙ্গে কুরাইশদের জন্য বিশেষ বানিজ্যিক সুবিধার চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং আরব গোত্রের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও কুরাইশ বনিকদের জন্য করমুক্ত সামগ্রী পরিবহনের অধিকার লাভ করেন। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার কাছে সীজার নিজেই পত্র লিখেছিলেন এবং যিনি আবিসিনিয়ার



www.pathagar.com

সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট রোমান সম্রাটের বিশেষ দূত হিসেবে তাঁর পত্র বহন করেছিলেন।[৪০]

## ইয়ামান সম্রাটের সাথে চুক্তিঃ

হাশিম তার প্রথম লক্ষ্য তথা রোমান সম্রাটের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর দ্বিতীয় লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করলেন আরবের দক্ষিনাঞ্চল তথা ইয়ামানের শাসনকর্তা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি সম্পাদনের। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামানের দিকে অগ্রসর হন ও প্রথমে ইয়ামান এর শাসক ও তার পাশাপাশি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কুরাইশ বানিকদের জন্য অবাধ বানিজ্য পরিবহনের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করেন।

বলাবাহুল্য লোহিত সাগরের দুই প্রান্তে অবস্থিত দামেস্ক ও ইয়ামান উভয় অঞ্চলই বানিজ্যিক দৃষ্টি কোন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঞ্চল ছিল। দূরপ্রাচ্য ও ভারত বর্ষ হতে আমদানীকৃত সকল পণ্যই ইয়ামানের বাবুল মন্দাব প্রণালী দিয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশ করতে হত। অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশ সমূহের সাথে পণ্যের আদান প্রদানের একমাত্র কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল দামেস্ক। মক্কা নগরী এ দু অঞ্চলের মধ্যস্থলে লোহিত সাগরের অদূরে অবস্থিত হওয়ার সুবিধা ভোগ করছিল আরব তথা কুরাইশ বনিকরা। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে শীত ও গ্রীষ্মকালে পরিচালিত ইয়ামান ও সিরিয়া অঞ্চলে কুরাইশদের বানিজ্য কাফিলা পরিচালনার কথা আল কুরআনেও ব্যক্ত হয়েছে।[৪১]

হাশিম ইয়ামানের সাথে চুক্তি সম্পাদন শেষ করেই তথা হতে গমন করলেন আবিসিনিয়ায়। সেখানে তিনি আবিসিনিয়ার শাসনকর্তার হাতে শুধু যে সীজারের পত্র

হস্তান্তর করেন তা নয় একটি চুক্তিও সম্পাদন করলেন তাঁর সাথে।

এ প্রসঙ্গে হযরত 'আব্বাস (রাঃ) এর একটি উক্তি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য :

---

[৪০] **ত্বাবাক্বাত** : ১ম খন্ড, পৃ: ৭৮, দারু ছাদির বৈরুত।

[৪১] সূরাতু কুরাইশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।



www.pathagar.com

"আল্লাহ্‌র শপথ কুরাইশ বংশীয় লোকেরা এ বিষয়ে ভাল ভাবেই জ্ঞাত যে, সর্ব প্রথম যিনি কুরাইশদের জন্য গ্রহণ যোগ্যতা অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বানিজ্য কাফেলা পরিচালনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ছিলেন হাশিম। আল্লাহ্‌র শপথ, হাশিমের কারণেই কুরাইশ বংশীয় লোকেরা বানিজ্য কাফেলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গমনের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"[৪২]

ইবনে সা'দ বলেন : "হাশিম ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কুরাইশ বংশীয় বনিকদের জন্য শীতকালে ইয়ামান ও আবিসিনিয়ায় এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে গমন করে বানিজ্য পরিচালনার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। কখনও কখনও এ কাফেলা সুদুর আংকারা পর্যন্ত গমন করত এবং রোমান সম্রাট সীজার (Caesar) এর কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল।[৪৩]

**মস'উদী বলেন** : "কুরাইশ বনিকদের বানিজ্য কাফিলা তখনই শুরু হয় যখন হাশিম বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা রাজড়াদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। অতঃপর এরা সিরিয়া, আবিসিনিয়া, ইয়ামান ও ইরাকের উদ্দেশ্যে বানিজ্য কাফিলা পরিচালনা করেন।"[৪৪]

হাশিম ছিলেন সর্বপ্রথম আরব যিনি আরবদের জন্য একটি নতুন সমাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রচনা করেছিলেন। তাঁর এ অবদানের কথা স্মরণ করে কবি হরিথ ইবন হানাশ আল সুলামী বলেন :

إن أخي هاشما ليس أخا واحدا  الآخذ الإيلاف والقائم للقاعد

অর্থাৎ : আমার ভ্রাতা হাশিম জনপ্রিয় এক নেতা

বন্ধুত্বের হোতা ও দুর্বলদের আশ্রয় দাতা।

---

[৪২] দেখুন, **নাহজুল ইসলাম** (আরবী মাসিক) ৪র্থ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ১৯৮৩ পৃ :৭২।

[৪৩] প্রাগুক্ত: পৃ ; ঐ।

[৪৪] **মুরুজুয যাহাব** : পৃ : ৩৪।



www.pathagar.com

অন্য এক কবির ভাষায় :

والخالطون غنيّهم بفقيرهم  حتى يكونَ فقيرهم كالكافى

অর্থাৎ : যারা দরিদ্রদেরকে ধনীদের সাথে মিশিয়ে দেন
দারিদ্র তড়িতরা স্বাবলম্বী হতে পারে যেন।

অন্য এক কবির ভাষায় :

عمرو الذي هشم الثريد لقومه  ورجال مكة مُسنتون عِجّاف [৪৫]

অর্থাৎ :

তিনি সেই 'আমর' যিনি থারীদ সরবরাহ করেন তাঁর স্বজাতির জন্যে,
আরবের লোকেরা যখন সকলেই দুর্ভিক্ষ তাড়িত আর জর্জরিত প্রায় দৈন্যে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে আল কুর'আনের সুরাতুল কুরাইশে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বানিজ্য অভিযান পরিচালনার যে উল্লেখিত সুযোগটি কুরাইশরা প্রাপ্ত হয়েছিল তাকে আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। ইহা এ পরিকল্পনার প্রধান হোতা হাশিমের বিশেষ মর্যাদার এক বড় সনদ।

হশিমের এ মহান উদ্যোগের সুফল হয়েছিল এই যে, এ চুক্তির সুযোগে কুরাইশ বংশীয় বনিকেরা নির্বিঘ্নে সিরিয়া ইরাক, ইয়ামান ও আবিসিনিয়া অঞ্চল সমূহে তাদের বানিজ্য সামগ্রী নিয়ে গমনাগমনা শুরু করেন এবং এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম উৎকর্ষ সাধন হয়।[৪৬]

হশিম বিশ্বাস করতেন যে, প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে যে সমস্ত লোকেরা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে একত্রিত হন তাদের

[৪৫] **নাহজুল ইসলাম**, দামেস্ক, পুর্বোল্লিখিত সংখ্যা, পৃ : ৭৩।
[৪৬] দেখুন, ইবন আবিল হাদীদ : শরহ **নাহজুল বলাগাহ** : পৃ : ৬৭৯।



www.pathagar.com

মেহমানদারীর সঠিক দায়িত্ব কুরাইশদের উপরই বর্তায়। এ প্রসঙ্গে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর নিম্নোক্ত বক্তৃতাটি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি এতে বলেন :

"হে কুরাইশ বংশীয় লোকেরা! তোমরা হলে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী, এ মৌসুমে তোমাদের এ অঞ্চলে আগমন করেন আল্লাহ্‌র ঘরের উদ্দেশ্যে আগত তীর্থযাত্রীরা, যারা আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যেই একত্রিত হন, অতএব তারা আল্লাহ্‌র মেহমান। যারা হচ্ছেন মেহমানদের সর্বোত্তম। যেহেতু 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর প্রতিবেশী হিসেবে তোমাদের জন্য সংরক্ষিত করেছেন সর্বোত্তম মর্যাদার আসন।' তাই তোমরা তাঁর মেহমানদের এবং তীর্থ যাত্রীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাও। এরা দূর দুরান্ত অঞ্চল সমূহ হতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এখানে আগমন করেন, এরা যখন এখানে এসে পৌঁছেন তখন তাদের অবস্থা এমন হয় যে, এদের বাহন কৃশকায় হয়ে পড়েছে, তাদের স্বাস্থ্য দূর্বল হয়ে গেছে এবং তাদের পরিধেয় ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে। অতএব তোমরা এদের অথিতেয়তায় এগিয়ে আস আর তাদের জন্য পানীয় সরবরাহ কর"।[৪৭]

মক্কার লোকেরা তাদের নেতার আহ্বানে সানন্দে সাড়া দেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী হাজীদের আথিতেয়তার জন্য গঠিত ফান্ডে টাকা পয়সা ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এ ফান্ডে প্রতিবছর সর্বোচ্চ অংক দান করতেন হাশিম নিজেই।

হজ্জের মৌসুমে হাশিমের উদ্যোগে যমযম কূপের স্থানে বিশাল আকৃতির চামড়া নির্মিত জলাধার স্থাপিত হতো, এবং সমগ্র মক্কা অঞ্চলের কূপ সমূহ হতে পনি সংগ্রহ করে সে গুলো ভর্তি করা হতো।[৪৮] হজ্জের উদ্যেশ্যে আগত হাজীদেরকে তা হতে পানি সরবারাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা হতো। হজ্জের দিন গুলোতে অনুরূপ ভাবে মিনা ও আরাফাতে পানি সরবরাহের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তিনি। তাছাড়া গোস্ত, ও রুটি মিশ্রিত থারীদ, এবং রুটি, মাখন আটা ও খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরী করিয়ে হাজীদেরকে সরবরাহ করতেন। মিনা থেকে হাজীরা স্ব স্ব অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা না করা পর্যন্ত এ যিয়াফৎ অব্যাহত থাকত।

---

[৪৭] দেখুন, **নাহজুল ইসলাম**, পুর্বোক্ত সংখ্যা, পৃ : ৭৪

[৪৮] উল্লেখ্য যে, তখন যমযম কুপটি ভরাট হয়ে গিয়ে জল শূন্য হয়ে পড়েছিল।



www.pathagar.com

পানির স্বল্পতা দূর করার উদ্দেশ্যে হাশিম শি'বে আবী ত্বালিব নামক উপত্যকার মুখে একটি কূপ খননের উদ্যোগ নেন। একূপটি 'বযর' নামে পরিচিত ছিল। বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন এ কূপটির খননকার্য আরম্ভ করেন তখন বলেছিলেন :

"আমি এ কূপকে জনতার কল্যাণে ওয়াকফ করে দেব" তিনি 'সাজলাহ' নামক আরো একটি কূপ খনন কারিয়েছিলেন। এতে করে একথার প্রমাণ মেলে যে, তিনি মক্কা বাসীদের জীবন যাত্রার অসুবিধা সমূহ বিদূরিত করার জন্য এমন সব মহৎ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যা সে যুগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচিত ছিল।

তার সমাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি মক্কার ব্যবসায়ীদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন যে,তারা যেন নিস্ব ও গরীব জনসাধারণকে তাদের লভ্যাংশে অংশীদার করেন। এভাবে তিনি ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে এক প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করেন। তিনি কুরাইশ বংশীয় লোকদের প্রতি তীর্থগামী লোকদের সকল প্রকার সেবা যত্ন ও মেহমানদারীর কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনের ও আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট অবলম্বনের প্রতি বিশেষ জোর দিতেন বলেও জানা যায়।

**হালাল সম্পদ ব্যয় করার প্রতি বিশেষ নির্দেশ দানঃ**

তিনি কুরাইশ বংশীয় লোকদেরকে বিশেষ ভাবে তাগীদ দিতেন তারা যেন তাদের স্বোপার্জিত হালাল সম্পদ হতেই হাজীদের মেহমানদারীর জন্য ব্যয় করেন এবং এর সাথে যেন কোন হারাম সম্পদের সংমিশ্রন না করেন। তিনি তাদেরকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিতেন যেন কেউ অন্যের প্রতি অত্যাচার না করে, অন্যের হক আত্মসাৎ না করে এবং আত্মীয় স্বজনের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করে দেয়।

যুবাইর ইবন বাক্কার বর্ণিত একটি বর্ণনায় তিনি হাশিমের মহৎ চরিত্রের কয়েকটি দিক তুলে ধরছেন। তিনি বলেন :



www.pathagar.com

"যুল হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখা গেলে তিনি প্রথম তারিখে কা'বা গৃহের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে এর দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দিতেন। তিনি তার এ বক্তৃতায় বিশেষ ভাবে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলতেন :

"হে কুরাইশ বংশীয় লোকেরা! তোমরা হলে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী, তিনি তোমাদেরকে তাঁর অভিভাবকত্বের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তার প্রতিবেশী হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে অন্য কেউ তোমাদের অনুরূপ এ সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হয়নি। তিনি তোমাদের জন্য ঐ মর্যাদার অসন সংরক্ষিত রেখেছেন যা একজন মহৎ ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর জন্য সংরক্ষিত করে থাকেন। তোমাদের উচিৎ আল্লাহ্‌র মেহমানদের আতিথেয়তা করা এবং তার ঘরের উদ্দেশ্যে তীর্থগামীদেরকে সম্মান দেখানো। এরা দূর দূরান্ত হতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি আমার কাছে এদের সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার মত অর্থ সামর্থ থাকত তা হলে আমি তোমাদের সকলকেই এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতাম। দেখ আমি আমার সম্পদের যা সর্বোৎকৃষ্ট ও সন্দেহাতীত ভাবে হালাল তাই প্রদান করছি। যে সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে কারো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়নি, যা অন্যায় ভাবে অর্জন করা হয়নি এবং যার মধ্যে হারামের কোনই অংশ নেই তোমাদের মধ্যে যারা এ রূপ করতে চাও তারা যেন তাই করে"।

তিনি আরো বলেতেন: "আমি তোমাদেরকে এ কা'বা গৃহের মর্যাদাকে অবলম্বন করে বলছি, তোমাদের কেউ এ কা'বা গৃহের তীর্থগামীদের আতিথেয়তার জন্য এবং আল্লাহ্‌র ঘরের পরিদর্শনকারীদের জন্য হালাল সম্পদ ব্যতীত আর কিছুই যেন প্রদান না করে এমন সম্পদ যা উপার্জন করতে গিয়ে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়নি এবং যা অন্যায় পন্থায় রোজগার করা হয়নি আর যা গায়ের জোরে অন্যের অধিকার হরণের মাধ্যমে উপার্জিত হয়নি"।

তাঁর এ নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কুরাইশ বংশীয় লোকেরা স্বোপার্জিত উৎকৃষ্ট সম্পদ হতে যার যার সাধ্য মত হাশিমের হাতে তুলে



www.pathagar.com

দিতেন আর তিনি তা দারুন নাদওয়াতে জমা করিয়ে দিতেন হাজীদের মেহমানদারীর ফান্ডে।[৪৯]

দেখুন জাহেলী যুগের মত এমন এক অন্ধকার যুগে যখন মানুষ হেদায়তের পথ ভূলে নানারূপ গোমরাহীর ঘনঘটায় নিমজ্জিত ছিল কুছাই ও তদীয় পৌত্র হাশিম মানবীয় গুনাবলী, মহৎ চরিত্র, জনকল্যাণকামী চেতনা, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমূহে কিভাবে অলংকৃত ছিলেন। ইহা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহেরই বহি:প্রকাশ। কেননা তিনি এ বংশধারা থেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূল, মানবতার মুক্তিদূত, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে প্রেরণ করতে চান।

## হাশিমের পারিবারিক জীবন

ইবন সা'দ তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ **"তাবাক্বাতে"** বর্ণনা করেছেন যে, হাশিম পাঁচটি রমনীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এদের গর্ভে তিনি বারটি সন্তান লাভ করেন। তন্মধ্যে পাচঁটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে।[৫০] খাযরাজ গোত্রীয় রমনী সুলমা বিনত 'আমর ইবন যায়দের সাথে (আব্দুল মুত্তালিবের মাতা) হাশিমের পরিণয় সম্পর্কে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে তিনি তার এক বানিজ্য অভিযানে পথিমধ্যে ইয়াথরিব অঞ্চলে অবতরণ করেন। তার সাথে ছিল ৪০ জন কুরাইশ বনিকের একটি বিরাট কাফেলা। তারা 'আন নাবাত্ব নামক একটি মেলায় অংশগ্রহণ করেন। কয়েকদিন যাবৎ তারা নিজেদের পণ্য বিক্রি ও নতুন পণ্য ক্রয়ের কাজে ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে দেন। কাফিলার প্রধান হিসেবে হাশিম সার্বিক তদারকীর কাজে আত্মনিয়েজিত। সেখানে এক পরমা সুন্দরী রমনীর সাথে তার দেখা হল। তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রীয় অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক বিধবা মহিলা। নাম তার সুলমা বিনত 'আমর ইবন যায়দ। তিনি তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মহিলা শর্ত দিলেন যে, তাকে এ মর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে যে, তিনি চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবেন। তার মর্যাদা বোধ ও সাহসিকতা দেখে হাশিম বুঝতে পারলেন

---

(৪৯) দেখুন, ইবন আবীল হাদীদ, **শারহ নাহজিল বলাগাহ**, পৃ : ৬৮৪।

(৫০) এ বর্ণনাটি ইবন সা'আদ ব্যতীত আর কেউ উল্লেখ করেননি। দেখুন, **ত্বাবক্বাত** প্রথম খন্ড, পৃ :৭৯।



www.pathagar.com

আসলে এ মহিলা এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব সম্পন্না নারী। এতে তিনি তার শর্ত মেনে নিয়ে তাকে বিবাহ করতে আরো আগ্রহী হয়ে পড়লেন। একটি আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হল। বিয়ের পর তার সাথে কয়েক দিন অবস্থান করার পর হাশিম তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার পানে রওয়ানা দিলেন। তখন তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। পরিকল্পনা ছিল যে, ফেরার পথে তাকে মক্কায় নিয়ে আসবেন।[৫১]

কিন্তু আদৃষ্টের লিখন খন্ডন করা মানুষের সাধ্যাতীত। হাশিম সিরিয়ার গাজা উপত্যকায় পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার সফর সঙ্গীরা তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। গোটা আরব অঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা, কুরাইশদের শিরোমনি হাশিম সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যৌবনের মধ্য গগন হতে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। [৫২]

ইবন আবী হাদীদ তদীয় গ্রন্থ **'নাহজুল বালাগাহ'** তে উল্লেখ করেছেন যে, হাশিম সুলমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তাকে নিয়ে ইয়াথরিবে দু বছরকাল অবস্থান করেন অতপর গাজা অঞ্চলে এক বানিজ্য সফরে গেলে সেখানে ইন্তেকাল করেন।[৫৩]

ইতিহাস বেত্তা আল ত্বাবারীর মতে হাশিম সুলমাকে নিয়ে প্রথমে মক্কায় আগমন করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি যখন সন্তান সম্ভবা হলেন তখন তাকে মদীনায় পিত্রালয়ে রেখে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং গাজা উপত্যকায় পৌঁছে তিনি ইন্তেকাল করেন। [৫৪]

মৃত্যুকালে হাশিম তদীয় ভ্রাতা মুত্তালিবকে তার স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে ওছিয়্যত করে যান। আল-রিফাদাহ তথা হাজীদের মেহমানদারী ও আল-সিক্বায়াহ তথা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করণের মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনেকেই লালায়িত থাকলেও হাশিমের ওছিয়্যত অমান্য করার দুঃসাহস কারো ছিলনা। কারণ সকলেই জানে যে, হাশিমই ঐ অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি সমগ্র আরব অঞ্চলে কুরাইশদের মর্যাদাকে গগনস্পর্শী

---

(৫১) দেখুন, প্রাগুক্ত : পৃ : ঐ।

(৫২) য়াকুত আল হামাভী, **মু'জামুল বুলদান**, মিশর, ১৯০৬, পৃ : ২৬০।

(৫৩) দেখুন, ৩য় খন্ড, পৃ : ৬৮৫।

(৫৪) আল ত্বাবারী, **তারীখ**, মাকতাবাহ খায়্যাৎ, বায়রুত, প্রথম খন্ড, পৃ : ১০৮২-১০৮৩।



www.pathagar.com

করে দিয়েছেন। তাদের জন্য নিশ্চিত করেছেন আরবের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে অবাধ ও নিরুপদ্রুত বানিজ্যের অভাবিত পূর্ব অধিকার। হজ্জ মৌসুমে আগমনকারী তীর্থগামীদের জন্য উন্নত মেহমানদারী ও পানি সরবরাহের সুব্যবস্থার দরুণ কুরাইশ বংশীয় লোকেরা আরবের যেখানেই গমন করতেন এক বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকতেন। তাই হাশিমের ওছিয়্যত যথাযথ ভাবে কার্যকর করা হল। এবং তদীয় ভ্রাতা আল-মুত্তালিব হলেন নেতৃত্বে তার উত্তরসূরী। হাশিমের মৃত্যুর পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের কবিরা তাঁর উদ্দেশ্যে অনেক শোকগাঁথা (মরথিয়াহ) রচনা করেন। এখানে শুধু তাঁর কিশোরী কন্যা খালিদাহ রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব।

بكر النعي بخير من وطئى الثرى ذى المكرمات وذى الفعال الفاضل

زين العشيرة كلها وربيعها فى المطبقات وفى الزمان الماحل

با نى المكارمَ والفواضل والعلى عمروبن عبد مناف غير الباطل

ان المهذب من لؤى كلها بالشام بين صفائح وجنادل.

অর্থাৎ : ধরা পৃষ্ঠে বিচরণ কারী সর্বোত্তম ব্যক্তির

মৃত্যু সংবাদটি এসে পৌঁছলো দিবসের সূচনায়

মহৎ গুনাবলীর যিনি ছিলেন আধার

জুড়ি কেউ নেই তার কর্মের তুলনায়।

গোঠা বংশের অলংকার তিনি, মর্যাদার প্রতীক,

দু:সময়ের বসন্তরূপী, সব সিদ্ধান্তই যার সঠিক।

সকল মহত্ত্ব, গুনাবলী আর মর্যাদার

অধিপতি 'আমর বিন আব্দ মুনাফ,নেই তাঁর কোন ত্রুটি।

লুওয়াই পরিবারের শ্রেষ্ঠতম সন্তানটি যে আজ



www.pathagar.com

পড়ে আছে সিরিয়ায়।

চেপে আছে তার বুকের উপর

মাটি আর বড় বড় পাথরের ভাঁজ।

## আব্দুল মোত্তালিব ইবন হাশিম

'আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মহানবী (সঃ) এর পিতামহ। যিনি সুদীর্ঘ ৬০ বছর ধরে মক্কা নগরীর অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে যমযম কূপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর তার হাতেই এ কূপটি পূনঃ আবিস্কৃত হয় এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন কারীদের দীর্ঘ দিনের পানি সমস্যার সমাধান হয়। তার জীবদ্দশাতেই আবিসিনীয় সম্রাট আবরাহা বাহিনী কর্তৃক কা'বা গৃহ ধ্বংসের জন্য এক বিশাল হস্তী বাহিনীর সাঁড়াসী আক্রমনের ঘটনা ঘটে এবং অলৌকিক ভাবে পুরো বাহিনী বিধ্বস্ত হয়, আর কা'বা গৃহ অক্ষত থাকে। এ ভাবে 'আব্দুল মুত্তালিব মক্কাবাসী এবং গোঠা আরব অঞ্চলের লোকদের দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

### জন্ম ও শৈশবকালঃ

হাশিমের জীবন কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি মদীনার বনু আন-নাজ্জার গোত্রের সুলমা বিনত 'আমর ইবন 'আদী নাম্মী এক পরমা সুন্দরী সাধ্বী রমনীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং গভবর্তী অবস্থায় তাকে মদীনায় রেখে বানিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করলে সেখানে আকস্মিক ভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ইহকাল ত্যাগ করেন।

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও অবিসম্বাদিত জননেতা হিশামের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুলমার সামনে যে একটি স্বপ্নিল ভবিষ্যৎ রচিত হয়েছিল। হিশামের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে তা চিরতরে ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ল। সন্তান সম্ভবা সুলমা শোকের সাগরে সাতার কাটতে লাগল। তার সান্তনার একটি মাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল এই যে, হিশামের মত মহান ব্যক্তিত্বের ঔরসে তার গর্ভে যে সন্তানটি ধারণ করেছে সে যদি এক পুত্র



www.pathagar.com

সন্তান হয় তাহলে হয়ত পিতার কিছু গুন সেও স্বাভাবিক নিয়মে ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হবে। তার সাথে সুলমার এ উৎকণ্ঠাও ছিল যে সে মক্কা থেকে বহুদূরে ইয়াথরিবে অবস্থান করার কারণে সম্ভবত: পিতার সেই সামাজিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে কিনা।

সে যাই হোক। কালের শ্রোতে এক এক মুহূর্ত করে সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল। একদিন সুলমা তার সেই স্বপ্নের পুত্র সন্তানটি প্রসব করলেন। তার অনন্য সাধারণ সুন্দর চেহারা ও দৈহিক আকৃতি দেখে সত্যিই তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভাবলেন তিনি যেন তার কল্পনার সেই শিশুটিই খুঁজে পেলেন এ নবজাতকের মধ্যে। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারলেন না। শিশুর সুন্দর আকর্ষণীয় বাদামী চুলের মাঝখানে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটি শুভ্র ঝকঝকে পাকা চুল। প্রথমে তিনি হত চকিত হয়ে পড়লেন। পরক্ষণে চিন্তা করলেন নিশ্চয়ই ইহা কোন কল্যানের ইঙ্গিতবাহী হবে। তার এ পাকা চুলের সূত্র ধরে তিনি শিশুর নামকরণ করলেন 'শায়বাতুল হামদ'। ছেলে স্বাভাবিক নিয়মে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। শৈশবের গন্ডী পেরিয়ে শিশু 'শায়বাহ' যখন কৈশোরে পদার্পন করল তখন তার মা তাকে যুদ্ধ ও অশ্বারোহন প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। সে যুগে সাহসী যোদ্ধা ও উন্নত অশ্বারোহী হওয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অন্যতম মানদন্ড বলে বিবেচনা করা হত। এ শিশু গোঠা ইয়াথরিবেই একটি ব্যতিক্রম ধর্মী কিশোর হিসেবে ইতিমধ্যেই মদীনাবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। মদীনার বিশিষ্ট এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব থাবিত ইবন মুনযির ইবন হারাম[৫৫] একদিন 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। মক্কায় তার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন শায়বাহর পিতৃব্য মুত্তালিব। তিনি তার বন্ধু মুত্তালিবকে জানালেন : "তুমি যদি তোমার ভাইপো শায়বাহকে আমাদের মাঝে দেখতে পেতে তা হলে উপলব্ধি করতে যে, তার আকর্ষণীয় চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, সম্ভ্রমের আলামত ও নেতৃত্বের পূর্বাভাষ সম্বলিত গুনাবলী ইত্যাদি মিলিয়ে তার মধ্যে হাজারো সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে তার মাতুলালয়ের শিশু কিশোরদের সাথে তীরান্দাযীতে প্রতিযোগতিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর প্রত্যেক তীরই হাতের তালুর পরিধি সমান স্থানে গিয়ে বিঁধছে। আর যখনই তার তীর অব্যর্থ লক্ষ্যে

[৫৫] ইনি বিশিষ্ট ছাহাবী ও রাসূল (সঃ) এর সভাকবি হাস্‌সান ইবনে সাবিতের পিতা।



www.pathagar.com

গিয়ে আঘাত করে সে গর্বভরে বলে উঠে "আমি হলাম মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী 'আমরের ছেলে"। শায়বাহ তখন আট বছরের এক কিশোর।

বন্ধু থাবিতের মুখে মুত্তালিব তার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশংসা শুনে বলে উঠলেন: "তুমি তো আমার অন্তরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখার ও তাকে নিয়ে আসার এক পরম ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিলে। আল্লাহ্‌র কসম আমি আজ সূর্যাস্তের আগেই তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছি। তাকে নিয়ে আনতে পারলেই আমি ক্ষান্ত হবো"।

"আমার মনে হয়না তার মা সুলমা এবং মাতুলালয়ের কেউ তোমাকে এ কাজের অনুমতি দিবে। কেননা তার প্রতি এদের আকর্ষণ অনেক অনেক বেশী।" মুত্তালিবের কথা শুনে থাবিত মন্তব্য করলেন। তিনি আরো বললেন : "বরং তাকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দাও, সে বড় হলে পরে একদিন স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে চলে আসবে"।

"হে আবু আউস (অর্থাৎ যাবিত) আমি তাকে কখনও এ ভাবে তার মাতুলালয়ে ছেড়ে আসতে পারিনা, অথচ এখানে তার গোত্রের রয়েছে সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের এক ঐতিহ্য যা তোমাদের কাছে অবিদিত নয়"। মুত্তালিব উত্তর দিলেন।[৫৬]

যেমন কথা তেমন কাজ। মুত্তালিব কাল বিলম্ব না করে সেদিনই বেরিয়ে পড়লেন ইয়াথরিবের উদ্দেশ্যে, এবং আপন ভাইপোকে নিয়ে আসার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। ইয়াথরিবে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার ভাইপো শায়বাহ মাতুলালয়ের সমবয়সী ভাইদের সাথে তীরান্দাযীতে প্রতিযোগিতায় মশগুল। ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে তিনি তার পিতার দৈহিক ও চেহারার মিল থেকে নিয়ে অনেক কিছুতে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরম স্নেহভরে আদর করলেন।

তিনি সে বিশেষ মূহুর্তের অনুভূতি ও স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে একটি কবিতাও রচনা করেন। যার কয়েকটি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত হলঃ

عرفت شيبة والنجاد قد حفلت  أبناؤها حوله بالنبل تنتصل

---

[৫৬] **নাহজুল ইসলাম**, (আরবী মাসিক) দামেস্ক, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, যুল হিজ্জা, ১৪০৩ হিঃ পৃ : ৫৯, মুহাম্মদ আলী আসীর জাবালার প্রবন্ধ, 'আব্দ আল মুত্তালিব ইবন হাশিম।



www.pathagar.com

عرفت أجلاده منا وشيمته ففاض مني عليه وابل سبل (৫৭)

অর্থাৎ : আমি তাকে চিনতে পেরেছি, যখন নাজ্জার গোত্রীয় ছেলেরা তার চারিদিকে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় মশগুল ছিল। আমি তার মধ্যে আমাদের বৈশিষ্ট্য, অলক্ষ্যভ্রষ্টতা ও অন্যান্য চরিত্র দেখেই তাকে আবিস্কার করেছি। অতপর আমার দুচোখ দিয়ে প্রচুর অশ্রু বেয়ে গেল।

সুলমা যখন শুনতে পেলেন যে, মক্কা হতে কুরাইশ সর্দার ও শায়বার পিতৃব্য আগমন করেছেন, তখন তিনি তাকে তার বাড়িতেই অবস্থান করার দাওয়াত দিলেন। মুত্তালিব সে দাওয়াৎ কবুল করলেন। যখন সুলমার সাথে আলাপ করার পরিবেশ সৃষ্টি হল সেই সুযোগেই তিনি তার কাছে আপন উদ্দেশ্য সরাসরি ব্যক্ত করলেন। তিনি আরো জানালেন যে, ইয়াথরিবে বেশী দিন অবস্থান করার মতো সময় তার হাতে নেই। তা ছাড়া তিনি বিশেষ ভাবে বললেনঃ "আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মক্কা ফিরিয়ে নেয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজ হাতে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়"।

সুলমা তার কথা শুনে রাগে গড়গড় করতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ "আমি তাকে তোমার সাথে যেতে দিচ্ছি না"।

মুত্তালিব কোমল কণ্ঠে বললেন : "এমনটি করতে যেয়োনা, কেননা তাকে না নিয়ে ফিরে যাওয়াটা আমার পক্ষে অসম্ভব। সে তো আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র। সে এখন পরদেশী এক ছেলে হিসেবে এখানে কালাতিপাত করছে। অথচ তার পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা সেখানে গগনচুম্বী। তার জন্য তার পিতৃকূলের মাঝে বাস করাতো এখানে বাস করার চাইতে শ্রেয়। সে যেখানেই থাকনা কেন সে তো তোমারই সন্তান বটে।"

মুত্তলিবের অকাট্য যুক্তি ও মর্মস্পর্শী বক্তব্যের সম্মুখে সুলমার ইস্পাত কঠিন সংকল্প মোমের মত বিগলিত হয়ে গেল। শেষ তক সুলমা তাকে তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করালেন। তার পর আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে সদল বলে রওয়ানা দিলেন।

(৫৭) প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা ঐ।



www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইতিহাস বেত্তা আল-ত্বাবারী উল্লেখ করেছেন : মুত্তালিব তার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বাহকে সঙ্গে নিয়ে দ্বি প্রহরের পূর্বেই মক্কাতে এসে পৌঁছেন। তখন লোকেরা গল্পের আসরে বসে গল্প গুজব করছিল। কিশুর শায়বাহকে মুত্তালিবের পেছনে উপবিষ্ট দেখে তাকে প্রশ্ন করল : তোমার পেছনে এ কে? মুত্তালিব উত্তর দিলেন: "সে আমারই একজন দাস"। নিজ গৃহে পৌঁছার পর মুত্তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাড়ীতে রেখে তড়িঘড়ি করে খামুরাহ নামক বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে থেকে শায়বাহর জন্য খরীদ করলেন এক সেট উত্তম পরিধেয় বস্ত্র। বিকেলে তাকে ঐ বস্ত্র পরিয়ে তিনি বনু 'আব্দ মানাফের বৈঠক খানায় নিয়ে গেলেন। এবং তাকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।[৫৮]

এর পর থেকেই যখনই লোকেরা তাকে মক্কার কোন পথ অতিক্রম করতে দেখত এবং তার আকর্ষনীয় গঠন ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কৌতুহল ভরে তার কথা জিজ্ঞেস করত তখন মুত্তালিবের এ কথার সূত্র ধরে একে অপরকে এ বলে তার পরিচয় করিয়ে দিত যে, (  )
অর্থাৎ "এ হচ্ছে মুত্তালিবের দাস" 'আব্দুল মুত্তালিব পরবর্তীতে যখন জানতে পারলেন যে, লোকেরা তাকে তার দাস বলে আখ্যায়িত করছে তখন তিনি প্রতিবাদ করে বলতেন : "সর্বনাশ ! এতো আসলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রই এ হাশিমের ছেলে"।

শায়বাহ একটু বড় হলে পরে মুত্তালিব তার হাতে তার পিতার নেতৃত্বের দায়িত্ব ও সহায় সম্পত্তি তুলে দেন। কিন্তু তার অন্যতম চাচা নওফল তাঁর অধিকৃত বাড়ী ভিটে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। যা অবশ্য পরবর্তীতে শায়বাহ ফিরে পায়।

## মুত্তালিবের মৃত্যু ও শায়বার উত্তরাধিকার ঃ

মুত্তালিব যখন একটি বানিজ্য কাফেলা নিয়ে ইয়ামানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইয়ামানের রাদমান অঞ্চলে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর জনগনের ইচ্ছাতেই তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং মুত্তালিব কর্তৃক দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়

[৫৮] দেখুন, আল তাবারী, **তারীখ**, মকতাবাতু খাইয়াত, বায়রুত, প্রথম খন্ড, পৃ : ১০৮৩-৮৪।



www.pathagar.com

তথা আর রিফাদাহ বা হাজীদের মেহমানদারী ও আল সিক্বায়াহ তথা পানি সরবরাহের দায়িত্ব শায়বাহর হাতে অর্পিত হয়।

শায়বার (আব্দুল মুত্তালিবের) আমলে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যার কিছু অল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনাবলী হিসেবে বিবেচ্য। তবে যেন একটি ঈঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আব্দুল মুত্তালিবের প্রতিই যেন বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ। আর কিছু ঘটনা এমনও ছিল যা নাকি 'আব্দুল মুত্তালিবের বিশেষ বিচক্ষণতা, নেতৃত্বের অতুলনীয় গুন এবং তার ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচায়ক।

কুছাই ও হাশিমের মত আমরা 'আব্দুল মুত্তালিবকেও দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি তার সুগভীর বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা ছিল। কেননা তিনি যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে পরে তা মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ব্যক্ত করতেন।

## 'আব্দুল মুত্তালিবের সামাজিক মর্যাদা ঃ

যুবায়র ইবন বক্কার বর্ণনা করেন : 'আব্দুল মুত্তালিবের গুনাবলী এত বেশী ছিল যে তা গুনে শেষ করা যাবেনা। তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের অবিসম্বাদিত নেতা। ব্যক্তিগত চরিত্র, বংশ মর্যাদা ও পূর্ব পুরুষের সামাজিক মর্যাদা, দৈহিক সৌন্দর্য্য ও পৌরুষ এবং মহৎ গুনাবলী ও মহৎ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদির বিচারে এক বিরল ব্যক্তিত্ব।[৫৯]

বিখ্যাত সাহিত্যিক আল জাহিযের ভাষায় :

"আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, অনন্য সাধারণ সুপুরুষ, অসাধারণ দানবীর, মহত্বের শীর্ষে অবস্থানকারী এক ব্যক্তিত্ব, হস্তি বাহিনীর সূত্র পুরুষ, যমযমের অবিস্কর্তা ও হাজীদের পানির ব্যবস্থাক, তিনি আরো বলেন :

"আল্লাহ্ 'আব্দুল মুত্তালিবকে তার যুগে এমন কিছু বিশেষত্ব দান করেছিলেন, তাঁর হাতে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনার সুত্রপাত করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিক গুনাবলী প্রদান করেছিলেন যা কোন নবী

[৫৯] ইবন আবী হাদীদ, **নাহজুল বলাগাহ**, খন্ড ৩ পৃ : ৬৮৮।



www.pathagar.com

ছাড়া আর কেউ প্রদত্ত হয়েছিল বলে জানা নেই। হস্তী বাহিনীর প্রধান নায়ক আবরাহার উদ্দেশ্যে কথিত বাক্যাবলী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কথার যথাযথ বাস্তবায়ন, হস্তী বাহিনীর প্রতি তার প্রদত্ত সতর্ক বাণীর সত্যতা প্রমানিত হওয়া ও আবাবীল নামক ছোট্ট পাখি কূলের নিক্ষিপ্ত পাথর কনায় এ বিশাল বাহিনীর ধ্বংস প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে তার প্রতি খোদাঈ সমর্থন ও তার অলৌকিকত্বের অধিকারী ব্যক্তিত্ব হওয়ারই প্রমাণ"।[৬০] প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আত্-ত্বাবারী উল্লেখ করেছেন যে, "আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কুরাইশ বংশীয় অন্য কেউ তাঁর অনুরূপ মর্যাদায় অধিষ্টিত হতে পারেনি। ইসমা'ঈল ইবন ইব্রাহীমের যমযম কূপটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর হাতেই উহা আবিষ্কৃত হয়"। [৬১]

ইবন সা'আদ তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **আত-ত্বাবাক্বাতে** উল্লেখ করেন; "আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারার লোক, দীর্ঘকায় গড়ন, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতায় অতুলনীয়, বদান্যতায় অনন্য, সকল প্রকার চরিত্রিক ত্রুটি মুক্ত। যখনই তিনি কোন সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি তাকে বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন"।[৬২]

বর্ণিত আছে যে একদা হযরত 'উথমান ইবন 'আফফান (রাঃ) ইয়ামানের হাদরামাউত হতে আগত এক আশিতিপর বৃদ্ধকে তার দরবারে হাজির করেন, অত:পর তার সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ করার পর যে সব রাজা বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘঠেছে তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে বলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন : "তুমি 'আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিমকে দেখেছ কি? লোকটি উত্তর দেন, হাঁ। তাঁকে দেখেছি যে, তিনি ছিলেন এক সুঠাম দেহের লোক, শুভ্র সমুজ্জল মুখ মন্ডল বিশিষ্ট, লম্বা গড়ন, ভ্রুযুগল পরস্পরে মিলিত, তার দুই চোখের মধ্যখানে ছিল বিশেষ এক জ্যোতি, যে ব্যাপারে জনগনে এ মন্তব্য প্রচলিত ছিল যে সে জ্যেতিতে নাকি এক বিশেষ বরকত ছিল এবং তিনিও ছিলেন সমাজের মধ্যে এক বরকতময় ব্যক্তিত্ব"।

---

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ : ৬৭৮।

[৬১] আত-ত্বাবারী, **তারীখ**, প্রথম খন্ড, পৃ : ১০৮৮।

[৬২] ইবন সা'আদ, **আত-ত্বাবাকাত**, পৃ : ৮৫-৯০।



www.pathagar.com

অত:পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি উমাইয়া ইবন 'আব্দ আস-শামস কে দেখেছ? বৃদ্ধ উত্তর দিল হাঁ। তাকে দেখেছি যে তিনি ছিলেন একজন শ্যামল বর্ণের লোক, খাটো গড়নের, বিশ্রী চেহারার, অন্ধ লোক। তার ব্যাপারে লোকেরা মন্তব্য করত যে, "সে নিজেও এক কল্যাণ বিহীন ব্যক্তি এবং অকল্যানের প্রতীক"। তখন 'উথমান (রাঃ) বললেন : "তার ত্রুটি বর্ননায় তোমার জন্য এই যথেষ্ট"। অতপর ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে তার মজলিশ হতে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৬৩]

## আব্দুল মুত্তালিবের শ্রেষ্ঠতম অবদান:মক্কা উপত্যকায় পানি সংকটের সমাধান।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আব্দুল মুত্তালিবের পিতৃব্য মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর তার দায়িত্ব প্রাপ্ত রিফাদাহ তথা হাজীদের মেহমানদারী এবং সিক্বায়াহ বা তাদের জন্য পানি সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দায়িত্ব 'আব্দুল মুত্তালিবের উপরই অর্পিত হয়। মেহমানদারীর দায়িত্ব পালনে একদিকে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তদ্রূপ এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পানিরও। অর্থের প্রয়োজন মেঠাবার জন্য 'আব্দুল মুত্তালিব আপন সম্পদের একটি বড় অংশই ব্যয় করে দিতেন। অনুরূপভাবে কুরাইশ বংশীয় অন্যান্য অবস্থা সম্পন্ন লোকেরাও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু পানি সংকট মোকাবিলা করা আসলেই খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। 'আব্দুল মুত্তালিব এমন একটি উৎসের সন্ধান কিভাবে করা যায়, যার মাধ্যমে পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব সে বিষয়ে চিন্তা করতেন। কুরাইশদের এ কথা ভাল ভাবেই জানা ছিল যে, কা'বা গৃহের অদূরেই যমযম নামে একটি কূপ ছিল। যা মক্কা উপত্যকার জনসাধারণের পানি সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কালে তা বন্ধ হয়ে যায় এবং যমযমের অবস্থান পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

'আব্দুল মুত্তালিব সর্বদাই ভাবতেন আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে বিচ্ছুরিত যমযম যা জুরহুম গোত্রের লোকদের অপকর্ম ও অন্যায় আচরণের ফলশ্রুতিতে শুকিয়ে গিয়েছিল তা আবিস্কার করা সম্ভব হলে হয়ত তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পূনরায় বিচ্ছুরিত হতে পারে। এ চিন্তা তার মন মগজকে এমন ভাবে আচ্ছাদিত

[৬৩] দেখুন, ইবন আবিল হাদীদ, **শরহ নাহজ আল বালাগাহ**, পৃ: ৬৯৬।



www.pathagar.com

করে রেখেছিল যে তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতেন : "আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যমযমের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিতেন যদি তা হলে আমি অন্ততঃ তা আবিস্কার ও পূনঃখননের উদ্যোগ নিয়ে দেখতাম"। এভাবে আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে আগত শত সহস্র তীর্থ গামীর পানি সংকটের একটি স্থায়ী সমাধান করা যেত।

একদিন তিনি এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তনি স্বপ্নে দেখছেন যে, কে যেন অদৃশ্য হতে তাকে ডাক দিয়ে বলছেন :

احفر زمزم، إنك إن حفرتها لن تندم

وهي تراث من أبيك الأعظم

অর্থাৎ : "যমযম খননের উদ্যোগ নাও। এ উদ্যোগে তোমাকে লজ্জিত হতে হবেনা। তা তো তোমার মহান পিতারই উত্তরাধিকার"।

একথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তা কোথায়? অদৃশ্য হতে উত্তর এল: "অমুক স্থানে।" কিন্তু তিনি ভাবলেন হয়ত তা তাঁর কল্পনারই একটি চিত্র যা তিনি স্বপ্নের আকারে দেখতে পেলেন। ফলে তাৎতক্ষনিক ভাবে এর কোন বাস্তব উদ্যোগ তিনি নেননি।

দ্বিতীয় দিন ঐ একই স্বপ্নের পূনরাবৃত্তি ঘটল। তখন তিনি ইতস্তত: করছিলেন দেখে তাকে যমযমের ঐ স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে দেয়া হল। আর বলা হল :

أحفر مكان الفرث والدم بين الأنصاب الحمر عند قرية النمل عند مجلس خزاعة

"উটের আস্তাবলে, যেখানে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা বৈঠক খানা স্থাপন করেছে।"

প্রত্যুষে 'আব্দুল মুত্তালিব গা ঝেড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তদীয় পুত্র হারিথকে সঙ্গে নিয়ে এবং কুড়াল ও কোদালী হাতে বেরিয়ে পড়লেন। যে স্থানে যমযমের অবস্থানের বিষয় স্বপ্নে চিহ্নিত করা হয়েছিল তথায় খনন কার্য আরম্ভ করে দিলেন। 'আব্দুল মুত্তালিব মাটি খুঁড়ছিলেন এবং তদীয় পুত্র হারিথ তা একটি পাত্রে ভর্তি করে পার্শ্বে ঢেলে দিচ্ছিলেন।



www.pathagar.com

লোকেরা যখন দেখতে পেল যে 'আব্দুল মুত্তালিব একাগ্র চিত্তে একাকি মাটি খুঁড়ছেন তখন সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল: "কি ব্যাপার ! 'আব্দুল মুত্তালিব এ কি করছেন"! মুহূর্তে এ সংবাদ সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা এ দৃশ্য দেখার জন্য দৌড়ে এল এবং অশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল: "মক্কা উপত্যকার নেতা এ কি করছেন"! তিনি উত্তরে বললেন: "আমি যমযম আবিস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছি।" "কে বলল আপনাকে এখানে যে যমযম রয়েছে? আপনি এ ব্যর্থ প্রচেষ্টা বাদ দিন। ইহা পন্ডশ্রম বৈ কিছুই নয়। "

তিনি উত্তরে বল্লেন : "আমি কি করতে যাচ্ছি তা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিওনা"। 'আব্দুল মুত্তালিবের দৃঢ়তা ও ইস্পাত কঠিন মনেবল দেখে লোকেরা কানাকানি করতে লাগল : "আসলে কি যমযম এখাইে তা হলে?" হয়তবা। এলাকার পরিণত বয়স্ক লোকেরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, 'আব্দুল মুত্তালিব অন্তত : এহেন পাগলামী করবে তা বিশ্বাস করা যায়না। বরং তাকে তার কাজ করতে দেই আমরা।

তিনি খনন কার্য শুরু করার পর প্রথম দিন অক্লান্ত ভাবে কাজ করলেন পিতা-পুত্র। দ্বিতীয় দিনের কাজ শুরু হল নবতর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে, এবং সারা দিন অব্যাহত রইল খনন কার্য। তৃতীয় দিনও যথা নিয়মে কাজ শুরু করলেন। পুত্র একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখলে পিতা বলতেন: "বাবা নিরুৎসাহিত হয়োনা। আল্লাহ্ আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।" তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে প্রকান্ড একটি পাথর দৃষ্ট হলো খনন কারীর সম্মুখে। আসলে ঐ পাথরটি চাপা দিয়েই যমযম কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল কোনও এক সময়ে। 'আব্দুল মুত্তালিব তা কাটার জন্য পূর্ণ শক্তি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন। আর উচচস্বরে বলতে লাগলেন : "আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর।" তাঁর এ আওয়ায আশ পাশের লোকেরা সুস্পষ্ট শুনতে পেল। এবং তারা দ্রুত 'আব্দুল মুত্তালিবের দিকে ধাবিত হলে দেখতে পেল যে, 'আব্দুল মুত্তালিব পাথরটি টুকরো টুকরো করে সরিয়ে নিচ্ছেন আর যমযম কুপের পানি ফুয়ারার মতো বিচ্ছারিত হচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করলেন এবং তার চেহারায় ফুটে উঠল বিজয়ের তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর বিলুপ্ত যমযমে ফিরে পেল তার হারানো জীবন।



www.pathagar.com

**কুরাইশদের ঈর্ষা ঃ**

এ পর্যায়ে এসে কুরাইশদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। প্রথমে তারা ভেবেছিল যে, 'আব্দুল মুত্তালিবের এ প্রচেষ্টা কখনও সফল হবার নয়। তাই তারা কার্যত তাকে কোনরূপ সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসেনি। বরং প্রহর গুনছিল তার ব্যর্থতার মুহূর্তে তাকে মৃদু ভৎসনা করার জন্যই। কিন্তু দেখা গেল যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন। এখন তো আর নিরব থাকার সময় নয়। এ গৌরবের অধিকারী আব্দুল মুত্তালিব একা হবে কেন? এতে আমাদেরও তো অংশীদার হওয়া চাই। তারা 'আব্দুল মুত্তালিবের কাছে রীতিমত দাবী করে বসলো যে, তাদেরকেও এ মর্যাদায় শরীক করতে হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন না। কুরাইশের অন্যরাও তাদের দাবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। প্রথমে কথা কাটা কাটি এবং শেষতক তরবারির ঝনঝনানি। 'আব্দুল মুত্তালিব দেখতে পেলেন যে, এ চরম মুহূর্তে তাঁর নিকটাত্মীয়দের কেউই তাঁর পাশে নেই। তারা হয় বিরোধী শিবিরে অথবা নিরবে তামাশা দেখছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন এখন যদি আমার দশ জন যুবক সন্তান থাকত তা হলে তো তারা অবশ্যই আমার পাশে এসে দাঁড়াতো। তিনি রীতিমত পণ করে বসলেন : "আল্লাহ্ আমাকে দশজন সক্ষম পুত্র সন্তান দান করলে তাদের একজনকে আল্লাহ্র পথে কুরবানী দেব।" সে যাই হোক।

পরবর্তী দিন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা একত্রিত হয়ে 'আব্দুল মুত্তালিবের কাছে সম্মিলিতভাবে এ দাবী নিয়ে উপস্থিত হল যে, যমযম হচ্ছে সকলের পৈত্রিক অধিকার। তা হতে কাউকে বঞ্চিত করা যাবেনা। কিন্তু 'আব্দুল মুত্তলিব কিছুতেই দমবার পাত্র নন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর বিলুপ্তির পর এ যমযম আবিস্কারের যে মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষিত করেছেন তা তারই একচ্ছত্র অধিকার। এ মর্যাদায় কাউকে অংশীদার করতে তিনি রাজী নন। তিনি আরো বললেন; "তোমরা আমার এ যুক্তি না মানলে অন্য একজন নিরপেক্ষ লোককে শালিশ নিযুক্ত করতে পার। তিনি যে রায় দিবেন তদনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।"[৬৫]

[৬৫] ইবন সা'আদ : তাবাক্বাত, পৃ : ৮৪।



www.pathagar.com

সকলেই এ মর্মে একমত হলেন যে, জর্দান বাসীনী বনু সা'আদ গোত্রের এক গনক যার নাম "হুযায়ম" তাকেই শালিশ নিযুক্ত করা হবে।

একটি পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনে 'আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশ বংশীয় বিশ জন লোককে সঙ্গে নিয়ে উক্ত গনকের উদ্দেশ্যে যাত্রা দিলেন। পথিমধ্যে এক পর্যায়ে সকলের সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে গেলে তারা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। মরুময় অঞ্চলে পানির সংকট কত যে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা কারো অজানা নয়। সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এখন মৃত্যুই তাদের অবধারিত পরিণতি। লোকেরা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পরামর্শ চাইল এখন করনীয় কি? তারা প্রস্তাব দিল, মৃত্যু থেকে বাঁচার তো আপাততঃ কোন উপায়ই দেখছিনা। তবে আমাদের লাশ যেন শৃগাল কুকুরের খাদ্যে পরিণত না হয় সে ব্যবস্থা করার জন্য একটি কাজ করা সমাসীন মনে করছি। প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি করে গর্ত খুঁড়বে এবং যে গর্তের পাড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনে বসে থাকবে। যে ব্যক্তি আগে মারা যাবে তাকে যারা জীবিত আছে তারা যে গর্তের মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিবে। এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের লাশ কবরস্ত হবে।

'আব্দুল মুত্তালিব বললেন : এভাবেই নিজ হাতে গর্ত খুঁড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা তো কাপুরুষতারই নামান্তর। আমরা মরুভূমিতে আশে পাশে কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখিনা কেন? হয়ত আল্লাহ্ আমাদেরকে পানির সন্ধান দিতে পারেন। 'আব্দুল মুত্তালিবের পরামর্শে সকলেই উটের পিঠে চেপে বসল পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করতে। যাত্রা আরম্ভ করতেই দেখা গেল যে, 'আব্দুল মুত্তালিবের উটের পদচিহ্ন হতে একটি সুমিষ্ট ঝর্নাধারার বিচ্ছরন ঘটেছে। তা দৃষ্টে 'আব্দুল মুত্তালিব উচ্চস্বরে "আল্লাহ্ আকবর" ধ্বনি আওড়াতে লাগলেন। তখন অন্যান্যরা 'আবদুল মুত্তালিবের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পেলেন যে একটি ঝর্নাধারা হতে সুমিষ্ট পানি প্রবাহিত হচ্ছে । তখন সকলেই প্রাণভরে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন এবং উষ্টাগত প্রাণ বায়ু বেরিয়ে পড়া হতে এভাবে রক্ষা পেল।[৬৬]

'আব্দুল মুত্তালিবের এ অলৌকিকত্ব দেখে সকলেই বললেন : "এখানেই আমাদের বিবাদের ফায়সালা আপনার পক্ষেই হয়ে গেছে। যিনি

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ : ১৫২-১৫৩।



www.pathagar.com

আপনার বরকতে এ মরুময় অঞ্চলে পানির ব্যবস্থা করেছেন তিনিই আপনার হাতে যমযমের পূনঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্‌র শপথ যমযমের ব্যাপারে আমরা আর আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবোনা সেখান হতে সকলেই ফিরে এলেন"।

**আবরাহার বিকল্প স্বর্ণ মন্দির নির্মান ও কা'বা গৃহ ধ্বংসের উদ্যোগ ঃ**

আবিসিনিয়ার সম্রাট নজ্জাশীর সেনা নায়ক "আরবাত্ব" যিনি সম্প্রতি ইয়ামান আক্রমন করে তা আবিসিনিয়ার করতলগত করেছিলেন এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীম রুলারে জনগনকে নিস্পেষিত করছিলেন। জনতা তার বিরুদ্ধে একটি গন অভ্যুত্থান পরিচালনা করে আরবাত্ব কে হত্যা করত: আবরাহা নিজেই ইয়ামানের শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন।

আবরাহা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিকল্পনা করলেন যে বর্তমানে মক্কা যে গোঠা আরব উপদ্বীপের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা ভোগ করছে তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এয়ামানকেই ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইয়ামানের ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত অনুকুলে ছিল। কিন্তু বাধ-সাজছে আর একটি বস্তু। তা হলো মক্কায় কা'বা গৃহের অবস্থান। যা গোঠা আরব দ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি তীর্থস্থান বলে বিবেচিত। আবরাহা চিন্তা করল এর বিকল্প কিছু করা ব্যতীত তার পরিকল্পনা সফল হওয়ার নয়। সে প্রথমে কা'বা গৃহের আকার আকৃতি ও নির্মান কৌশল সম্পর্কে খবর নিল। জানতে পারল যে তা একটি সাধামাটা পাথরের ঘর বৈ কিছুই নয়। এবার আবরাহার মনে এক বুদ্ধি আটল। সে ইয়ামানে স্বর্ণ-রোপ্য ও মূল্যবান পাথর খচিত এক অনন্য সাধারণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করল। এবং জনগনকে এ আহ্‌বান জানাল যে, তারা যেন তার এ স্বর্নমন্দিরকেই তীর্থস্থান জ্ঞাত করে তথায় সমবেত হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এর আকর্ষনীয় সৌন্দর্য ও অভিনব নির্মান কৌশলের কারণে তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, এবং লোকেরা মক্কার সাধামাটা প্রস্তর নির্মিত কা'বাকে বর্জন করবে। তার এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ পরিকল্পনা আরবের স্বাধীনচেতা লোকদের আত্মসম্মান বোধকে চরমভাবে ক্ষুন্ন করল। তাদেরই একজন ইয়ামানে গিয়ে আবরাহা নির্মিত স্বর্ণ মন্দিরের গায়ে ময়লা মেখে এল। এতে আবরাহা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, এবং প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলো। সে



www.pathagar.com

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল যে, মক্কার কা'বা গৃহকে ধ্বংস না করে সে ক্ষান্ত হবেনা। সে বিশাল এক সেনা বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগল এ বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস তো আরবদের সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও নাই। তাই সে অচিরেই কা'বা গৃহকে চুর্ণবিচুর্ণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আর এভাবে তার স্বর্ণমন্দিরের প্রতি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের সমুচিত শিক্ষা দিবে। আবরাহার এ বিশাল বাহিনী মক্কার অদূরে মুযদালিফার প্রান্তরে এসে উপনীত হল। হাজার হাজার সসস্ত্র সৈন্য ও শত সহস্র হাতির বিশাল বাহিনীর আগমনের কথা শুনে মক্কার লোকদের প্রাণ উষ্ঠাগত হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগলঃ এ বিপদ থেকে বাঁচার তো আপাততঃ কোনই উপায় দেখছিনা। তবুও চল আমরা 'আব্দুল মুত্তালিবের সাথে পরামর্শ করি। তিনি প্রখর বিচক্ষণতার অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক শক্তি আমরা দেখতে পেয়েছি যা সাধারণতঃ অন্য কারো মধ্যে দৃষ্ট হয়না। লোকেরা যখন 'আব্দুল মুত্তালিবের বাড়িতে পৌঁছলো তখন জানতে পারল যে আবরাহা বাহিনী তার ২০০ উট ধরে নিয়ে গেছে, তাই তিনি সে ব্যাপারে আবরাহার সাথে আলাপ করতে গেছেন।

লোকেরা একথা শুনে বলাবলি করতে লাগল : যে লোক কা'বা গৃহ ধ্বংস করার জন্য এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তার সাথে কোনরূপ দেন দরবার যে কাজে আসবে তা কি করে আশা করা যেতে পারে?

'আব্দুল মুত্তালিব ঠিকই আবরাহার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হস্তী বাহিনীর প্রধান আবরাহাকে খবর দিলেন যে, কুরাইশদের সর্দার তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। 'আব্দুল মুত্তালিবের গুনাবলীও তার কাছে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন : ইনি আরবদের অবিসম্বাদিত নেতা, সকলের মধ্যে মর্যাদার শীর্ষে, তার দানশীলতা সর্বজন বিদিত এবং সর্বক্ষণ তার মেহমান খানার দরজা উম্মুক্ত থাকে। আবরাহা অনুমতি দিলে 'আব্দুল মুত্তালিব তার সাথে দেখা করার জন্য তার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 'আব্দুল মুত্তালিবকে দেখেই তিনি সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই সিংহাসন থেকে নেমে পড়ে বিছানায় বসে গেলেন। 'আব্দুল মুত্তালিব গিয়ে তার পাশেই বসে পড়লেন। আবরাহা জনতে চাইলেন তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?



www.pathagar.com

'আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত ধীর ও শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন: "আপনার সেনাবাহিনীর লোকেরা আমার ২০০ উষ্ট্র রাখালদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি ওগুলো ফেরৎ চাইতে এসেছি। 'আব্দুল মুত্তালিবের একথা শুনে আবরাহা রীতিমত আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে গেলেন।

তিনি ভাবতে লাগলেন, কুরাইশদের সর্দার আরবদের শ্রেষ্ঠ নেতা তার কাছে এসে নিজের উষ্ট্রগুলো ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করছেন, অথচ সংকটাপন্ন কা'বা গৃহ যা ধ্বংস করার জন্য তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত সে বিষয়ে কিছুই বলছেন না। তিনি চরম ঔৎসুক্যের সাথে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি আপনি আমাকে আপনার উষ্ট্রগুলো ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করছেন আর যে কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এ বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেছি সে বিষয়ে কিছুই বলছেন না?

'তার কথায় 'আব্দুল মুত্তালিব মৃদু হাসি দিয়ে বললেন: "উষ্ট্রের মালিক আমি নিজেই, তাই আমি আমার সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আপনার সাথে দেন দরবার করছি। কা'বা গৃহের একজন অধিপতি আছেন। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁরই। তিনিই তা রক্ষার ব্যবস্থা করবেন।"

আব্দুল মুত্তালিবের এ উত্তর শুনে আবরাহা রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: আপনি এ কি বলছেন? এর একজন অধিপতি আছেন আর তিনিই তা রক্ষা করবেন। সে মালিক কে? কে আমার হাত থেকে একে রক্ষা করতে পারে তা আমি দেখব।"

'আব্দুল মুত্তালিব মক্কা উপত্যাকার বাসিন্দাদের প্রতি এ মর্মে ঘোষণা জারী করলেন যে, সবাই যেন নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আবরাহা বাহিনীর প্রতিরোধ করার কথা চিন্তা না করে। আর তিনি নিজে কা'বা গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে গিয়ে কা'বার দরজার চৌকাট ধরে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করলেন :

اللهم إن المرء يمنع رحلته فامنع رحالك

لا استمع يوما بأرجس منهم راموا قتالك

عمدوا حماك بكيدهم

جهلا وما رقبوا جلالك



www.pathagar.com

অর্থাৎ : "একজন সাধারণ লোক পর্যন্ত তার কাফেলার উপর আপতিত যে কোন বিপদের মোকাবিলা করে, কাজেই হে মহামহীম প্রভু তোমার কাফেলা আজ শত্রু কবলিত, এদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমারই।

আমি কোন দিন শুনিনি যে কোন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর লোক পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা কল্পনা করেছে। অথচ এ আবরাহা তার দেশের জনগনকে নিয়ে একটি হস্তী বাহিনী সহকারে তোমরা ঘরের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে।

এরা অজ্ঞতা বশত: তোমার সংরক্ষিত অঞ্চলকে পদদলিত করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। অথচ তোমার পরাক্রম সম্পর্কে তারা অবহিত নয়"।

এদিকে অবরাহা পরবর্তী দিন প্রত্যুষেই তার সেনাবহিনীকে নির্দেশ দিল হস্তী বাহিনীকে আগ্রভাগে রেখে যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়। যাতে করে কুরাইশের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হাতী গুলোকে যতই মক্কার দিকে অগ্রসর করানোর চেষ্টা করা হয় তারা এক কদমও এগুয়না, এমনকি বেদম প্রহারেও না। কিন্তু অন্য যে কোন দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলে সাথে সাথে চলা আরম্ভ করে। আবরাহাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হলে, তিনি অনন্যোপায় হয়ে হস্তী বাহিনীর আশা ত্যাগ করে পদাতিক বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। পদাতিক বাহিনী সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখা গেল যে, আকাশের গায়ে মেঘমালার মত কী যেন ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। অথচ আকাশে মেঘের কোনই সম্ভাবনা নেই। আকাশ ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। সকলেই অশ্চর্য্যান্বিত হয়ে নিশ্বাস বন্ধ করেই যেন তাকিয়ে রইল সম্মুখ পানে অগ্রসরমান সে মেঘবৎ কৃষ্ণ ছায়াটির দিকে। ছায়াটি দৃষ্টিশক্তির আওতায় এলে দেখতে পেল যে হাজার হাজার ক্ষুদ্রাকৃতির পাখির এক বিশাল ঝাঁক। আকারে চড়ুই এর চাইতেও ছোট্ট। এ এক অভিনব দৃশ্য ! দেখতে দেখতেই এ বিশাল পাখির দল শামিয়ানার মত সেনাদলকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। আর তাদের পায়ে আকড়ে ধরা পাথর কুঁচির মত কী যেন ছেড়ে দিচ্ছে তাদের মাথার উপর। সে পাথর কুঁচি আকারে ছোট্ট ছিল বটে কিন্তু তা এত প্রচন্ড শক্তিশালী ছিল যে, তা যার গয়েই লেগেছে তাকে ছেদ করে সমস্ত শরীরকে ঝলসিয়ে দিয়েছে। এবং এতই অব্যর্থ ছিল যে সে পাথরের আঘাত থেকে কেউই রেহাই পায়নি।



www.pathagar.com

নিমিষের মধ্যেই আবরাহার বিশাল বাহিনী ভস্ম খড়ের স্তূপের মতো আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

এভাবেই 'আব্দুল মুত্তালিবের দো'আ আল্লাহ্ কবুল করলেন। অনেক্ষণ পর যখন পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে থাকা লোকেরা বুঝতে পারল যে, আবরাহার সেনা দলের উপর নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে, নয়ত এতক্ষণে তাদের কা'বা গৃহ ধ্বংস করে দেয়ার কথা ছিল, তারা বেরিয়ে এসে সেনা বাহিনীর খোঁজ নিতে লাগল আর তখনই প্রকৃত অবস্থা জানতে পারল।

'আব্দুল মুত্তলিব তখন আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করলেন :

(৬৭)

نحن آل الله فى ذمته　　لم نزل فيها على عهد قدم

إن للبيت لربا مانعا　　من يرد فيه بإثم يخترم

لم تزل لله فينا حرمة　　يدفع الله بها عنا النقم

অনুবাদ:

আমরা আল্লাহর পরিবার

তার আশ্রয়ে আমি সোরা

যুগ যুগ ধরে।

এ ঘরের তো রয়েছে এক

শক্তিধর প্রভুর

যেই বদ নিয়তে তাকিয়েছে এর পানে

দিয়েছেন তাকে তিনি ধ্বংস করে।

আল্লাহর দেয়া এ সম্মান

(৬৭) শরহ নাহজুল বারাগ্বাহ, পৃ : ২৮১-২৮২, ত্ববক্বাতে ইবন স্ব'আদ পৃ : ৮৭।



www.pathagar.com

রয়েছে মোদের সর্বদাই।

বেঁচে গিয়ে থাকি মোরা বিপদ হতে

সেহেতু আল্লাহ বাচিয়েছেন, তাই।

## কর্তৃত্বের প্রশ্নে আব্দুল মুত্তালিব ও হারব ইবন উমায়্যাহ ইবন 'আব্দ শামস এর মধ্যে দ্বন্দ্ব

ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, উমাইয়া ইবন 'আব্দ-শামস হাশিমের উত্থানে ঈর্ষান্বিত হয়ে কর্তৃত্ব লাভের জন্য তার সাথে এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সে কোন ভাবে হাশিমের সমকক্ষ না হওয়াতে জনগণ তাকে নেতা হিসেবে মানতে রাজী ছিলনা। এক পর্যায়ে তার এ অশুভ পাঁয়তারা ফাঁস হয়ে গিয়ে দন্ড স্বরূপ তাকে একশত উষ্ট্রী জরিমানা দিতে হয় এবং দশবছরের জন্য মক্কা অঞ্চল থেকে বহিস্কৃত হতে হয়। উমাইয়ার ছেলে হারব অনুরূপ ভাবে তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এ ঈর্ষা লাভ করে এবং 'আব্দুল মুত্তালিবের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষন করে। এক পর্যায়ে সে 'আব্দুল মুত্তালিবের নিকট এসে তাকে কর্তৃত্বের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। 'আব্দুল মুত্তালিব সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং উভয়ে এ মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছলো যে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নফীল ইবন (বা নুফাইল) 'আদীকে (হযরত 'উমরের পিতামহ) বিচারক মানা হবে। তদনুযায়ী দুজনেই তাঁর কাছে এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করেন।

এতে নফীল ইবনে হারাবের এ স্পর্ধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বলেন :

أبوك معاهر وأبوه عف  وفاد الفيل عن بلد حرام

অর্থাৎ : "তোমার পিতা ছিল এক ব্যভিচারী এবং তাঁর পিতা ছিল এক পূত চরিত্রের অধিকারী। ইনি পবিত্র মক্কা ভূমি থেকে হস্তী বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিরোধ করেছেন।"

তিনি তার এ পংক্তিতি পাঠের মাধ্যমে এ কথারই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'আব্দুল মুত্তালিবের পিতার চরিত্র ও হারবের পিতার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত



www.pathagar.com

ধর্মী। তাদের দুজনের মধ্যে তুলনা করতে গেলে দেখা যায় যে, 'আব্দুল মুত্তালিব ছিল এমন এক ব্যক্তি যার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করতেন। যেমন তার দু'আর বদৌলতে আবরাহার হস্তী বাহিনী অলৌকিক ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ ভাবে বায়তুল্লাহ্ ধংসের হাত হতে বেঁচে গেল এবং গোঠা কুরাইশ বংশ আবরাহা বহিনীর হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্চিত হওয়ার হাত হতে নিস্কৃতি পেয়েছিল। পক্ষান্তরে হারবের মধ্যে এমন কোন গুন ছিলনা যা উল্লেখ করার যোগ্য।

**আব্দুল মুত্তালিবের পণঃ**

বিশিষ্ট ইতিহাস বেত্তা আল ত্বারাবী বর্ণনা করেন যে, 'আব্দুল মুত্তালিব যখন যমযম কূপ সংস্কারের সময়ে তার স্বগোত্রীয় ভাইদের পক্ষ থেকে যমযম আবিস্কারের গৌরবে শরীক করার দাবীতে চরম চাপের সম্মুখীন হন আর নিজের পক্ষে একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই ব্যথিত হন, তখন তিনি পণ করেছিলেন যে, যদি তার ঔরসে দশটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয় এবং সংকটকালে তার পার্শ্বে দাঁড়াবার মত বয়সে উপনীত হয় তা হলে তাদের মধ্য হতে একজনকে কা'বার সম্মুখে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করবে। পরবর্তিতে যখন তার ঔরসে সত্যি সত্যিই দশটি সন্তানের জম্ম হল এবং তারা পরিনত শক্তি সামর্থও অর্জন করল তখন তিনি তার সন্তানদেরকে একত্রিত করে তাঁর পণের কথা জানালেন। সবাই সমস্বরে উত্তর দিল আপনি তা পূরণ করুন। এতে আমরা পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করব।

বলাবহুল্য 'আব্দুল মুত্তালিবের এ পণ ও হযরত ইব্রাহীমের (সঃ) স্বপ্নের মধ্যে একটি বিরাট সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)যখন তাঁর স্বপ্নের কথা তদীয় পুত্র ইসমা'ঈলের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তখনও ইসমাঈল পিতাকে উত্তর দিয়েছিলেন "আপানি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছেন তা কার্যকর করুন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখতে পাবেন।

আমরা দেখতে পাই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ছেলেকে মাটির উপর উপুড় করে শুইয়ে দিলেন এবং চোখে পাট্টি লাগিয়ে পুত্রের স্কন্ধে শান্তভাবে ছুরি চালিয়ে দিচ্ছেন আর চুড়ান্ত জবাই এর



www.pathagar.com

মুহূর্তে আল্লাহ্‌র হুকুমে ইসমা'ঈলের পরিবর্তে একটি দুম্বার গলায় ছুরি চালিত হয় এবং ইসমাঈল (আঃ) অলৌকিভাবে বেঁচে যান।

চলুন আমরা লক্ষ্য করি 'আব্দুল মুত্তালিব কি ভাবে তার পণ পূরণ করছেন। বলাবাহুল্য 'আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সন্তানদেরকে একত্রিত করলেন। ছেলেরাও সম্মতি জ্ঞাপন করল তার নযর পূরণ করার প্রক্রিয়া আরম্ভ করার ব্যাপারে। এর অবশ্যম্ভাবী অর্থ দাঁড়ায় এই, দশটি সন্তানের মধ্যে যাকে তিনি বলি দিতে চাইবেন তার নিজের মৃত্যুকে কবুল করে নেয়া। বাস্তবেও কেউ এ নিয়ে হৈ চৈ করলনা কেউ পালাতেও চেষ্টা করলনা। আব্দুল মুত্তালিব লটারীর মাধ্যমে কুরবানীর জন্য উদ্দিষ্ট সন্তানটি চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিলেন। দেখা গেল যে, তাতে যাঁর নাম উঠেছে তিনি হচ্ছেন তাঁর সমধিক প্রিয় ছেলে 'আব্দুল্লাহ্‌। তিনি আব্দুল্লাহ্‌কে জবাই করতে উদ্যত হলে লোকেরা এগিয়ে এল। আর 'আব্দুল মুত্তালিবের কাছে অনুরোধ করল: "আমাদের এমন জনপ্রিয় ও সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবেন তা কি করে হয়"। 'আব্দুল মুত্তালিব কিন্তু নাছোড় বান্দা। তিনি আল্লাহ্‌র নামে একটি সন্তান বধ করার যে পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেই তবে ক্ষান্ত হবেন। লোকেরা বলল: "আপনি এর বিনিময়ে অন্য কিছু কুরবানী দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখুন"। 'আব্দুল মুত্তালিব তখন একদিকে 'আব্দুল্লাহ্‌ অন্যদিকে দশটি উটের মধ্যে কোনটির পক্ষে লটারী উঠে তা যাচাই করে দেখলেন যে, আব্দুল্লাহ্‌র নামই উঠেছে। এভাবে প্রতিবারে দশটি উট বাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় লটারী দিতেন। শেষতক যখন ১০০ টি উট ও 'আব্দুল্লাহ্‌র মধ্যে লটারী দিলেন তখন উটের পক্ষেই লটারী উঠেছে দেখে ১০০ টি উট জবাই করে তার পণ পূরণ করলেন আর 'আব্দুল্লাহ্‌র জীবনও বেঁচে গেল। বর্নিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিব ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এ সব উট জবাই করেছিলেন।[৬৮]

হযরত মু'আবিয়া বর্ণনা করেছেন, "আমরা একদা হযরত নবীজী (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম তখন এক বেদুঈন লোক এল এবং নবীজী (সঃ) কে এ বলে সম্বোধন করল যে, 'হে দুজন জবাইয়ে প্রদত্ত ব্যক্তির সন্তান'। তখন রসূলুল্লাহ্‌ তার কথায় একটু মুচকী হাঁসলেন" হযরত মু'আবিয়া যখন বর্ণনা শেষ করলেন তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত মু'আভিয়া খাজা 'আব্দুল্লাহ্‌র

[৬৮] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ২য় খন্ড, পৃ : ২৪৪ দ্রষ্টব্য।



www.pathagar.com

ঘটনার উল্লেখ করে বল্লেন : একজন হচ্ছেন হযরত 'আব্দুল্লাহ্ আর অন্যজন হযরত ইসমা'ঈল।[৬৯]

আল্লামা যুরক্বানী বর্ণনা করেছেন যে, আরব অঞ্চলে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দিত তখন কুরাইশের লোকেরা হযরত 'আব্দুল মুত্তালিবকে নিয়ে মক্কার অনতিদূরে থবীর নামক এক পর্বতে একত্রিত হতেন এবং তার বরকতে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। আর এতে বৃষ্টি পাত হতো। বৃষ্টি পাতের প্রার্থনা ছাড়াও বড় ধরনের কোন বিপর্যয় অনুপস্থিত হলে তখনও 'আব্দুল মুত্তালিবের বরকতে তা হতে মুক্তির প্রার্থণা করা হতো।

হযরত 'আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর সময়ে সম্পূর্ন এক ভিন্ন চরিত্রের লোক। তিনি আপন সন্তানদেরকে অত্যাচার ও অপকর্ম থেকে নিষেধ করতেন এবং সৎচরিত্রের উপদেশ দিতেন। চরিত্রে কালিমা লাগতে পারে এহেন বিষয় কে তিনি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতেন। তিনি পণ পূরণ করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিতেন এবং মুহরাম মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে নিষেধ করতেন। তাছাড়া মদ্যপান, ব্যভিচার এবং মেয়েদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা ও উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা হতে বিরত রাখতেন। তাছাড়া চোরের হাত কর্তনেরও উপদেশ দিতেন।[৭০]

**সীরাতে হালাবিয়্যা** নামক গ্রন্থে ইবনুল জাউযীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'আব্দুল মুত্তালিব যে সব বিষয়ের আদেশ দিতেন এবং যে সব কর্ম হতে নিষেধ করতেন তার অধিকাংশই এমন যে তা কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। 'আব্দুল মুত্তালিবের জীবনে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার বিষয়ে তিনি স্বপ্নের সাহায্যে বিশেষ ইঙ্গিত বা দিক নির্দেশনা পেতেন।

ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে ওয়াছিলা ইবনুল আসক্বা' (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন: "আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইসমাঈলের

সন্তানদের মধ্যে বনি কিনানাহকে নির্বাচিত করেছেন, আর বনি কিনানাহর মধ্য হতে কুরাইশকে কুরাইশদের মধ্য হতে বানি হাশিমকে, এবং বনি হাশিম থেকে

---

[৬৯] আল খছাইছ আল কুররা , খণ্ড, ১, পৃ: ৪৫

[৭০] যুরক্বানী, প্রথম খন্ড, পৃ : ৮২।



www.pathagar.com

আমাকে বাচাই করেছেন"। ইবন সা'দ বর্ণনা করতঃ এ বর্ণনাটি একটি মুরসাল রেওয়ায়াতে এ কথাটি অতিরিক্ত সংযোজিত করেছেন যে, বনি হাশিম হতে আব্দুল মুত্তালিবকে বাছাই করেছেন . . . .।"

এ মর্মে রাসুল (দঃ) এর একটি হাদীছ বহুলভাবে প্রচলিত আছে যে আল্লাহর রাসুল (দঃ) এরশাদ করেছেন : "আমি আদম সন্তানদের সর্দার (অর্থাৎ তাদের মধ্যে সকল বিবেচনায় শ্রেষ্টত্বের দাবীদার) তবে তা দাম্ভিকতার উদ্দেশ্যে বলছিনা। (বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলছি)। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন : "জিব্রাঈল আমাকে বলেছেন : আমি প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্চ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে অনুসন্ধান চালিয়েছি কিন্তু তার বুকে বনু হাশিমের চাইতে উত্তম কাউকে আমি দেখতে পাইনি"। এ হাদিছটি ত্বাবারানী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবন হাজার 'আসক্বলানী এ হাদীছের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : এ হাদিসে বিশুদ্ধতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। ইমাম তিরমিযী এ হাদিছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু সে যুগটি ছিল জাহিলিয়্যাতের যুগ তাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি বলতে ঈমান ও আমলের বিবেচনায় নয়, বরং চারিত্রিক গুনাবলী ও সত্যকে গ্রহণ করার মত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কথাই বুঝানো হয়েছে। আসলে এ দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সে যুগে কেউ তাদের সমকক্ষ ছিলেননা।

## হযরত আব্দুল্লাহ

এ বিষয়ে কারো কোন মতভেদ নেই যে, 'আব্দুল্লাহ্‌ ছিল মহানবী (সঃ) এর পিতার নাম। 'আব্দুল্লাহ্‌ নামটি এমন দুটি নামের অন্যতম যা আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলে বিবেচিত। এ মর্মে মুসলিম শরীফে একটি বর্ণনা আছে যে আল্লাহর কাছে দু'টি নাম সমধিক প্রিয়। একটি 'আব্দুল্লাহ্‌, অন্যটি 'আব্দুর রহমান।"

কেননা আল্লাহ্‌র সর্বোৎকৃষ্ট নামাবলীর মধ্যে আল্লাহ্‌ নামটির স্থান শীর্ষে তারপরে 'আর রহমান'। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়তে এ দিকে বিশেষ ভাবে ঈঙ্গিত দেয়া হয়েছে :



www.pathagar.com

قل ادعو الله او ادعوا الرحمن

অর্থাৎ : "বল তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক কিংবা আর রাহমান নামে ডাক এ কথাটি বিচিত্রময় যে হযরত 'আব্দুল মুত্তালিবের ঔরসে যখন তার জন্ম হয়েছিল হয়ত তখন তিনি স্বপ্নযোগে বা অন্য কোনভাবে এ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। যে কারণে তার 'আব্দুল্লাহ্ রেখেছিলেন তিনি।

**হযরত আব্দুল্লাহর বিয়ে ঃ**

হযরত 'আব্দুল মুত্তালিব যখন তার পণ পূরণ করতে গিয়ে ১০০টি উট কুরবানী দানের মাধ্যমে তদীয় পুত্র 'আব্দুল্লাহ্কে কুরবানী দেয়া হতে অব্যাহতি পেলেন তখনই তাঁর চিন্তা হল ছেলেকে শাদী করানোর বিষয়ে তড়িৎ কোন পদক্ষেপ নেয়ার। সে সময়ের বিবেচনায় কুরাইশের একটি সম্মানিত পরিবার বনু যুহরা নামক গোত্রে ওহাবের মেয়ে আমিনা ছিলেন রূপ, গুন, বংশ মর্যাদা ও নিস্কলুষ চরিত্রের অধিকারীণী এক বিরলা মহিলা। হযরত 'আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট ছেলে আব্দুল্লাহ্র সাথে উক্ত মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। এ প্রস্তাব আমিনার অবিভাবকগন সানন্দে গ্রহণ করেন।

ইবন 'আব্বাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে 'আব্দুল মুত্তালিব যখন তাঁর ছেলে 'আব্দুল্লাহ্কে নিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন পথিমধ্যে ফাতিমা বিনত মুররা নামক এক য়াহুদী রমনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। উক্ত রমনী ছিলেন সিরীয়াবাসীনী এক বিদুষী মহিলা। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি 'আব্দুল্লাহ্র চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর চেহারায় নুবুওয়াতের আলোচ্ছটা বিদ্যমান। তখনই তিনি হযরত 'আব্দুল্লাহ্কে একশত উষ্ট্রের বিনিময়ে তার সাথে সহবাসের আবেদন জানালেন। উত্তরে আব্দুল্লাহ বল্লেন :

أما الحرام فالممات دونه　　والحل لاحل فأستبينه

فكيف بالأمر الذي تبغينه　　لحمي الكريم عرضه ودينه



www.pathagar.com

অর্থাৎ: "অবৈধ যৌনাচারের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। বৈধও ততক্ষন পর্যন্ত বৈধ বলে গন্য নয় যা লোকের কাছে স্পষ্ট নয়। তুমি যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছ তা কিভাবে সম্ভব? কেননা একজন সম্মানিত ব্যক্তি তো সদাই তার মর্যাদা ও ধর্ম বিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রেখে চলবে"।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিবি আমেনাকে শাদী করার পর তাঁর সাথে তিন দিন অবস্থান করেন। সেখান হতে বাড়ি ফেরার পথে ঐ ইয়াহুদী রমনীর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে মহিলাটি তাঁর কাছে জানতে চান, তুমি এ ক'দিন কোথায় কাটিয়েছিলে? 'আব্দুল্লাহ্ উত্তর দিলেন "আমি ওহাব ইবন 'আব্দ মনাফের কন্য আমিনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তথায় তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে এখন ঘরে ফিরছি। তখন য়াহুদী রমনীটি বল্লেন : খোদার কছম আমি কোন দুশ্চরিত্রা মহিলা নই। আসলে তোমার ললাটে একটি আলো দেখতে পেয়ে আমি চিনতে পেরেছিলাম যে, তা নুবুওয়াতের আলো, তাই কৌশলে তা আমার গর্ভে স্থানান্তরিত হোক সে চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, এখন তা অন্যত্র স্থিত হয়ে গেছে।"

এ বর্ননাটি **দলাইলে আবী ন'ঈম** গ্রন্থে চারটি সূত্রে এবং ইবন সা'দকৃত **ত্বাবক্বাত** গ্রন্থে তিনটি সূত্রে বর্নিত হয়েছে। যদিও কোন কোন সূত্রের কোন কোন বর্ননাকারীকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু সূত্রের বিভিন্নতার কারণে সামগ্রিক ভাবে এ বর্ণনাটি গ্রহণ যোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে।[৭১]

## হযরত আব্দুল্লাহর পরলোক গমণ

বিয়ের কয়েকদিন পরেই হযরত 'আব্দুল্লাহ্ একটি বানিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পডলে তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। মদীনার বনু নজ্জার গোত্রে ছিল তার ম'তুলালয়। কাফেলা মাক্কায় ফিরে এলে 'আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করেন; আব্দুল্লাহ্র কি হলো? সে ফিরে আসেনি কেন? কাফেলার লোকেরা উত্তর দিল : তিনি অসুস্থতার কারণে মদীনাতেই অবস্থান করছেন। তখনই হযরত 'আব্দুল মুত্তালিব তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিথকে মদীনা পাঠালেন আব্দুল্লাহ্ কে নিয়ে আসার জন্য।

[৭১] উল্লেখ্য যে, এবর্ননাটি বিশিষ্ট ইতিহাস বিদ আত ত্বাবারী পূর্ণ সনদ সহকারে বর্ননা করেছেন (খন্ড, ২ পৃ: ১৭৫) বর্ননাকারীদের অনেকেই বুখারীর রাভী।



www.pathagar.com

হারিথ মদীনা পৌঁছে জনাতে পারলেন যে, ইতিমধ্যেই 'আব্দুল্লাহ পরলোক গনম করেছেন, এবং সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। হারিথ মক্কায় ফিরে এসে যখন তার মৃত্যু সংবাদ জানালেন তখন সারা মক্কায় শোকের ছায়া নেমে এল। 'আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের সময় নবীজী (সঃ) তার মায়ের গর্ভেই ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৮ অথবা ২৫ অথবা ২৮ বছর। আল্লামা ইবন হাজার 'আসক্বালানীর মতে ১৮ বছরের এ মত অধিকতর গ্রহযোগ্য। আল্লামা সূয়ুতীও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মৃত্যুকালে হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ তাঁর মীরাথ হিসেবে পাঁচটি উট, একটি বকরীর পাল ও একজন দাসী ছেড়ে যান, যার নাম ছিল উম্মে আইমান। মহানবী (সঃ) তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে এসব সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

## হযরত আব্দুল্লাহকে হত্যা করার উদ্দেশ্য য়াহুদীদের এক ষড়যন্ত্র

বর্ণিত আছে যে, সিরিয়াতে য়াহুদী পাদ্রীদের কাছে হযরত ইয়াহয়া ইবন যাকারিয়া (আঃ) এর একটি শুভ্র পশমী জুব্বা সংরক্ষিত ছিল, যা তিনি নিহত হওয়ার মূহুর্তে তাঁর পরিধানে ছিল, এবং রক্তমাখা অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এ জুব্বার একটি বৈশিষ্ট এই ছিল যে, তাতে যে রক্তের দাগ ছিল তা একেবারেই তরতাজা থেকে গিয়েছিল। মনে হতো যেন সেখান থেকে রক্ত টপকে পড়ছে। য়াহুদীদের কিতাবে নাকি একথাটি লিপিবদ্ধ ছিল যে, যখন এ জুব্বাটি হতে রক্তের দাগ মুছে গিয়ে তা শুভ্র হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে, শেষ নবীর পিতা জন্মগ্রহন করেছেন। ঠিকই একদিন জুব্বাটি সাদা গয়ে গেছে দেখতে পেয়ে য়াহুদী পন্ডিতরা বুঝতে পারলেন যে, মহানবী (সঃ) এর পিতা হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ ভূমিষ্ট হয়েছেন। এর কিছু দিন পর আরবের একটি বানিজ্য কাফেলা সিরিয়াতে অবস্থান করছিল। য়াহুদী পাদ্রীগন তাদের কাছে 'আব্দুল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলেন। এরা জানালেন যে, শিশুটি এক ব্যতিক্রমধর্মী সৌন্দর্য ও বৈশিষ্টের অধিকারী। এবং তার ললাটে রয়েছে এক অভিনব উজ্জ্বল আলো। য়াহুদী পাদ্রীরা মন্তব্য করলেন যে, আসলে এ আলো হচ্ছে তার ঔরসে মুহাম্মদ নামক যে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করবে তাঁরই আলো। তাঁর হাতে প্রতিমা গুলো বিধ্বস্ত হবে। আরবরা যখন য়াহুদী প্রাদ্রীদের মুখে বিভিন্ন পূর্বাভাষের কথা শুনতে পেল, এবং তা হুবহু নিজেদের প্রত্যক্ষ করা



www.pathagar.com

অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ পেল, তখন বলতে লাগল: খোদার শপথ পাদ্রীরা যা বলছেন তা সত্যই বলছেন।

য়াহুদীরা এ ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হল যে, ইযরত 'আব্দুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছেন তখন য়াহুদী পাদ্রীদের একটি দল এবং তাদের সত্তর জন আত্মীয়ের এক বিশাল বাহিনী এ মর্মে শপথ গ্রহণ করল যে, তারা মক্কা রওয়ানা হয়ে যাবে এবং আব্দুল্লাহ্কে হত্যা না করা পর্যন্ত দেশে ফিরে আসবেনা। এরা রাত্রি বেলা পথ চলতে থাকত কিন্তু দিবা ভাগে আত্মগোপন করে থাকত। মক্কার উপকণ্ঠে এসে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। একদিন তারা হযরত 'আবদুল্লাহ্কে মক্কার মরু অঞ্চলে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরুতে দেখতে পেল। তখন কাল বিলম্ব না করে তাকে হত্যার জন্য অগ্রসর হল। ওহাব ইবন 'আবদ মনাফ এ ঘটনা আঁচ করতে পেরে আরবদের একটি দল নিয়ে তাদের হামলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন : আমরা এ কাজ কি করে সহ্য করতে পারি যে, মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারের এক সন্তান য়াহুদী পাদ্রীদের হাতে এ ভাবে নিহত হবেন"? তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আকাশ থেকে একটি বাহিনী অবতরণ করল, যারা এ পৃথিবী বাসীদের থেকে ভিন্ন চেহারার ও ভিন্ন গঠনের ছিল এবং য়াহুদীদের উক্ত ঘাতক দলকে প্রতিহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ওহাব এ ঘটনা দৃষ্টে আমিনাকে আব্দুল্লাহ্র কাছে শাদী দেয়ার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়লেন, যা পরবর্তীতে কার্যকর হয়েছিল।

اللهم صل وسلم أفضل الصلوت والتسليمات على أشرف أنبيائك وخير خلقك وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين عدد من ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.

---- সমাপ্ত ---



www.pathagar.com

www.pathagar.com

abc Publications
43 Jame Masjid Shopping Complex
Anderkilla, Chittagong
✆ : 611764

Design: Digital Color Wave, Ctg.
Ph: 619106, 619042-Ext: 104